রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
বাড়ি নং-১৯, রোড নং-১/বি, সেক্টর-০৯
উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
www.rpcl.gov.bd

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

BPDB-RPCL Powergen Ltd
বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ
(একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি কোম্পানি)
ঢাকা স্কয়ার (৪র্থ তলা), বাড়ি নং # ০১, রোড নং # ১৩,
সেক্টর # ০১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
www.brpowergen.org.bd

www.dailypanjeree.com
রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৭০ ■ ঢাকা বুধবার ■ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ৩ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ১৮ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা
The Daily Panjeree

দুদকের হস্তক্ষেপ কামনা

বন বিভাগের দুর্নীতিবাজরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে

তালুকদার রুমী ▸

বন বিভাগের ইতিহাসে শত শত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারির জন্ম হলেও ফরেস্ট রেঞ্জার শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য ছিলেন তাদের শীর্ষে। বন বিভাগের সাবেক দুর্নীতিবাজ স্বেচ্ছাচারী প্রধান বন সংরক্ষক মো. ইউনুচ আলীর আর্শীবাদপুষ্ট এই শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য ঢাকা সামাজিক বন বিভাগের আওতাধীন সোনারগাঁও ফরেস্ট চেক স্টেশনের কর্মকর্তা হিসেবে ১ বছর দায়িত্ব পালনকালে কয়েক কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছেন।

অভিযোগ রয়েছে, গাজীপুর জেলার শ্রীপুরস্থ বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্কে কর্মরত থাকাবস্থায় তিনি পার্ক উন্নয়নের বিভিন্ন খাত

মো. ইউনুচ আলী

শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য

থেকে ভুয়া ভাউচার বানিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। শিব প্রসাদ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্কের দায়িত্বে থাকা তৎকালীন বন সংরক্ষক (সিএফ) তপন কুমার দে এবং তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষক মো. ইউনুচ আলী হাতিয়ে নিয়েছেন শত শত কোটি টাকা। বন বিভাগের ইতিহাসে প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুচ আলীর ৬ বছর সময়কালে বন বিভাগে চলে ব্যাপক লুটপাট। গণমাধ্যমে এসব চিত্র প্রকাশিত হলেও স্বয়ং তৎকালীন প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুচ আলী দুর্নীতিবাজদের শেল্টার দিতেন। যে কারণে পার্ক উন্নয়নের সরকারি অর্থ চিহ্নিত কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারি পকেটস্থ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির 'রাজহংস' উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে যুক্ত হওয়া অত্যাধুনিক প্রযুক্তির চতুর্থ ও শেষ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস' উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (এইচএসআইএ) ভিভিআইপি টারমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন উড়োজাহাজ 'রাজহংস' উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে ১৪ সেপ্টেম্বর বিকাল পৌনে ৪টায় বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস' (বিজি-৫০০৪) উড়োজাহাজটি দেশে পৌঁছায় বলে জানান বিমানের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা খন্দকার। এটি ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারি কর্মকর্তাদের বিমানে ভ্রমণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর : পৃষ্ঠা-২

একনেকে ৮ প্রকল্প অনুমোদন

প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১০০ শয্যার ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনসহ আটটি প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এসব প্রকল্পে ব্যয় হবে ৮ হাজার ৯৬৮ কোটি ৮ লাখ টাকা।

মঙ্গলবার শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভায় এ অনুমোদন ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা অনুষ্ঠিত হয় —পিআইডি

প্রকল্পের কেনাকাটা ও ব্যয় খতিয়ে দেখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর : পৃষ্ঠা-২

এবারও জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেবেন শেখ হাসিনা : পৃষ্ঠা-২

৩ বছরে মাত্র ১টি জেলায় সম্মেলন করেছে আ.লীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

আওয়ামী লীগের সর্বশেষ, অর্থাৎ ২০তম জাতীয় সম্মেলন হয়েছিল ২০১৬ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর। পরবর্তী সম্মেলনের তারিখও ঘোষণা করেছে দলটি। আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২১তম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তিন বছর মেয়াদি বর্তমান কমিটির মেয়াদ আছে আর মাত্র ৩৭ দিন। অথচ এই কমিটি দলের জেলা কমিটিগুলোর সম্মেলন করতে পারেনি। গত তিন বছরে কেবল একটি জেলা কমিটির সম্মেলন হয়েছে। ফলে, এর দায় দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

নানা কারণে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে মাদক মামলার অর্ধেকের বেশি আসামি

বিশেষ প্রতিবেদক ▸

দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিদিনই মাদক বিরোধী অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এসব অভিযানে হাজার হাজার মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবী আটক হচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় দায়ের করা হচ্ছে মামলা। শুধু সমসাময়িক এসব ঘটনাই নয়, অন্যান্য সময়ে দায়েরকৃত বেশিরভাগ মাদক মামলাতেও নানা ধরণের ত্রুটির কারণে আসামিরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ থেকে চলতি বছরের মে পর্যন্ত ১০ বছরে সারা দেশে ডিএনসি'র দায়েরকৃত ২৬ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ মামলাই প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। ফলে এসব মামলার ১৪ হাজার ৬৬৫ জন আসামি খালাস পান, যা মোট আসামির ৫১ শতাংশ। অর্থাৎ গত দশ বছরে মাদক মামলার অর্ধেকের বেশি আসামি ছাড়া পেয়ে গেছেন।

গত এক দশকে নিষ্পন্ন হওয়া মামলা পর্যালোচনা করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আসামিদের খালাস পাওয়ার পেছনে আটটি কারণ চিহ্নিত করেছে বলে জানা গেছে। এগুলো হলো, ত্রুটিপূর্ণ এজাহার, বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী উপস্থাপনে ব্যর্থতা, মামলার বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তা একই ব্যক্তি হওয়া, আইনের বিধান অনুযায়ী জব্দ তালিকা তৈরি না করা, জব্দ তালিকার সাক্ষীদের সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যে অমিল, বাদী ও অভিযানকারী দলের সদস্যদের বক্তব্যে অমিল, আদালতে সাক্ষী হাজিরে ব্যর্থতা এবং অনেক ক্ষেত্রে মামলার বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তাও সাক্ষ্য দিতে আসেন না। আইন বিশেষজ্ঞরা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

চারদিকে অনিশ্চয়তা অস্থিতিশীলতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমরা কোন সমাজ নির্মাণ করছি? যে সমাজে ফুলের মতো শিশুদের আমরা ভালোবাসতে পারছি না, তাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারছি না। চারদিকে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

এডিআরে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক

ঋণ দেওয়ার সুযোগ বাড়ল ব্যাংকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

সমন্বয়ের শেষ সময়ে এসে বাড়ানো হলো ব্যাংকের ঋণ-আমানত অনুপাত (এডিআর)। এখন থেকে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো ১০০ টাকা আমানতের বিপরীতে ৮৫ টাকা এবং ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য সর্বোচ্চ ৯০ টাকা ঋণ দিতে পারবে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন থেকে প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই নির্দেশনা জারি করা হয়।

ঋণ প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকায় ব্যাংকগুলোর ঋণ-আমানত অনুপাত (এডিআর) কমিয়ে গত ৩০ জানুয়ারি (২০১৯) একটি সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এডিআর কমিয়ে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর জন্য ৮৩ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য ৮৯ শতাংশ করা হয়। আগে যা ৮৫ ও ৯০ শতাংশ ছিল। ব্যাংকগুলোর এডিআর নির্ধারিত সীমায় নামিয়ে আনতে প্রথমে গত বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। এরপর আরেকটি সার্কুলারের মাধ্যমে সময় বাড়িয়ে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর করা হয়। তবে তারল্য সংকটের কথা ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দোষী প্রমাণিত হলে জাবি ভিসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) ফারজানা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

ঈদ সালামি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রলীগকে ১ কোটি টাকা দিয়েছে বলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন দাবি করেছেন। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে সারা দেশে ৬ অভিযান

বিশেষ প্রতিবেদক ▸

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে আগত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সারাদেশে মঙ্গলবার ৬টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

মৌলভীবাজারে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন প্রকল্পের কাজ শ্রমিকদের দ্বারা না করিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে (হটলাইন- ১০৬) অভিযোগ আসে, ওই প্রকল্পের অধীনে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে বরাদ্দের শর্ত অনুযায়ী কাজ না করিয়ে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ হতে আজ এ অভিযান পরিচালিত হয়।

দুদক টিম সদর উপজেলার কনকপুর ইউনিয়নের দু'টি কাজ (রাস্তা মেরামত ও খাল খনন) খতিয়ে দেখে। সরেজমিন অভিযানে এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে উল্লিখিত দু'টি কাজেই অতি দরিদ্রদের সংযুক্ত না করে এক্সক্যাভেটর দিয়ে কাজ করা হয়েছে এরূপ তথ্য পায় দুদক টিম। অভিযানে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্টগণ কর্তৃক প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ায় এ অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের অনুমোদন চেয়ে কমিশনে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে। এদিকে নীলফামারীতে রাস্তা নির্মাণে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং ফগার মেশিন ক্রয়ের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে দুদক। সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর-এর সহকারী পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে মঙ্গলবার ২টি অভিযান ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিআরটিসির কর্তৃপক্ষের অবহেলায় অযত্নে অবহেলায় খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে ১০-১৫টি বিকল বাস। কোনটাতে চাকা আছে, কোনটাতে নেই। আবার কোথাও নাট-বল্টু কিছুই নেই। গ্লাস ভাঙা, লক্কড়-ঝক্কড় বডি। হদিস নেই ইঞ্জিনসহ মূল্যবান অনেক যন্ত্রাংশের। ছবিটি রংপুর মহানগরীর তাজহাট আলমনগর মৌজার কুড়িগ্রাম সড়কের পাশ থেকে তোলা —পাঞ্জেরী

কারসাজি ঠেকাতে পেঁয়াজের আড়তে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

পেঁয়াজের উর্ধ্বমুখী দাম ও কারসাজি ঠেকাতে পাইকারি বাজারে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার কারওয়ানবাজারে পেঁয়াজের আড়তে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ভোক্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে পেঁয়াজ বিক্রেতাসহ নয় প্রতিষ্ঠানকে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর মধ্যে মূল্য তালিকা না থাকায় হাজী মিজান এন্টারপ্রাইজকে ১০ হাজার টাকা, চাঁদপুর জেনারেল স্টোরকে ৫ হাজার টাকা, আমিন ট্রেডার্সকে ৫ হাজার টাকা, মেসার্স বিসমিল্লাহ স্টোরকে ২ হাজার টাকা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য পণ্য উৎপাদনের অপরাধে বিসমিল্লাহ হোটেলকে ৫ হাজার টাকা, কামরুলের দোকানকে ২ হাজার টাকাসহ আরও তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজের মূল্য বাড়ছে। এ খবরে দেশের বাজারে হু হু করে বাড়ছে পেঁয়াজের মূল্য। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে রাজধানীর বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ১৫-২০ টাকা। অনৈতিকভাবে যেন কেউ পেঁয়াজের দাম না বাড়াতে পারে সেই জন্য ব্যবসায়ীদের সতর্ক করতে পাইকারি বাজারে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশের ৪০ মিশনে পোস্টিং চায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৪০ মিশনে পোস্টিং বা পদায়ন চায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী পুলিশ। এসব মিশনে পুলিশ সুপার পদ-মর্যাদার ১৪১টি পদ সৃজন এবং তিনটি করে গাড়ি চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাবও পাঠিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।

পুলিশের পাঠানো এই প্রস্তাবের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামত জানতে চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

পুলিশের পাঠানো প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা আরো গতিশীল করতে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভিকারুননিসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব বুঝে নিলেন অধ্যাপক ফওজিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন অধ্যাপক ফওজিয়া রেজওয়ান। মঙ্গলবার বিকালে দায়িত্ব বুঝে পান তিনি।

এর আগে, ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

মিয়ানমারে থাকা রোহিঙ্গারা গণহত্যার মারাত্মক ঝুঁকিতে : জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸

নির্যাতনের মুখেও মিয়ানমারের রাখাইনে থেকে যাওয়া রোহিঙ্গারা গণহত্যার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের তদন্তকারীরা। তারা বলছেন, রোহিঙ্গা বিরোধী অভিযানে খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের দায়ে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংসহ দেশটির শীর্ষ জেনারেলদের বিচারের মুখোমুখি করা উচিত। সোমবার জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের প্রকাশ করা নতুন রিপোর্টে এসব কথা বলা হয়েছে জানায় কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

মঙ্গলবার এই প্রতিবেদন জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হবে বলে জানায় সংবাদ মাধ্যমটি।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাখাইনের কয়েকটি নিরাপত্তা চৌকিতে কথিত হামলার জেরে মুসলিম অধ্যুষিত রাখাইনে অভিযানে নামে দেশটির সেনা-পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। অভিযানে ব্যাপক হত্যা-ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধারার সহিংসতা হয় বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আর জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা একে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান বলে আখ্যা দিয়েছে।

নিপীড়ন থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রায় সাত ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিসিদের ২ ঘণ্টা থানায় থাকার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

থানার হয়রানি এড়াতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সপ্তাহে ২-৩ ঘণ্টা থানায় থাকার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এলাকার উপ-কমিশনারদের (ডিসি) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ডিএমপি কমিশনার মোহা. শফিকুল ইসলাম এক চিঠিতে ঢাকার অপরাধ বিভাগের ডিসিদের এই নির্দেশ দেন।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, নিরীহ অসহায় জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ থানায় তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমলযোগ্য অপরাধ সংক্রান্ত ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

৯ কোটি টাকায় মৃতকে জীবিত করলেন সাব-রেজিস্ট্রার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ▸

জমির কাগজ জালিয়াতির মাধ্যমে নয় কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার তৎকালীন সাব-রেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীর আলম। এ ঘটনায় সাব-রেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে আরও দু'জন জড়িত। নয় কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়ে সাব-রেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীর আলমসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক সাধন সূত্র ধর বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছেন।

অবশ্য এরই মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীর আলম এক মাস আগে ভালুকা থেকে যশোরের ঝিনাইদহ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বদলি হয়েছেন।

দুদকের মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ভালুকার সাব-রেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীর আলম, অফিসের দলিল লেখক সিরাজুল ইসলাম সুজন এবং স্থানীয় আবু রাসেল চৌধুরীর যোগসাজশে প্রতারণা করে নয় কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জাবি উপাচার্যর অনৈতিক যত সুযোগ সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের অনৈতিক বিলাসিতার পিছনে প্রতি বছর বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী, একজন উপাচার্যের জন্য ১টি গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরপরই দেশের প্রথম এই নারী উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি গাড়ি ব্যবহার করা শুরু করেন। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে শিক্ষকদের সমালোচনার মুখে তিনি ১টি গাড়ি কমিয়ে ৩টি গাড়ি ব্যবহার করা শুরু করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম নিজে চলাচলের জন্য পাজারো ব্রান্ডের (ঢাকা মেট্রো ঘ ১৫-২২০৭) গাড়িটি ব্যবহার করেন। ফিল্ডার (ঢাকা মেট্রো গ ৩৩-৯৪৭৬) এবং ল্যান্সার (ঢাকা মেট্রো গ ২০-২৩৬৯) ব্রান্ডের অপর দু'টি গাড়ি যথাক্রমে উপাচার্যের স্বামী ও পুত্র ব্যবহার করেন। এছাড়া প্রথম দিকে উপাচার্যের পুত্রবধূও একটি গাড়ি ব্যবহার করতেন।

এদিকে উপাচার্যের একটি গাড়ির জন্য প্রতি মাসে সাতশ' লিটার তেলের খরচ বহন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সানাইকে ম্যাসেঞ্জারে এক সাংবাদিকের অনৈতিক প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

সময়ের হার্টথ্রব আলোচিত বিগ মিক্স সেক্সিগার্ল মিডিয়া পাড়ার সরগরম সানাই মাহবুবকে তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেইজের ম্যাসেঞ্জারে ম্যাসেজ করেন এক সাংবাদিক। তাকে হোটেলে সময় দিতে প্রস্তাব করে ম্যাসেজ লিখেন এবং সানাইকে নিয়ে পজিটিভ নিউজ করারও প্রস্তাব করেন। এ নিয়ে সানাই তার ফেসবুক পেইজে লেখা লিখলে তোলপাড় ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সানাই মাহবুবের নিজ আইডিতে পোস্ট করা লেখাটি তুলে ধরা হলো- আমার ফেইসবুক আইডি তে অ্যাড থাকা সকল সাংবাদিক ভাইয়া দের দৃষ্টি আকর্ষণ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
তিতাস গ্যাস
১৯৬৪

বকেয়া আদায়ে তিতাসের ব্যর্থতা যে কারণে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

চার হাজার কোটি টাকার বকেয়া আদায় করতে পারছে না গ্যাস বিতরণ কোম্পানি-তিতাস। জ্বালানি বিভাগের সহযোগিতা চেয়েও সুফল মিলছে না। বকেয়া বিল আদায়ে সম্প্রতি ব্যবসায়ী সংগঠনের কাছে সহায়তা চেয়েছে মন্ত্রণালয়। তবে, তিতাসের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার শিকার দেশের ১১ গার্মেন্টস!

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸

গত চার মাসে দেশে অর্ধশতাধিক পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলে দাবি মালিকদের দুই শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র। বাংলাদেশে যে কয়েকজন উদ্যোক্তার হাত ধরে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে তাদের একজনের কারখানাও আছে এই তালিকায়। এ অবস্থার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ডিএফ-কনতুরের প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন একজন উদ্যোক্তা। যুক্তরাষ্ট্রের ঐ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানটি দেশের ১১ গার্মেন্টসের রপ্তানি করা পণ্য ফেরত পাঠিয়েছে।

গার্মেন্ট খাতে বিরাজ করছে শ্রমিক অসন্তোষও। বকেয়া বেতনের দাবিতে গত সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত টানা ৪ দিন সাভারের একটি তৈরি পোশাক কারখানার বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। আরেক কারখানার শ্রমিকরাও রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাজপথে নামেন।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ডিএফ-কনতুরের কাছে নাসা গ্রুপের দু'টি কারখানার মোট ৯ লাখ ৯৮ হাজার ১১০ ডলারের রপ্তানি বিল আটকে গেছে। নাসা অ্যাপারেলস লিমিটেড ও এমএনসি অ্যাপারেলস লিমিটেড থেকে এসব পণ্য রপ্তানি করা হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার বলেন, 'ডিএফ-কনতুর আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। আমরা সব নিয়ম মেনেই সেখানে পণ্য পাঠিয়েছি। জাহাজে আগুন লাগার ঘটনায় আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়লেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটি যত শর্ত দিয়েছিল সবই আমরা মেনে নিয়েছি। অথচ তারা আমাদের রপ্তানি পণ্য ফেরত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

অনলাইনে ভোটের চিন্তাও টিকল না 'আপত্তিতে'

ছাত্রদলের কাউন্সিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

দুই যুগেরও বেশি সময় পর ভোটের মাধ্যমে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বের করার চিন্তা নিয়ে জটিলতা কাটছে না। আদালতের স্থগিতাদেশের জন্য নির্ধারিত সময় কাউন্সিল হয়নি। বিকল্প হিসেবে অনলাইনে ভোট নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

কিন্তু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের বেশিরভাগ প্রার্থী ও কাউন্সিলরদের আপত্তির মুখে সেই চিন্তা থেকেও সরে আসতে হলো বিএনপিকে। ইতোমধ্যে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ হাইকমান্ডকে একথা জানিয়েও দিয়েছেন কাউন্সিল প্রস্তুত কমিটির নেতারা। ছাত্রদলের একাধিক প্রার্থী ও কাউন্সিলরের কাছে অনলাইনে ভোটাভুটির বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, সবার মধ্যে প্রস্তুতি ছিল সরাসরি ভোটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করবেন। কিন্তু হঠাৎ করে অনলাইনে ভোট নেয়া হলে সেটা স্বচ্ছ হওয়া নিয়ে সংশয় আছে। আস্থার জায়গাটা এক্ষেত্রে কম।

ইতোমধ্যে অনলাইনে ভোট নেয়ার বিষয়ে নিজেদের আপত্তির কথাও দায়িত্বশীল ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

চাঁদাবাজির অভিযোগে ঢাকা উত্তর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি মো. আরিফুল ইসলাম আরিফকে (৩০) ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চাঁদা না দেয়ায় পাঁচ বাসের নিয়ন্ত্রণ নেয়ায় তাকে বহিষ্কার করা হয়।

সোমবার রাতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মো. ইব্রাহিম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো. সাইদুর রহমান হৃদয়ের স্বাক্ষরসংবলিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর গুলশান শাখা স্থানান্তরোত্তর শুভ উদ্বোধন

উন্নত ও আধুনিক গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর স্থানান্তরিত গুলশান শাখার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর রোববার ব্যাংকের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ আব্দুস সামাদ লাবু প্রধান অতিথি হিসেবে গুলশানের সাউথ ব্রিজ স্কয়ার ভবনে স্থানান্তরিত শাখাটি উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক আলহাজ্জ মো. হারুন-অর-রশীদ খাঁন, বদিউর রহমান, আলহাজ্জ আব্দুল মালেক মোল্লা, আলহাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ফরমান আর চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুল করিম, শাকির আহমেদ, মো. শফিকুর রহমান, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. হাবিব উল্লাহ, শাখা ব্যবস্থাপক ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. ওবায়দুল ইসলাম এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জালাল আহমেদ। স্থানান্তরিত গুলশান শাখার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ঢাকা সাউথ জোনের উদ্যোগে ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ পরিপালন শীর্ষক আলোচনা সভা ও গ্রাহক সমাবেশ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শনিবার ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. নাজমুল হাসান, পিএইচডি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও মো. মাহবুব উল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন ব্যাংকের শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আব্দুল জব্বার, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. শামসুদ্দোহা ও আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইদ্রিস। গ্রাহক ও সুধীবৃন্দের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন সেতু স্টিল মিলস এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. নুরুল আলম, এস এম ফেব্রিক্স এর প্রোপ্রাইটর মো. মতিউর রহমান, আমিন এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর মো. শওকত আমীন টুটুল প্রমুখ। দিনব্যাপী সভায় জোন অফিস ও ২০টি শাখার নির্বাহী, কর্মকর্তা ও গ্রাহকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর মো. নাজমুল হাসান, পিএইচডি প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীআহ পরিপালনের ক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যাংকার সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরী। তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে সফলতার জন্য আমাদের প্রতিটি লেনদেনেই শরীআহ পরিপালনে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শরীআহ পরিপালন বিষয়ে কর্মকর্তা ও গ্রাহকদের মাঝে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানান তিনি। মো. মাহবুব উল আলম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শরীআহ পরিপালন করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শরীআহ নীতিমালা সুরক্ষার জন্য ইসলামী ব্যাংক সব সময় সতর্কতার সাথে কাজ করছে। তিনি শতভাগ শরী'আহ পরিপালনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যমুনা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৩৫৩ তম বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আতিকুর রহমান। সভায় ব্যাংকের পরিচালনা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা হয় এবং কার্যক্রম প্রসারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সময় যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন ও যমুনা ব্যাংক নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদসহ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বন বিভাগের দুর্নীতিবাজরা এখনো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেন। সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক মো. ইউনুচ আলীর পদ লেহনকৃত ফরেস্ট রেঞ্জার শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য ইউনুচ আলীকে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে সোনারগাঁও চেক স্টেশনে পোস্টিং নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ধূর্ত ফরেস্ট রেঞ্জার সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারি হলেও নামে বেনামে তার রয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। যে কারণে শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য কাউকে পরোয়া করেন না। টাকার জোরে তার ক্ষমতার হাত এতই লম্বা ছিল যে, গণমাধ্যমকর্মীদের নামে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা দায়ের করতেও শিব প্রসাদ ভট্টাচার্যের যুক্ত কাঁপেনি। তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে সামান্য বেতনভুক্ত একজন কর্মচারি শিব প্রসাদ ভট্টাচার্যের ক্ষমতার উৎস কোথায়? বর্তমান সরকার প্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক সোচ্চার হলেও মাঠপর্যায়ে তার পক্ষে তদারকি করা সম্ভব নয়। এ জন্য রয়েছে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের প্রধান নিজেই দুর্নীতিবাজ হলে সেখানে দুর্নীতি বন্ধ হবে কিভাবে- এ প্রশ্ন অভিজ্ঞ মহলের। সাবেক এই প্রধান বন সংরক্ষক নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্যের মাধ্যমে কয়েকশত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। সাবেক এই দুর্নীতিবাজ প্রধান বন সংরক্ষক মো. ইউনুচ আলী তার পছন্দের লোকজনকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টিং দেন। বিনিময়ে পেতেন মোটা অংকের মাসোহারা। আর তার অবৈধ টাকার জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন। গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হোক আর নাই হোক কোন রকম গন্ধ পেলেই সাবেক সিসিএফ ইউনুচ আলী লেলিয়ে দিতেন তার পেটোয়া বাহিনী। সরকারি কর্মচারি হয়েও তারা কারণে অকারণে গণমাধ্যমসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের নামে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতেন। সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুচ আলী সাংবাদিকদের ওপর হিংস্র দানবের মতো আচরণ করায় তার অবস্থানরাও থাকতো অজানা আতঙ্কে। দুর্নীতিবাজ সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুচ আলীর নামে বেনামে রয়েছে শত কোটি টাকার সম্পদ। তিনিও ক্ষমতার জোরে কাউকে পরোয়া করতেন না। তিনি ছিলেন মামলাবাজ একজন কর্মকর্তা। সব সরকারের আমলে সুবিধাভোগী মো. ইউনুচ আলীর নির্যাতনের হাত থেকে বন বিভাগের মালী থেকে উপ-প্রধান বন সংরক্ষক পর্যন্ত কেউ রক্ষা পায়নি। তার নির্দেশের বাইরে কেউ কথা বলতে পারতেন না। মানুষ নামের এই দানব সাবেক সিসিএফ মো. ইউনুচ আলী ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের নামে ৫টি চাঁদাবাজি মামলা দেশের বিভিন্ন থানা ও আদালতে দায়ের করান তার পেটোয়া কর্মচারিদের দিয়ে। আদালত সকল মামলায় তাকে জামিন দেন। এছাড়া ৩টি মামলা তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় পুলিশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। ইউনুচ আলীর নির্দেশে তার পদ লেহনকৃত কর্মচারিদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐ সাংবাদিকের নামে মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করায় প্রত্যেককে ইউনুচ আলী তার বিদায়ের প্রাক্কালে লোভনীয় পোস্টিং দিয়েছেন। বিধিবহির্ভূতভাবে এইসব দুর্নীতিবাজদের অনেকেই পোস্টিং নিয়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম ফরেস্ট রেঞ্জার রেজাউল আলম। মামলাবাজ ফরেস্ট রেঞ্জার রেজাউল আলম কুমিল্লা সামাজিক বন বিভাগের আওতাধীন সুয়াগাজী ফরেস্ট চেক স্টেশনে বিধিবহির্ভূতভাবে চাকরি করে শত শত কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। সেখানে একজন কর্মচারি ১ বছরের বেশি সময় দায়িত্ব পালনের বিধান না থাকলেও সাবেক দুর্নীতিবাজ, স্বেচ্ছাচারী ও বন বিভাগ ধ্বংসকারী সিসিএফ মো. ইউনুচ আলীর ঘনিষ্ঠ সহচর হওয়ায় রেজাউল আলম ১ বছরের বেশি সময় সুয়াগাজী চেক স্টেশনে কর্মরত ছিলেন। বন মন্ত্রণালয়ের বিধিমালায় একজন কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারি কোন লোভনীয় স্থানে ১ বছর কর্মরত থাকলে তিনি ৮ বছরের মধ্যে আর কোন লোভনীয় পোস্টিং পাবেন না। কিন্তু রহস্যজনক কারণে দুর্নীতিবাজ ও মামলাবাজ ফরেস্ট রেঞ্জার রেজাউল আলমের বেলায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পালন করা হয়নি। দুর্নীতিবাজ সিসিএফ ইউনুচ আলী অবসরে যাওয়ার সময় সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের কারণে রেজাউল আলমকে চট্টগ্রাম সার্কেলে বদলি করেন। এরপর চট্টগ্রাম সার্কেলের বন সংরক্ষক রেজাউল আলমকে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগে পোস্টিং দেন। মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা লঙ্ঘন করে রেজাউল আলমকে পোস্টিং দেওয়া হয় টাউন রেঞ্জে। যেখানে প্রতি রাতে লাখ লাখ টাকার ঘুষ লেনদেন হয়। কি তথ্য নিয়ে অন্যেছিলেন রেজাউল আলম! সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কারণে তার এতবড় প্রাইজ পোস্টিং? চট্টগ্রাম সার্কেলের বন সংরক্ষকের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির নানা অভিযোগ রয়েছে। কথায় বলে, 'টাকায় বাঘের চোখ মেলে' বন বিভাগে এ প্রবাদ বাক্যটি হুড়ে হুড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারির নামে শত শত অভিযোগ থাকার পরও সাবেক দুর্নীতিবাজ প্রধান বন সংরক্ষক ইউনুচ আলী কারো বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি নিজের আখের গোছাতে ছিলেন ব্যস্ত। ভুক্তভোগীরা সাবেক দুর্নীতিবাজ সিসিএফ মো. ইউনুচ আলী, সাবেক ফরেস্ট রেঞ্জার শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং দুর্নীতিবাজ ফরেস্ট রেঞ্জার রেজাউল আলমের দুর্নীতি তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সাবেক দুর্নীতিবাজ প্রধান বন সংরক্ষক মো. ইউনুচ আলী, সাবেক ফরেস্ট রেঞ্জার শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং ফরেস্ট রেঞ্জার রেজাউল আলমের মোবাইল ফোনে বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও কেউ কথা বলতে রাজি হননি। (পাঠকদের অনুরোধে প্রতিবেদনটি পুনরায় ছাপা হলো)

প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১০০ শয্যার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৮ হাজার ৯৫২ কোটি ৫৯ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ১৫ কোটি ৪৯ লাখ টাকা।

প্রকল্পগুলো হলো সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দু'টি প্রকল্প যথাক্রমে 'ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন' প্রকল্প এবং 'রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিমানবন্দর মোড় থেকে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা সেতু পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪ লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্প। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের 'রাজশাহী মহানগরের উপশহর মোড় থেকে সোনাদিঘি মোড় এবং মালোপাড়া মোড় থেকে সাগরপাড়া মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'আশ্রয়ণ-২ শীর্ষক' প্রকল্প; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা' প্রকল্প; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই)' প্রকল্প; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'ভারতের ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি করার লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর থেকে মনাকষা সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ' প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্প।

সভায় অন্যদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক, গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

এ ছাড়া সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজির মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের কেনাকাটা ও ব্যয় খতিয়ে দেখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকল্পের জন্য কেনাকাটা ও ব্যয়ের বিষয়ে আরো গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনো ধরনের অপচয় যেন না হয়। মঙ্গলবার সকালে একনেক সভায় পরিকল্পনামন্ত্রী বিষয়টি উত্থাপন করলে এমন নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়াও ভারতের ঝাড়খণ্ড থেকে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১শ শয্যার পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন পায়। সভা শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে ৪.৪৮ শতাংশ এবং খরচ হয়েছে ৬ হাজার ৩শ ১৮ কোটি টাকা। তিনি বলেন, প্রকল্প ব্যয়ে অনিয়ম হলে সরকার বিব্রত হয়। তাই প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টিতে আরো গভীর মনোযোগ দিতে আমাদেরকে বলেছেন। সচিবদেরও বলেছেন।

এবারও জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেবেন শেখ হাসিনা

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে শুরু হতে যাচ্ছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম বার্ষিক অধিবেশন। এই অধিবেশনে ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটি হবে তার ১৬তম ভাষণ। এবারও এ বিশ্বসভায় বাংলায় ভাষণ দেবেন শেখ হাসিনা। [illegible]

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির 'রাজহংস'

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ১৬তম উড়োজাহাজ। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ২০০৮ সালে মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানির সঙ্গে ১০টি নতুন বিমান ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। [illegible]

সরকারি কর্মকর্তাদের বিমানে ভ্রমণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

আকাশপথে চলাচলের সময় যে রুটে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট আছে, সেসব ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। [illegible]

৩ বছরে মাত্র ১টি জেলায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

[illegible] কাউন্সিলের আগেই দলের জেলা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে কাউন্সিল করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সারা দেশে আওয়ামী লীগের কমিটি পুনর্গঠন কাজ চলমান।

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জেলা কমিটির মেয়াদ তিন বছরের। কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদও তিন বছরের। দলের জাতীয় কাউন্সিলের আগে জেলা ও অন্যান্য ইউনিটের কাউন্সিল হওয়ার নিয়ম রয়েছে। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের আগে ৭৮টি জেলার মধ্যে ৫৮টি জেলায় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় কয়েকজন নেতার নানা 'অপকর্ম' নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সম্প্রতি দু'টি বৈঠকে বলেছেন, সবার আমলনামা তাঁর কাছে আছে। একইভাবে গত শনিবারের বৈঠকে মাত্র একটি জেলায় সম্মেলন হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন দলটির একাধিক নেতা।

নানা কারণে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলছেন, মামলায় আসামির সাজা হওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষী না থাকলে অপরাধ প্রমাণ করা যায় না। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আদালতে সাক্ষী হাজিরে বাধ্য করতে হবে। তিনি ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটি হলে সাক্ষী না আসায় মামলা বিলম্বিত হবে না। এছাড়া অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে সাক্ষী হাজির করা হয় না। এতে মামলা শেষ হয় না। দেরি হয়ে গেলে তদন্ত কর্মকর্তা বদলি হয়ে যান; সাক্ষী পাওয়া যায় না। এ কারণে আসামি খালাস পেয়ে যায়। এদিকে ডিএনসির আটটি কারণ ছাড়াও মাদক মামলার আসামি খালাস হয়ে যাওয়ার পেছনে আইন সংশ্লিষ্টরা আরও দু'টি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো, সরকারি কৌঁসুলিদের অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ করা হয়, তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা আমলে নেওয়া হয় না। এবং সরকারের দায়িত্ব সাক্ষী ও আলামত হাজির করা, কিন্তু এখানে ব্যর্থতা আছে। আর ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতার কারণে অপরাধী খালাস পেয়ে যায়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মামলার ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই বাদী, নিজেরাই তদন্ত কর্মকর্তা। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমন ব্যক্তিকেও আসামি করা হয়। এজাহারে সাক্ষীর সঠিক নাম-ঠিকানা থাকে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ত্রুটির কারণে মাদক মামলার আসামিরা যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য বিষয়গুলো আন্তরিকতার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের দেখা দরকার। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ওপর নজরদারি রাখাও প্রয়োজন। মামলার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এজাহারকে ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। মামলার তদন্ত ও জব্দ তালিকা যথাযথভাবে করতে হবে। মতলবি তদন্ত চলবে না। নিরপেক্ষ সাক্ষী থাকা জরুরি। জব্দ করা দ্রব্য যে মাদক- সেটা প্রমাণ করতে হবে। এসব না থাকলে মামলা দুর্বল হয়ে যায়। আসামিপক্ষকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ন্যূনতম সন্দেহ থাকলে আসামি খালাস হয়ে যায়। এছাড়া, মাদকের সঙ্গে বাধবহোয়ালরা জড়িত। অনেক ক্ষেত্রে তারা মামলায় প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে এজাহার ও চার্জশিট ঠিকমতো হয় না।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, মাদক মামলার আসামিরা খালাস পেয়ে আবার একই পেশায় ফিরছেন। মামলায় সফলতা অর্জনের মৌলিক প্রশিক্ষণ নেই তদন্তকারীদের। এই অবস্থায় সারা দেশে এখন যে হাজার হাজার মামলা তদন্তাধীন আছে, সেগুলোর কতটা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে, তা নিয়েও শংকা দেখা দিয়েছে। সচেতন মহলের মতে, অপরাধ কমাতে ও সমাজকে মাদকমুক্ত করতে মাদক মামলার আসামিদের সাজা নিশ্চিত করতেই হবে।

চারদিকে অনিশ্চয়তা অস্থিতিশীলতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনিশ্চয়তা, অস্থিতিশীলতা। একটা ভয় কাজ করছে। মঙ্গলবার রাজধানীর আইডিইবি ভবনে জিয়া শিশু অ্যাকাডেমি আয়োজিত ১১তম জাতীয় শিশুশিল্পী প্রতিযোগিতা শাপলাকুঁড়ি-২০১৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, আজ দেশের শিশুরা অধিকারবঞ্চিত, অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে কুশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রতিনিয়ত তাদের ওপর চলছে পৈশাচিক নির্যাতন, যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আজ শিশুরা পর্যন্ত ক্ষুধা ও সন্ত্রাসের বাইরে থাকতে পারছে না। আমাদের শিশুরা অহরহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, হত্যার শিকার হচ্ছে। একটা ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুকে কীভাবে নির্যাতন ও হত্যা করা যায়- এটা আমাদের বোধগম্য নয়।

ঋণ দেওয়ার সুযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলে কিছুটা নমনীয় হয় সরল হয় বিএবি। পরবর্তীতে সময় আরও বাড়িয়ে ৩০ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এই সময়ের মধ্যেও সমন্বয় করতে না পারায় ঋণ-আমানত অনুপাত নির্ধারিত সীমায় নামিয়ে আনার কার্যক্রম ৩০ সেপ্টেম্বরের (২০১৯) মধ্যে শেষ করতে বলা হয়।

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো সার্কুলারে বলা হয়, প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে রক্ষিতব্য সিআরআর এবং দৈনিক ভিত্তিতে রক্ষিতব্য এসএলআর বাদে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল দাঁড়ায় ৮১ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য তা দাঁড়ায় ৮৯ শতাংশ।

সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তি, তারল্য পরিস্থিতি, আন্তঃব্যাংক নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি ব্যাসেল-৩ অনুসারে এলসিআর ও এনএসএফআর এর নির্ধারিত মাত্রা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত প্রচলিত ধারার ব্যাংকের জন্য অগ্রিম-আমানত হার (এডিআর) সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ (৮১ দশমিক ৫ শতাংশ + সার্বিক আর্থিক সূচকসমূহ বিবেচনায় ব্যাংকের পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে অতিরিক্ত ৩.৫ শতাংশ) এবং ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য বিনিয়োগ-আমানত হার (এডিআর) সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ (৮৯ শতাংশ + সার্বিক আর্থিক সূচকসমূহ বিবেচনায় ব্যাংকের পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে অতিরিক্ত ১ শতাংশ) নির্ধারণ করা হলো।

অবিলম্বে এ নির্দেশনা কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়।

দোষী প্রমাণিত হলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তবে এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। তিনি বলেছেন, সাদ্দাম মিথ্যা বলছেন, তিনি এই মিথ্যা বলা বন্ধ না করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এর আগে চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হওয়া গোলাম রাব্বানী অভিযোগ করেন, জাবির উন্নয়ন প্রকল্পে বাধা হয়ে না দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগকে ভিসি ফারজানা ইসলাম ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা দিয়েছেন। অন্যদিকে উপাচার্য অভিযোগ করেন, তিনি কোনো টাকা দেননি। বরং রাব্বানী ও ছাত্রলীগের বহিষ্কার হওয়া সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন তার কাছে কয়েক দফায় উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট থেকে ৪ থেকে ৬ শতাংশ টাকা ঈদ সালামি দাবি করেন।

কারসাজি ঠেকাতে পেঁয়াজের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এ অভিযান করছে ভোক্তা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অভিযান পরিচালনা করেন ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আরেফিন ও ইন্দ্রানী রায়।

মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার বলেন, হঠাৎ করে বাজারে পেঁয়াজের দাম ১০-২০ টাকা বেড়েছে। আমদানি করা পেঁয়াজের দাম বেড়েছে বলে খবর শোনা যাচ্ছে। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে এ সুযোগে যেন কেউ অনৈতিকভাবে পেঁয়াজের দাম না বাড়াতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। বাজার তদারকির মাধ্যমে আমরা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করছি। যৌক্তিক মূল্যে ভোক্তার কাছে যেন পেঁয়াজ বিক্রি করে এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

এ দিকে রাজধানীর খুচরা বাজারগুলোতে ঘুরে দেখা গেছে, মঙ্গলবার মানভেদে প্রতিকেজি দেশি পেঁয়াজের বিক্রি হচ্ছে ৬০-৭৫ টাকা ও আমদানি পেঁয়াজের দাম ৫০-৫৫ টাকা। এক সপ্তাহ আগে দেশি পেঁয়াজের দাম ছিল ৪০-৫০ টাকা আর আমদানি পেঁয়াজের দাম ছিল ৩৫-৩৮ টাকা।

সম্প্রতি ভারত সরকার পেঁয়াজের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ৮৫০ ডলার নির্ধারণের পর দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ১০-২০ টাকা বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে নিত্যপণ্য পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার থেকে খোলাবাজারে প্রতিকেজি ৪৫ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেছে সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। রাজধানীর পাঁচটি স্পটে ট্রাকে করে পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ৪০ মিশনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও বিদেশে লুকিয়ে থাকা গুরুতর মামলার আসামিদের বিচারের মুখোমুখি করতে দেশের বাইরে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনগুলোতে পুলিশ বাহিনীর জনবল পদায়ন জরুরি। পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা মিশনগুলোতে কাজ করলে বিদেশে লুকিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের গ্রেপ্তার ও দেশে ফেরানোর কাজ সহজ হবে। বিদেশের মাটিতে বসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা ও তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা যাবে। এছাড়া প্রবাসীদের পাসপোর্ট যাচাই-বাছাইসহ আরো জটিল নানাবিধ কাজ সহজে করা যাবে বলেও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, মিশনগুলোতে পুলিশ সুপাররা 'পুলিশ লিয়াজোঁ কর্মকর্তা' হিসাবে কাজ করবেন। এজন্য বিশ্বের ৪০টি দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৪০টি মিশনে পুলিশ সুপার পদ-মর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগসহ মোট ১৪১টি পদ সৃজন এবং তিনটি করে গাড়ি সদর দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বাংলাদেশ পুলিশ।

যে ৪০টি মিশনে পুলিশ সদস্যরা নিয়োগ চান সেগুলো হলো, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, তুরস্ক, কুয়েত, থাইল্যান্ড, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, কাতার, ওমান, মিশর, বাহরাইন, ব্রুনাই, মিয়ানমার, নেপাল, জর্ডান, ইরাক, আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রীস, স্পেন, মরিশাস, লিবিয়া ও মরক্কো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের মিশনগুলোর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য কর্মী আছে। এরা মূলত দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। তবে পুলিশ সদর দপ্তরের পাঠানো প্রস্তাবের মত জনবল নিয়োগের বিধি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেই। প্রস্তাবটি অনুমোদন করার আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধন করতে হবে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে পাঠানো প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে সূত্রটি।

ভিকারুননিসার অধ্যক্ষের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

১৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ অধ্যাপক ফওজিয়াকে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু পরদিন ১৬ সেপ্টেম্বর সম্পূরক রিট আবেদনে অধ্যক্ষ নিয়োগ বাতিল চাওয়া হয়েছিল। রিটের শুনানি শেষে মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশনায় বলা হয়, নিষেধাজ্ঞা না থাকায় যোগদানে কোনও বাধা নেই। দুপুরে এই নির্দেশনার পর বিকালে অধ্যাপক ফওজিয়া রেজওয়ান তার দায়িত্ব বুঝে নেন।

এর আগে রাজধানীর সবুজবাগ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পর ফওজিয়া বলেন, 'সরকারের দেওয়া দায়িত্ব যথাসাধ্য সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবো।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, অতিরিক্ত ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য অব্যাহত থাকায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ নিয়ে বারবার বিতর্ক দেখা দেয়। সংকট উত্তরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

দুদক এনফোর্সমেন্ট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালিত হয়। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ আসে, নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ডোমার পৌরসভার অধীনে রাস্তা নির্মাণের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭৭ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত এলাকার রাস্তাটি পূর্ব হতেই পাকা থাকায় নামমাত্র কাজ করে বরাদ্দের সিংহভাগ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সরেজমিন অভিযানে রাস্তাটির কাজ শুরু করার পূর্বে কোন অবস্থায় ছিল তা জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সে সংক্রান্ত কোনো তথ্য দুদক টিমের নিকট উপস্থাপন করতে পারেনি। সার্বিক বিবেচনায় এ প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। এ অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের অনুমোদন চেয়ে কমিশনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে অভিযানকারী টিম।

এদিকে একই টিম উল্লিখিত পৌরসভায় কম মূল্যে ফগার মেশিন ক্রয় করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ আসে, মশক নিধনে ৩টি ফগার মেশিন ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করলেও ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্য দেখিয়ে অবশিষ্ট অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। টিম অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করে। তথ্যাবলি বিশ্লেষণপূর্বক কমিশনে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে।

এছাড়া নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে বই ক্রয় করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে গ্রাহকদের টাকা অবৈধভাবে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগে এবং ভিজিডি তালিকায় অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত না করে সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রদানের অভিযোগে যথাক্রমে প্রধান কার্যালয়, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ এবং সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল হতে ৩টি পৃথক এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালিত হয়।

মিয়ানমারে থাকা রোহিঙ্গারা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লাখের মতো মানুষ। সহিংসতা কবলিত রাখাইনের পরিস্থিতি অনুসন্ধানে ঐ বছরের মার্চে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল। গত বছর ঐ মিশনের প্রতিবেদনে ২০১৭ সালেরআগস্ট পরবর্তী সময়ে রাখাইনে মিয়ানমারের সেনা অভিযানকে গণহত্যা আখ্যা দেওয়া হয়।

সোমবার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাখাইনে এখনও ছয় লাখ রোহিঙ্গা থেকে গেছে। তারা শোচনীয় পরিস্থিতিতে বসবাস করছে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এসব রোহিঙ্গাদের চলাফেরায় এমন করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে যা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও অন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে হত্যা, ধর্ষণ, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, নির্যাতন, বাস্তুচ্যুতি ও অন্যান্য মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য যেসব অনুঘটক কাজ করেছিল সেগুলো এখনও বহাল রয়েছে। রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞের দায়ে মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) প্রেরণ বা যুগোস্লাভিয়া ও রুয়ান্ডার মতো ট্রাইব্যুনাল গঠনের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন। এছাড়া জাতিসংঘে তদন্তকারীদের প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের সরকার ও কোম্পানিগুলোকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক সীমিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ডিসিদের ২ ঘণ্টা থানায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ আমলে না নেওয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত কালক্ষেপণ করা হয়। ভুক্তভোগীর কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণসহ অনেক সময় অযথা হয়রানিমূলক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে প্রাপ্য আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগও পাওয়া যায়। তাই থানায় সেবার মান বৃদ্ধি ও সেবা প্রত্যাশীরা যাতে হয়রানির শিকার না হন সে ব্যাপারে ডিসিরা কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন। পাশাপাশি জোনাল এসি ও এডিসিরা সার্বক্ষণিক থানার কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ডিসিরা তার আওতাভুক্ত প্রতিটি থানায় প্রতি সপ্তাহে অবস্থানের জন্য পরিকল্পনা করবেন। সে অনুযায়ী থানায় কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা অবস্থান করে থানার বাস্তব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। সেবা প্রত্যাশীদের সঙ্গে কথা বলে সরাসরি আইন অনুযায়ী সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। এ বিষয়ে জানতে ডিএমপির একজন ডিসি, দুইজন অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) এবং দুইজন সহকারী কমিশনারকে (এসি) ফোন দিলে তারা চিঠির বিষয়ে অবগত রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন।

ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার শেখ নাজমুল আলম বলেন, ডিএমপি কমিশনার স্যার আমাদের যে ধরনের নির্দেশনা দেবেন আমরা সেটি নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।

ডিএমপির অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) আবদুল্লাহ হেল কাফী বলেন, আমরা নির্দেশনা পেয়েছি। আমি নিজেও আজ ৩ ঘণ্টা হাজারীবাগ থানায় অবস্থান করে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলেছি। গত ১৫ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির নতুন কমিশনার বলেন, ডিএমপির অধীনস্থ কোনো থানায় যদি জনগণ কাঙ্ক্ষিত সেবা ও ভালো আচরণ না পায়, আমার সিনিয়র অফিসারদের থানায় বসাবো প্রয়োজনে আমি নিজে থানায় বসে ওসিগিরি করব। এলাকার লোকদের কথা বলব। ডিএমপি কমিশনার বলেন, আমি দায়িত্ব নেয়ার পরেই ঢাকার সব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও উপ-কমিশনারদের (ডিসি) সঙ্গে বসেছিলাম। তাদের প্রয়োজনীয় ও কঠোর মনিটরিংয়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে পুলিশ ভীতি থেকে বের হতে পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাবি উপাচার্যর অনৈতিক যত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিবহন অফিস। এছাড়া উপাচার্যের পুত্র ও স্বামীর চলাচলের জন্য ব্যবহৃত বাকি ২টি গাড়ির তেলের খরচও বিশ্ববিদ্যালয়কে বহন করতে হয়। কয়েক মাস আগে নেত্রকোনায় উপাচার্যের স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি নিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। পরে সেই গাড়ি মেরামত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অফিসকে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা খরচ করতে হয়।

উপাচার্যের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উপাচার্যের গাড়ির জ্বালানি বাবদ ব্যয় হয় ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৩২ টাকা এবং উপাচার্যের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ব্যয় হয় ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৭৯৫ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উপাচার্যের গাড়ির জ্বালানি বাবদ ব্যয় হয় ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৪৩৬ টাকা এবং উপাচার্যের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ব্যয় হয় ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৪০ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উপাচার্যের গাড়ির জ্বালানি বাবদ ব্যয় হয় ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৯৯ টাকা এবং উপাচার্যের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ব্যয় হয় ৬৫ হাজার ৪২ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপাচার্যের গাড়ির জ্বালানি বাবদ ব্যয় হয় ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪৩২ টাকা এবং উপাচার্যের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ব্যয় হয় ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৭৯৫ টাকা। বিগত ৪ বছরে শুধু উপাচার্যের গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও জ্বালানি বাবদই ব্যয় হয়েছে ৩৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৩ টাকা।

এছাড়াও গত ৪ বছর ধরে উপাচার্যের স্বামী এবং পুত্রের ব্যবহৃত ২টি গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও জ্বালানির ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে আসছে। তবে সে ব্যয়ের হিসাব জানা যায় নি। এসব কারণে প্রতি বছর পরিবহন খাতে কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিন জন ড্রাইভারসহ উপাচার্যের বাসায় মোট কর্মচারি রয়েছে মোট ১৩ জন। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রো-উপাচার্যের বাসায় কর্মচারি রয়েছে মাত্র ১ জন করে। আর উপাচার্যের বাসভবনে শুধু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রই (এসি) সংযুক্ত করা হয়েছে ১২টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করেন, উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করেন না। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অপচয় ও আর উপাচার্যের অনৈতিক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের অনৈতিক বিলাসিতার বিষয়ে জানতে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এছাড়াও এক হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার ক্যাম্পাস উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ থেকে '৬ শতাংশ' চাঁদা দাবি করেছিলেন ছাত্রলীগ সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী, সেটিও উপাচার্যের পরামর্শক্রমেই হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে খবর এসেছে। উপাচার্য নিজের জন্যে কত পার্সেন্ট (%) বরাদ্দ রেখেছিলেন তা এখন অনুসন্ধানে আসছে। প্রথমদিকে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের কাছে বিষয়টি অস্বীকার করে আসলেও, রাব্বানী গতসপ্তাহে 'দ্য ডেইলি স্টারের কাছে' স্বীকার করেছেন যে, উপাচার্যের কাছে তারা তাদের 'ন্যায্য পাওনা' দাবি করেছিলেন। তবে টাকার পরিমাণটি কতো ছিলো তা জানাতে রাজি হননি। 'ঈদের খরচ' হিসেবে ওই টাকা দাবি করেছিলেন বলেও জানান তিনি।

অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের ছাত্ররা কি শিক্ষা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়।

সানাইকে ম্যাসেঞ্জারে এক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করছি! আসসালামু আলাইকুম!

আমি শুরু থেকেই বলে আসছি এমন কি যখন ছোট একটা ইফতার পার্টি দিয়েছিলাম তখনও সকল সাংবাদিক ভাই দের বলেছি, এই যে আজকে আমাকে পুরা দেশ চেনে এক নামে এটা শুধুমাত্র আপনাদের দোয়ায়! কারণ কাজ তো করছিই কিন্তু এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করিনি যার জন্য আজকে আমাকে সবাই চিনবে, এজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ!

কিন্তু কিছুদিন আগে একজন সাংবাদিক আমাকে ফোন দেয় এবং নিউজ করার কথা বলে ফেইসবুকে অ্যাড হয়, Hafizur Rahman Shafiq তার নাম, আমিও তার রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করি, সে আমাকে বলে নিউজ করবে ভিন্ন ভাবে আমাকে নিয়ে সেজন্য কো ওপারেট করতে বলে, আমিও জিজ্ঞেস করি কি কো ওপারেট করবো?? তখন বলে এস.এম.এসে না ফোনে বলবে, তারপর ফোন দিয়ে বলে তার সাথে রায়মনি হোটেলে দেখা করতে হবে, আমি বুঝতে না পেরে আবারও জিজ্ঞেস করি, কিং? কোথায় যাবো??

বলে, বুঝেন না! ২ ঘন্টা সময় দিতে হবে তাকে!

প্রমাণস্বরূপ স্ক্রিনশট দিলাম আপনারা এবার বিবেচনা করুন আমার কি আইনের আশ্রয় নেওয়া দরকার কি না! কোন ধারায় তার নামে মামলা করবো??

যৌন হয়রানির নাকি অন্য কিছু, আপনারা বলেন!

আমি জানি আপনারা সাংবাদিক, সত্য কলম আপনাদের একমাত্র হাতিয়ার!

এবং আমার বিশ্বাস আপনাদের এই কলম সত্যের পক্ষেই থাকবে!

সে আপনাদের বন্ধু, সহকর্মী যেই হোক না কেনো সে ভুল করলে তাকেও ক্ষমা করবেন না!

বকেয়া আদায়ে তিতাসের ব্যর্থতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তারা বলছেন, 'নানামুখী হস্তক্ষেপে'র কারণে তারা বিল আদায়ে কঠোর হতে পারছেন না। আবার ঠিকমতো বিল আদায় করতে না পারার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হচ্ছে বলেও তিতাসের কর্মকর্তারা জানান। এ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু বলেন, 'বর্তমানে গ্যাসের বকেয়া বিলের পরিমাণ প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। এই বকেয়া পরিশোধে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সহযোগিতা চেয়েছে সরকার। ব্যবসায়ীরা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, বকেয়া বিল পরিশোধে তারা সহযোগিতা করবেন।'

তিতাস সূত্র বলছে, চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত তিতাসের মোট বকেয়ার পরিমাণ ৩ হাজার ৯৩৬ কোটি ৩,৪০৪ লাখ টাকা। এই বকেয়া বিলের মধ্যে খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি বকেয়া মিটারবিহীন আবাসিকে। এর পরিমাণ ১ হাজার ২৩৯ কোটি ৪৯৮১ লাখ টাকা, যা ৫ মাসের মোট আবাসিক বিলের সমান।

এদিকে, মিটারযুক্ত আবাসিকের বকেয়ার পরিমাণ কম। এই খাতে বকেয়ার পরিমাণ ৩৮ কোটি ৪,৪০২ লাখ টাকা। তবে, তিতাস বলছে, আবাসিক গ্রাহকদের জন্য প্রিপেইড মিটার যুক্ত করা হচ্ছে। এরফলে গ্রাহক আগে বিল পরিশোধ করবেন। এরপরই গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। কেন এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া জানতে চাইলে তিতাসের অর্থ বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'আমার মনে হয় তিতাসের ৮০ ভাগ গ্রাহক খুব ভালো। তারা বাসায় চুলা জ্বালান বা না-জ্বালান, শিল্পের চাকা ঘুরুক বা না ঘুরুক, মাসের শেষে বিল পরিশোধ করে দেন। আর ২০ ভাগকে নিয়ে যত যন্ত্রণা। এই সংখ্যা অংকের হিসাবে ১ লাখ ৮০ হাজার। এই গ্রাহকদের কাছ থেকে বিল আদায় করা খুবই কঠিন। অনেক সময় কঠোর হতে গেলে ওপরের হস্তক্ষেপে থেমে যেতে হয়।' তিনি বলেন, 'এমন সব জায়গার সুপারিশ আসে, যা আমাদের নির্দেশ পালনের মতো করেই পালন করতে হয়। ওইসব আবার প্রকাশও করা যায় না।'

তিতাস সূত্র বলছে, শিল্প কারখানাগুলোর কাছেও বকেয়ার পরিমাণ বেশি। শিল্প কারখানায় বকেয়ার পরিমাণ ৬৯৪ কোটি ৩৪০৫ লাখ টাকা, যা ৩ মাসের সমান। এছাড়া, এমন কিছু শিল্প কারখানা আছে, যেসব কারখানা আদালতে মামলা করে গ্যাসের বিলের বিপরীতে কম গ্যাস বিল পরিশোধ করছে। এ ধরনের শিল্প কারখানাগুলোর কাছে বকেয়ার পরিমাণ ৩৬৭ কোটি ৯৫৩ লাখ টাকা। যা প্রায় ৪৬ মাসের সমান। তবে, মাসের হিসাবে নিষেধাজ্ঞাধীন শিল্পের বকেয়া ৪৬ মাস। অন্য শিল্প-কারখানাগুলোর বকেয়া মাত্র ৩ মাসের সমান।

এছাড়া, সিএনজিতে ২০২ কোটি ৫,৯৫৭ লাখ (প্রায় এক মাসের সমান), ক্যাপটিভে ৪৯২ কোটি ৮৩২ লাখ টাকা (প্রায় এক মাসের সমান), বাণিজ্যিকে ১৬৪ কোটি ৫,৯৯৭ লাখ টাকা (প্রায় ১০ মাসের সমান) এবং কলোনিগুলোর বকেয়ার পরিমাণ ৩৩ কোটি ৯৮৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩৬ মাসের সমান গ্যাসের বিল বকেয়া পড়ে আছে। এছাড়া, সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কাছে বকেয়া আছে ২৪২ কোটি ৭,৮১৫ লাখ টাকা, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কাছে বকেয়া ৪২০ কোটি ৩,২০৪ লাখ টাকা, সার কারখানায় বকেয়া ৩৯ কোটি ৮,৪৭৯ লাখ টাকা। বিভাগ অনুযায়ী, আবার নারায়ণগঞ্জের বকেয়া বিলের পরিমাণ বেশি। জুলাই পর্যন্ত সেখানে ১ হাজার ৮৬ কোটি ২,০৪৯ লাখ টাকা। এছাড়া, ঢাকায় বকেয়ার পরিমাণ এক হাজার ৫৪ কোটি ৬,১৯৯ লাখ, গাজীপুরে ৯৯৩ কোটি ৯৬৪ লাখ টাকা, ময়মনসিংহে ৯৯ কোটি ৪,৬৯৪ লাখ টাকা।

বকেয়া আদায়ের বিষয়ে তিতাসের পরিচালক (অপারেশন) মো. কামরুজ্জামান খাঁন বলেন, 'আমরা বকেয়া আদায়ের চেষ্টা করছি। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোয় চিঠি দেওয়া হচ্ছে। বকেয়া বিল পরিশোধ না করায় কিছু কিছু লাইন কেটেও দিচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বকেয়া আদায়ে জ্বালানি বিভাগের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোয় চিঠি দেওয়া হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে মো. কামরুজ্জামান বলেন, 'অন্য যেকোনও বিতরণ কোম্পানির তুলনায় তিতাসের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। ফলে আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। এই অবস্থায় প্রতিনিয়ত কাজ করছেন তিতাসের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা। তবে, বকেয়া আদায়ের বিষয়টি সব সময় সহজ হয় না। অনেক সময় 'নানামুখী হস্তক্ষেপের'র সম্মুখীন হই। এমনও হয়েছে, বকেয়া টাকা আদায় করতে গিয়ে এবং বকেয়া পরিশোধ না করায় লাইন কাটতে গিয়ে আমাদের কর্মকর্তাদের মারপিটও করা হয়েছে।' এসব ক্ষেত্রে ধাওয়ার ঘটনা ঘটে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

৯ কোটি টাকায় মৃতকে জীবিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জালিয়াতির মাধ্যমে ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা ইউনিয়নের এক মৃত ব্যক্তি ও বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে ভুয়া দলিলদাতা সাজিয়ে কমিশন গঠনের মাধ্যমে ২০১৭ সালে একটি ভুয়া দলিল রেজিস্ট্রি করেন। এতে প্রায় ৯ কোটি টাকা মূল্যের জমি জাল দলিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ করে টাকা ভাগাভাগি করে নেন তারা। এ ঘটনা জানাজানি হলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জমি আত্মসাৎ ও দলিল জালিয়াতির সত্যতা পাওয়া যায় দুদক। এ অবস্থায় বুধবার বিকেলে তাদের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা করা হয়।

দুদকের ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক সাধন চন্দ্র ধর বলেন, ৯ কোটি টাকার জমি আত্মসাতের ঘটনায় সাব-রেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীর আলমসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা করেছে দুদক।

গতকাল মঙ্গলবার রেলওয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে রাজধানীর শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট, বসতিসহ সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ —পাঞ্জেরী

শাহজাহানপুরে রেল কলোনির দখল উচ্ছেদে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানীর শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট, বসতিসহ সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।
গতকাল মঙ্গলবার রেলওয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অবৈধ দখল স্থান থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে মাইকিং করে কর্তৃপক্ষ, পরে বুলডোজার দিয়ে অবৈধ স্থাপনা ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়।
রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনিতে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু জায়গার অবৈধ দখল নিয়ে রেখেছিল একটি মহল।
এসব জায়গায় ভবন তুলে তারা বসবাস করছে এবং ভাড়া দিচ্ছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রেলের সম্পত্তির দখল নিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

গণমানুষের সমর্থন নিয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বে জাপা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের বলেছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক শূন্যতায় গণমানুষের আস্থার স্থান জাতীয় পার্টি। জাতীয় পার্টি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে। গণমানুষের সমর্থন নিয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বে জাতীয় পার্টি। মঙ্গলবার রাজধানীর বনানী জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে গুলশান-বনানী ও মহাখালী এলাকার শতাধিক সাবেক বিএনপি নেতা জাপা চেয়ারম্যানের হাতে ফুল দিয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। এ সময় যোগ দেয়া নেতাদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জিএম কাদের বলেন, জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ছিলেন গরীব-দুঃখী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের স্বার্থে আজীবন নিবেদিত ছিলেন পল্লীবন্ধু। আমরা তার আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে চলছি। আপনারা আমাদের সাথে থেকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের যোগ্য অনুসারী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করবেন।
এর আগে বনানী থানা বিএনপির সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আওলাদ হোসেন সরদার, সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক কামাল হোসেন, ১৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান রাজু, ১৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, গুলশান থানা বিএনপির সাবেক শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, বনানী থানা বিএনপির সাবেক সহ সম্পাদক মতিউর রহমান উজ্জ্বল, বানিয়াচং উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নিয়ামুল ইসলাম মাসুমসহ শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন।
যোগদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু, এটিইউ তাজ রহমান, ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, ভাইস চেয়ারম্যান আহসান আদেলুর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুর ইসলাম জয়, সুলতান আহমেদ সেলিম, যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক এম এ রাজ্জাক খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রেস্ট পেলেন নৌপরিবহনের দুই প্রকল্প পরিচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
প্রকল্পের সন্তোষজনক অগ্রগতির কারণে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দুই প্রকল্প পরিচালককে ক্রেস্ট দিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।
গতকাল মঙ্গলবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সেরা দুজন প্রকল্প পরিচালককে ক্রেস্ট দেন প্রতিমন্ত্রী।
বাংলাদেশে চারটি মেরিন একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের (পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) প্রকল্প পরিচালক রফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ছয়টি জাহাজ সংগ্রহ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. ইউসুফ ক্রেস্ট পান।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ছয়টি জাহাজ সংগ্রহ প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়েছে। অপরদিকে, চারটি মেরিন একাডেমি স্থাপন প্রকল্পটি শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
এ সময় নৌপরিবহন সচিব মো. আব্দুস সামাদসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রিজার্ভ চুরি মামলার প্রতিবেদন ২০ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২০ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে তদন্ত সংস্থা সিআইডি প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকা মহানগর হাকিম সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরী নতুন এ দিন ধার্য করেন।
২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে সুইফট কোডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের আট কোটি ১০ লাখ ডলার হাতিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ওই টাকা ফিলিপাইনে পাঠানো হয়। দেশের অভ্যন্তরের কোনো চক্রের সহায়তায় হ্যাকার গ্রুপ রিজার্ভের অর্থ পাচার করেছে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।
ওই ঘটনায় ২০১৬ সালের ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক জোবায়ের বিন হুদা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে মতিঝিল থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ (সংশোধনী ২০১৫) এর ৪ ধারাসহ তথ্য ও প্রযুক্তি আইন-২০০৬ এর ৫৪ ধারায় ও ৩৭৯ ধারায় মামলা করেন।
মামলাটি বর্তমানে তদন্ত করছে সিআইডি।

আন্তর্জাতিক

সৌদির তেলক্ষেত্রে আবারও হামলার হুমকি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
সৌদির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেলক্ষেত্রে হামলার রেশ শেষ হতে না হতেই আবারও সেখানে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে হুথি বিদ্রোহীরা। গত শনিবার অ্যারামকো তেল কোম্পানির আবকাইক ও খুরাইশ স্থাপনায় হামলা চালানো হয়। এতে ওই দুই তেলক্ষেত্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হামলার পর দেশটির তেল ও গ্যাস উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। সৌদিতে তেল উৎপাদন প্রতিদিন ৫৭ লাখ ব্যারেল কম উত্তোলন করা হচ্ছে। এদিকে মঙ্গলবার হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি ওই এলাকায় বিদেশিদের প্রবেশ না করতে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কারণ সেখানে হুথি বিদ্রোহীরা আবারও হামলা চালাতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি। সোমবার এক বিবৃতিতে ওই ইয়াহিয়া সারি বলেন, হুথি বিদ্রোহীরা ড্রোন দিয়ে ওই হামলা চালিয়েছে। তিনি সৌদি আরবকে তাদের নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করতে এবং ইয়েমেনে আগ্রাসন বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।
এদিকে সৌদির দুই তেলক্ষেত্রে হামলার ঘটনায় তেল উৎপাদন কমে যাওয়ার পরই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ১০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই দুই তেলক্ষেত্রে হামলার কারণে প্রতিদিনের তেল উৎপাদন কমেছে ৫০ লাখ ব্যারেল। এটা সৌদির তেল উৎপাদনের অর্ধেক এবং বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫ শতাংশ।
কতদিনের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। মঙ্গলবার প্রথম লেনদেনের সময় তেলের দাম ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত ২৮ বছরে সবচেয়ে বেশি। এর আগে গত শনিবার হুথি নিয়ন্ত্রিত আল মাসিরাহ টিভি চ্যানেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে

হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মুখপাত্র ঘোষণা দেন যে, অ্যারামকোর দুটি তেলক্ষেত্রে হামলা চালিয়েছে হুথি গ্রুপ। ওই মুখপাত্র বলেন, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলী আবকাইক এবং খুরাইস এলাকায় দশটি ড্রোন দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে বড় ধরনের হামলা চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা সৌদিকে এটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমাদের পরবর্তী অভিযান হবে আরও বিস্তৃত এবং আরও বেশি বেদনাদায়ক।

আফগান প্রেসিডেন্টের সমাবেশে বোমা হামলায় নিহত ২৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির নির্বাচনী সমাবেশে বোমা হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও অনেকে।
তবে, প্রেসিডেন্টের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো।
জার্মান গণমাধ্যম ডয়চে ভেলে জানিয়েছে, মঙ্গলবার পারওয়ান প্রদেশে একটি প্রচারণা সমাবেশের কাছে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
প্রদেশীয় হাসপাতালের প্রধান কাসিম সাঙ্গিন জানান, হতাহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী ও শিশু রয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হামলায় ব্যবহৃত বোমাটি ছিল এক ধরনের হ্যান্ড গ্রেনেড। এটি সমাবেশস্থলের প্রবেশপথে একটি পুলিশের গাড়িতে লাগানো ছিল।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চান না ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
সৌদি আরবের দুই তেলক্ষেত্রে হামলার ঘটনায় ইরানের ওপরই বার বার দোষারোপ করা হচ্ছে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, সৌদির তেলক্ষেত্রে হামলার পেছনে ইরানের হাত থাকতে পারে। তবে তিনি এটা নিশ্চিত করে বলেছেন যে, তিনি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে চান।
গত শনিবার হুথিদের ড্রোন হামলায় সৌদির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি অ্যারামকোর আবকাইক ও খুরাইশ স্থাপনা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে দেশটির তেল ও গ্যাস উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। সৌদি আরবে তেল উৎপাদন প্রতিদিন ৫৭ লাখ ব্যারেল কম উত্তোলন করা হচ্ছে।
তেহরান ওই হামলা চালিয়েছে ট্রাম্প এমনটা বিশ্বাস করেন কি-না সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে তেমনটাই মনে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমরা ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে কিছুটা জেনেছি। অবশ্যই এটা মনে হচ্ছে যে এর পেছনে ইরানের হাত রয়েছে। তবে ওয়াশিংটন এ বিষয়ে আরও প্রমাণ চায়। ওভাল অফিসে বাহরাইনের ক্রাউন প্রিন্স সালমান বিন হামাদ বিন ইসা আল খলিফার সঙ্গে এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, আমরা অবশ্যই এই ঘটনার পেছনে দায়ীদের খুঁজে বের করতে চাই। আমাদের কাছে সবকিছুর প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা রয়েছে।
ট্রাম্প বলেন, এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। তবে আমরা যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাই। তিনি আরও বলেন, আমি কারো সঙ্গেই যুদ্ধ চাই না। তিনি বলেন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং প্রতিবেশী যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে।

শ্রীলংকায় দ. এশিয়ার সর্বোচ্চ আকাশচুম্বী টাওয়ারের উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ আকাশচুম্বী টাওয়ারের উদ্বোধন করেছে শ্রীলংকা। সোমবার ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্মিত লোটাস টাওয়ারের দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) আওতায় চীন এই টাওয়ারে অর্থায়ন করেছে মোট খরচের ৮০ ভাগ। ১৭তলা বিশিষ্ট ৩৫০ মিটার উঁচু লোটাস টাওয়ারের অবস্থান দেশটির রাজধানী কলম্বোর প্রাণকেন্দ্রে। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ আকাশচুম্বী এই টাওয়ারে রয়েছে একটি টেলিভিশন টাওয়ার, একটি হোটেল, একটি টেলিকমিউনিকেশন জাদুঘর, রেস্তোরা, অডিটরিয়াম, পর্যবেক্ষণ ডেক, একটি শপিং মল ও একটি কনফারেন্স সেন্টার। লংকান গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ৩০ হাজার ৬০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে এই টাওয়ার নির্মাণে খরচ হয়েছে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি; যার ৮০ ভাগ অর্থায়ন করেছে চীন।
দেশটির সংবাদমাধ্যম কলম্বো পেইজ বলছে, চীন সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বৃহত্তম উন্নয়ন প্রকল্প বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) আওতায় লোটাস টাওয়ার নির্মাণে ২০১২ সালে কলম্বোর সঙ্গে বেইজিংয়ের চুক্তি সাক্ষর হয়। চায়না ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক্স ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিইআইইসি) এই টাওয়ার নির্মাণের দায়িত্ব পায়। বিআরআই প্রকল্পের সমালোচকরা বলছেন, ঋণের বেড়াজালে শ্রীলংকাকে বন্দি করছে চীন। শ্রীলংকার এই টাওয়ারের নির্মাণ কাজ এখনও শতভাগ শেষ হয়নি। তারপরও দেশটির প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনা এটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা এখনো এই প্রকল্প শেষ করতে পারিনি। কিন্তু আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টাওয়ারের যেসব অংশের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে; সেগুলোতে জনগণের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে। বিপুল বিনিয়োগ এবং বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যাকে জড়িত করার পরিকল্পনা নিয়ে একুশ শতকের বৃহত্তম উন্নয়ন প্রকল্প বিআরআই; এটি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প। যা বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতেও পরিবর্তন আনতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ কেনা

৬ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ সাড়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸
কয়েক বছর ধরে বেসরকারি খাতে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে সরকার। পাশাপাশি কয়েকটি মেয়াদোত্তীর্ণ রেন্টাল-কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলোর চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। আর এ বিদ্যুৎ কেনায় প্রতি বছর মোটা অংকের ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি)।
সংস্থাটির হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত ছয় বছরে পিডিবিকে ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা। এ ব্যয় বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ কেনার প্রায় ৩৭ দশমিক ২২ শতাংশ। যদিও সরকারি খাতে এ ধরনের কোনো ব্যয় নেই।
পিডিবির তথ্যমতে, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ছয় বছরে দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ৩১ হাজার ৮১৩ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা। এর মধ্যে বেসরকারি খাত থেকে কেনা হয় ১৩ হাজার ৯১৩ কোটি ৩৫ লাখ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ। এজন্য পিডিবিকে বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোকে পরিশোধ করতে হয় ৯৫ হাজার ৩৪৬ কোটি ২৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে ক্যাপাসিটি চার্জ ছিল ৩৫ হাজার ৪৮৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা।
গত অর্থবছর জুন শেষে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৪৫৮ মেগাওয়াট। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে স্থাপন করা হয়েছে পাঁচ হাজার ৭৪১ মেগাওয়াট। বেসরকারি এসব কেন্দ্র থেকে কেনা হয় দুই হাজার ৭১৩ কোটি ৩০ লাখ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ। এতে ব্যয় হয় ২০ হাজার ৭৮১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে ক্যাপাসিটি চার্জই পরিশোধ করা হয় আট হাজার ৭২২ কোটি ২৭ লাখ টাকা, যা উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৪২ শতাংশ।
এর আগে ২০১৭-১৮ অর্থবছর দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ১৪ হাজার ১১৩ মেগাওয়াট। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের সক্ষমতা ছিল পাঁচ হাজার ২১৩ মেগাওয়াট। বেসরকারি এসব কেন্দ্র থেকে কেনা হয় দুই হাজার ৫২৩ কোটি ৩৪ লাখ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ। এতে ব্যয় হয় ১৬ হাজার ৬৯২ কোটি ৩২ লাখ টাকা। এর মধ্যে ক্যাপাসিটি চার্জই পরিশোধ করা হয় ছয় হাজার ২৪১ কোটি ২৫ লাখ টাকা, যা উৎপাদন ব্যয়ের ৩৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ।
এদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ১৪ হাজার ৯৪ মেগাওয়াট। এর মধ্যে বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা ছিল পাঁচ হাজার ৪৫৯ মেগাওয়াট। এ খাত থেকে সে সময় কেনা হয়েছিল দুই হাজার ৪৪৫ কোটি ২৮ লাখ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ। এতে ব্যয় হয় ১৪ হাজার ৭৩৫ কোটি ২৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয় পাঁচ হাজার ৭৬৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা, যা উৎপাদন ব্যয়ের ৩৯ দশমিক ১২ শতাংশ।
এর আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা ছিল পাঁচ হাজার ১৯৪ মেগাওয়াট। আর সরকারি-বেসরকারি ও আমদানি মিলিয়ে সে সময় দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ১২ হাজার ৩৩৩ মেগাওয়াট। সে অর্থবছর বেসরকারি খাত থেকে দুই হাজার ৪১৩ কোটি ৬৪ লাখ ইউনিট বিদ্যুৎ কেনা হয়। এতে ব্যয় হয়েছিল ১৪ হাজার ১৭ কোটি ১৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয় পাঁচ হাজার ৩৭৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। মোট ব্যয়ের মধ্যে এর হার ছিল ৩৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ।
২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা ছিল চার হাজার ৪৪৮ মেগাওয়াট। আর সামগ্রিকভাবে এ সক্ষমতা ছিল ১০ হাজার ৭৬৯ মেগাওয়াট। সে অর্থবছর বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ কেনা হয় এক হাজার ৯৫৪ কোটি ৫২ লাখ কিলোওয়াট ঘণ্টা। এতে ব্যয় হয় ১৪ হাজার ৯০৬ কোটি ১১ লাখ টাকা। আর ক্যাপাসিটি চার্জ চার হাজার ৬৬৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ৩১ দশমিক ২৯ শতাংশ। আর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা ছিল চার হাজার ৯৬ মেগাওয়াট। আর সামগ্রিকভাবে এ সক্ষমতা ছিল ১০ হাজার ৫১৬ মেগাওয়াট। সে অর্থবছর বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ কেনা হয় এক হাজার ৮৬৩ কোটি ২৫ লাখ কিলোওয়াট ঘণ্টা। এতে ব্যয় হয় ১৪ হাজার ২১৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা। আর ক্যাপাসিটি চার্জ চার হাজার ৭১৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ৩৩ দশমিক ১৭ শতাংশ।
জানতে চাইলে পিডিবির চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ বলেন, বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেনা হয়। এক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতেই ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয়। আর প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের আগে এ নিয়ে দ্বিপক্ষীয় দরকষাকষি করা হয়। মূলত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে মূলধন ব্যয়ের হিসাব করেই এ ক্যাপাসিটি চার্জ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা, অবস্থান, জ্বালানি পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতিও বিবেচনা করা হয়।
যদিও এ বক্তব্য সঠিক নয় বলে মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. এম শামসুল আলম। তিনি বলেন, বেশিরভাগ বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের লাইসেন্স দেওয়ার সময় ঠিকমতো দরকষাকষি করা হয়নি। এছাড়া চুক্তিতেও সমস্যা আছে। ফলে কেন্দ্র বসিয়ে রেখেও ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয়। এজন্য বেসরকারি খাতের কেন্দ্রগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় এত বেশি। এগুলো বন্ধ না হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ-ভারত কোস্টগার্ডের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কোস্টগার্ডের মধ্যকার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ভারতের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ভারতীয় কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক কৃষ্ণস্বামী নটরাজ। সোমবার সকালে বাংলাদেশের কোস্টগার্ড সদর দপ্তরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের নেতৃত্ব দেন কোস্টগার্ড বাহিনীর মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এম আশরাফুল হক।
বৈঠক সূত্রে জানা যায়, বৈঠকে দুই দেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমানায় মানবপাচার, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধভাবে মাছ ধরা রোধে উভয় দেশের কোস্টগার্ডের করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি উভয় দেশের কোস্টগার্ড সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিষয়েও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়।
এর আগে গত রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুইজন সফর সঙ্গীসহ চারদিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশ সফরে আসেন ভারতের কোস্টগার্ড মহাপরিচালক। সোমবার সকাল ১০টায় তাকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করা হয়। এরপরই বৈঠকটি শুরু হয়।
কোস্টগার্ড জানায়, সফরকালীন সময় ভারতীয় কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় দর্শনীয় স্থান, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি মেমোরিয়াল, সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং পানাম নগর পরিদর্শন করবেন।
—সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হঠাৎ বেড়েছে খাদ্যশস্য আমদানির এলসি খোলার হার

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ ব্যাংকেহঠাৎ করেই খাদ্যশস্য আমদানির এলসি (লেটার অব ক্রেডিট) খোলার হার বেড়ে গেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে গত জুলাই মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বিদেশ থেকে চাল ও গম আমদানির জন্য এলসি খোলার পরিমাণ বেড়েছে ১৫২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে বিদেশ থেকে ৬ কোটি ৭৫ লাখ ডলারের খাদ্যশস্য আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে এলসি খোলা হয়েছে ১৭ কোটি ৮ লাখ ডলারের। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, খাদ্যশস্য আমদানির জন্য এলসি খোলার পরিমাণ বাড়লেও এলসি নিষ্পত্তির হার ৪০ শতাংশ কমেছে। এই বছরের জুলাই মাসের তুলনায় আগের বছরের জুলাই মাসে এলসি নিষ্পত্তির হার কমেছে ৪০ দশমিক ২৩ শতাংশ। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ১৫ কোটি ৬৩ লাখ ডলার। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ৯ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। জুলাই মাসে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য এলসি খোলার হার বাড়লেও এ সময়ে এলসি নিষ্পত্তি কমেছে ২ দশমিক ৪৬ শতাংশ। শুধু তাই নয়, গত জুন পর্যন্ত সার্বিক আমদানির বাণিজ্য নিম্নমুখী ধারায় রয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, গত জুন মাসে আমদানি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাইনাস ৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এর আগের মাস মে মাসেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাইনাস ৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত এপ্রিল মাসে আমদানি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাইনাস ৬ দশমিক ১২ শতাংশ। এর আগে, মার্চে আমদানিতে প্রবৃদ্ধি মাত্র ১ শতাংশে আটকে ছিল। আর গত ফেব্রুয়ারিতে আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাইনাস ৬ দশমিক ২৮ শতাংশ। গত জুন মাসে আমদানিতে শুধু নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে তা-ই নয়, আমদানির পরিমাণও কমে গেছে। ২০১৮ সালের জুনে আমদানিতে ব্যয় হয়েছিল ৪২৫ কোটি ৭২ লাখ ডলার। ২০১৯ সালের জুনে আমদানি ব্যয় হয়েছে ৩৮৮ কোটি ১২ লাখ ডলার। খাদ্যশস্য আমদানির এলসি খোলার হার হঠাৎ বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষক ড. জায়েদ বখত বলেন, 'এলসি খোলার হার বাড়লেও নিষ্পত্তির হার বাড়েনি। এ কারণে খাদ্য আমদানি বেড়েছে বলা যাবে না। আগামী মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' তিনি বলেন, 'অনেক সময় বছরের কোনও এক মাসের সঙ্গে অন্য বছরের ঐ মাসের তুলনা করলে মনে হবে আমদানি বেড়েছে। কিন্তু এজন্য আরও এক মাস দেখতে হবে।' এর আগে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মহেশপুরে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ১২৭তম শাখার উদ্বোধন

গত ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর ১২৭তম শাখা হিসেবে মহেশপুর শাখার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। একই দিনে শাখা প্রাঙ্গণে একটি এটিএম বুথের উদ্বোধন করা হয়। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহ্জাহান সিরাজ প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত শাখা এবং এটিএম বুথের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মহেশপুর পৌরসভার মেয়র মো. আব্দুর রশিদ খাঁন এবং মহেশপুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি ফশিয়ার রহমান, পান্থাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, এসবিকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফুর হাসান চৌধুরী এবং সাবেক চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল ইসলাম সাজ্জাদ বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মো. সামছুদ্দোহা সিমু এবং মহেশপুর শাখার ব্যবস্থাপক মীর তৌহিদ হাসান-সহ স্থানীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. শাহ্জাহান সিরাজ বলেন, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক সময়োপযোগী এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতমান সম্পন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অত্র অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে এ ব্যাংক যথাসম্ভব বিনিয়োগ করবে বলে তিনি জানান। তাছাড়া এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থায়ন করবে সেই সাথে অত্র এলাকার ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে ব্যাংক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি ব্যাংকের জনপ্রিয় আমানত এবং বিনিয়োগ প্রকল্প সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে বলেন, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক জনগণের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলা, উপজেলা এবং শহরতলীতে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, ঝিনাইদহ অঞ্চলের অর্থনীতি সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর। কৃষি পণ্যের উৎপাদনে কৃষি ভিত্তিক শিল্পে এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প বাণিজ্যে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যাংকের সমৃদ্ধি কামনা করে পবিত্র কুরআন খতম, দুরূদ এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। —সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানে ডিএমডি পদে ১১ জনের পদোন্নতি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▸
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মহাব্যবস্থাপক (জিএম) থেকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) পদে ১১ জন পদোন্নতি পেয়েছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপন সোমবার জারি করা হয়েছে।
পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাদেশ হাউজবিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন মহাব্যবস্থাপক মো. জাহিদুল হককে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি), আইসিবির মহাব্যবস্থাপক মো. রফিকুল ইসলামকে অগ্রণী ডিএমডি, জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. জসীম উদ্দিনকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ডিএমডি, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক শিরীন আখতারকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি, কর্ম সংস্থান ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুল মান্নানকে কর্ম সংস্থান ব্যাংকের ডিএমডি, রূপালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. কাইসুল হককে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি, সোনালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরীকে অগ্রণী ব্যাংকের ডিএমডি, জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ইদ্রিছকে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ডিএমডি, জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুল জব্বারকে জনতা ব্যাংকের ডিএমডি, আইসিবির মহাব্যবস্থাপক মো. কামাল হোসেনকে পাল্লী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ডিএমডি, এবং আইসিবি মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহজাহানকে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ডিএমডি করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ঢাকা, বুধবার ■ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান ও জনবান্ধব পুলিশ

অপরাধ নির্মূল ও সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত রোববার দুপুরে রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ৩৬তম বিসিএস ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এ নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ অত্যন্ত সময়োপযোগী। জনবান্ধব, মানবিক পুলিশই দেখতে চায় মানুষ।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অপরাধের ধরন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। গতানুগতিক অপরাধের পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম, মানিলন্ডারিং, মানবপাচার ইত্যাদি বৈশ্বিক অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের মতো অশুভ সামাজিক ব্যাধি। জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ পুলিশের অব্যাহত সাফল্য শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এদেশের মাটিতে কোনোভাবেই জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধীদের ঠাঁই হবে না।

> ইংরেজি POLICE শব্দের বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়- P – Polite, O – Obedient, L – Loyel, I – Inteligent, C – Courageous, E – Efficient। এই বহুগুণে গুণান্বিত মানবিক পুলিশই মানুষ জন দেখতে চায়। পুলিশের কাজ হচ্ছে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানুষের জানমাল রক্ষায় তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে এটিই কাম্য।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের সমস্যাকে দেখতে হবে একান্ত আন্তরিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। জনগণের মনে পুলিশ সম্পর্কে যেন অমূলক ভীতি না থাকে সেজন্য জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সমাজের নারী, শিশু ও প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে। সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে জনবান্ধব পুলিশ গঠনে আপনাদের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

নবীন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, একজন মানুষ তার সবচেয়ে বিপদের সময় পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্য আসে। তাই আপনাদেরকে সেবা ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে গণমানুষের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

ইংরেজি POLICE শব্দের বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়- P – Polite, O – Obedient, L – Loyel, I – Inteligent, C – Courageous, E – Efficient। এই বহুগুণে গুণান্বিত মানবিক পুলিশই মানুষ জন দেখতে চায়। পুলিশের কাজ হচ্ছে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানুষের জানমাল রক্ষায় তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে এটিই কাম্য। দিন দিন পুলিশের কর্মপরিধি বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে পুলিশের সক্ষমতাও। একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনী জনবান্ধব হবে-এটি একটি সাধারণ প্রত্যাশা। আমরা নবীন পুলিশ সদস্যদের অভিনন্দন জানাই। তাদের জন্য রইলো শুভ কামনা।

বাড়ছে বেকারত্ব কমছে কর্মসংস্থান!

প্রতিবছর যে হারে শিক্ষিত চাকরি প্রার্থী তৈরি হচ্ছে সে হারে চাকরির ক্ষেত্র ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমন্বয় থাকতে হবে। নইলে এক পাহাড়সম সমস্যা তৈরি হবে। আদতে হয়েছেও তাই। চাকরি প্রার্থীর তুলনায় সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে চাকরির সংখ্যা খুবই কম। যা রয়েছে সেগুলোতেও যদি নিয়ম মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখা না হয় এরচেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে একদিকে পাহাড়সম বেকারত্ব বাড়ছে অন্যদিকে সরকারি চাকরিতে হাজার হাজার শূন্য পদ থেকে যাচ্ছে। এগুলোতে নিয়োগের যেন কোনো তাগিদ নেই। এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় দিনের পর দিন বন্ধ থাকছে শূন্যপদে নিয়োগ। এটা কোনো অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এক বিরাট বাধা। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে আটকে যায় সবকিছু। অথচ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তরের শূন্যপদের চাহিদা নিয়ে সে অনুযায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে। চাকরি না হওয়ায় বাড়ছে হতাশা। একজন শিক্ষিত দক্ষ চাকরিপ্রার্থী দিনের পর দিন চাকরি না পেয়ে মানবেতন দিন যাপন করছে। পরিবারের কাছেও হচ্ছে বোঝা ও অপাঙক্তেয়।

এ অবস্থায় যেখানে দিন দিন বেকারত্ব বাড়ছে সেখানে শূন্যপদে নিয়োগ না দেয়া রীতিমত অন্যায়। যে কোনো ক্ষেত্রে শূন্যপদের নিয়োগ দ্রুততর করতে হবে। এতে একদিকে কর্মসংস্থান হবে বেকারদের অন্যদিকে শূন্য পদ থাকার কারণে কাজের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটিরও সমাধান হবে। ঠিক থাকবে চাকরির প্রবাহও। এ ব্যাপারে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে-এমনটিই দেখতে চায় মানুষজন।

উন্নয়নভোগান্তি দূর করুন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে লোকজনের খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু কিছু উন্নয়ন প্রকল্প এত ধীর গতিতে হচ্ছে যে তাতে জনভোগান্তি চরম আকার ধারণ করেছে। এতে যার পর নাই মানুষজন বিরক্ত। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে উন্নয়ন কাজ শেষ করতেই যদি বছরের পর বছর পার হয়ে যায় তাহলে লোকজন এর সুফল পাবে কখন? রাজধানীতে চলছে মেট্রোরেলসহ নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। উন্নয়নের জন্য সড়কগুলো কেটে ফেলায় ভোগান্তির মাত্রা কয়েকগুণ বেড়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের অলিগলিতে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এসব সড়ক দিয়ে পথচারিদের চলাচলে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চললে তাতে সাময়িক ভোগান্তি হবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষজন এটা মেনেও নেয়। কিন্তু এটা যখন বছরের পর বছর ধরে চলে তখনই তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

> এমনিতেই বাস-অযোগ্য তালিকায় বার বার উঠে আসছে রাজধানী ঢাকার নাম। তারওপর সারাবছর ধরে উন্নয়ন কাজের নামে খোঁড়াখুঁড়ি চলতে থাকায় পরিস্থিতিকে তা আরও নাজুক করে তুলছে। রোদ থাকলে ধুলা আর একটু বৃষ্টি হলেই কাদা। দেখা দেয় জলাবদ্ধতাও। যানজট, ধুলো দূষণে নগরবাসী এমনিতেই অতিষ্ঠ। এখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের ভোগান্তি যেন চরমে না পৌঁছে সেটি নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো মূল্যে

এছাড়া ওয়াসা, ডেসা ও তিতাসের উন্নয়ন কাজের সাথে কোনো সমন্বয় না থাকায় সারাবছর ধরেই চলে খোঁড়াখুঁড়ি। এতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ধুলার রাজ্যে চলাই দায়। মিরপুরেও চলছে খোঁড়াখুঁড়ি। মিরপুর ১২ নম্বরে খোঁড়াখুঁড়ির কারণে যানজট লেগেই আছে। এভাবে রাজধানী জুড়েই এক সংস্থার কাজ শেষ হয় তো আরেক সংস্থা শুরু করে। এতে শুধু জনভোগান্তিই হয় না রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থের শ্রাদ্ধও হয়।

এমনিতেই বাস-অযোগ্য তালিকায় বার বার উঠে আসছে রাজধানী ঢাকার নাম। তারওপর সারাবছর ধরে উন্নয়ন কাজের নামে খোঁড়াখুঁড়ি চলতে থাকায় পরিস্থিতিকে তা আরও নাজুক করে তুলছে। রোদ থাকলে ধুলা আর একটু বৃষ্টি হলেই কাদা। দেখা দেয় জলাবদ্ধতাও। যানজট, ধুলো দূষণে নগরবাসী এমনিতেই অতিষ্ঠ। এখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের ভোগান্তি যেন চরমে না পৌঁছে সেটি নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো মূল্যে। সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জনভোগান্তির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আমলে নিয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শোভন-রাব্বানীতেই শেষ হোক ছাত্রলীগের অশোভন কাজ

● প্রভাষ আমিন

সংগঠন বাঁচাতে বড়সড় শুদ্ধি অভিযানের কোনো বিকল্প নেই। শোভন-রাব্বানীকে অপসারণ করে শেখ হাসিনা সেই কঠিন বার্তাটাই দিলেন সবাইকে। বুঝিয়ে দিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সত্যি সত্যি 'জিরো টলারেন্স'দেখান। শোভন-রাব্বানীর ঘটনায় যদি বাকি সবাই শিক্ষা নিয়ে নেন, তাহলে তো ভালোই। নইলে হয়তো ভবিষ্যতে আরো বড় কোনো অভিযানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে

মুক্তমত

একেই হয়তো প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে। গত ১২ বছরে ছাত্রলীগের পাপের পেয়ালা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সবসময়ই বলা হয়, সীমা লঙ্ঘন না করতে। সীমা লঙ্ঘনকারীকে নাকি আল্লাহও পছন্দ করেন না। ছাত্রলীগের নেতারা সত্যিই সীমা লঙ্ঘন করেছেন। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে মোটা অংকের চাঁদা চেয়েছেন এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। এটি নিছক অভিযোগ নয়। ছাত্রলীগের পদচ্যুত সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে 'ন্যায্য পাওনা' চাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে গোলাম রাব্বানী জাবি উপাচার্যের সাথে অসমীচীন আচরণের কথা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু কখনো কখনো কিছু কিছু অপরাধ ক্ষমার উর্ধ্বে উঠে যায়। তাই ক্ষমা পাননি শোভন-রাব্বানী।

অনেকদিন ধরে একটি সিন্ডিকেট ছাত্রলীগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো। গত সম্মেলনে সেই সিন্ডিকেটের বাইরে গিয়ে নিজের পছন্দে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন শেখ হাসিনা। তাই এই কমিটির কাছে তার প্রত্যাশা ছিল বেশি, তাই ক্ষোভটাও হয়েছে বেশি। অবশ্য সম্মেলনের এক বছর পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার পর থেকেই বিতর্কে জড়ায় ছাত্রলীগের পদচ্যুত সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক।

পদবঞ্চিত নেতারা আন্দোলন, বিক্ষোভ, অনশন করে। তাদের অভিযোগ অর্থের বিনিময়ে অছাত্র, বিবাহিত, অনুপ্রবেশকারী, মাদকাসক্তদের কমিটিতে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। তারা এ ধরনের নেতাদের তালিকাও দেন। আওয়ামী লীগ নেতারাও বিক্ষুব্ধদের সাথে কথা বলেন। আন্দোলনের মুখে ছাত্রলীগ বিতর্কিতদের বাদ দিয়ে কমিটি পুনর্গঠনের অঙ্গীকার করা হলেও তা আর পূরণ করা হয়নি। এখনও ছাত্রলীগের পদবঞ্চিতদের হাহাকার ভেসে বেড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। তাই তো শোভন-রাব্বানীর পদচ্যুতির খবরে ক্যাম্পাসে উল্লাস করে বঞ্চিতরা। তবে যত দিন যাচ্ছিল, ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠে ছাত্রলীগ, শেখ হাসিনা যাদেরকে অভিহিত করেছেন 'মনস্টার' হিসেবে।

অর্থের বিনিময়ে কমিটি দেয়া, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মাদক পাওয়া, দুপুর পর্যন্ত ঘুমানো এসব অভিযোগও যায় শেখ হাসিনার কানে। সিনিয়র নেতাদের দাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠানে দেরি করে যাওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে শোভন-রাব্বানীর বিরুদ্ধে। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছ থেকে চাঁদা দাবির অভিযোগই শেখ হাসিনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর এক বৈঠকে শেখ হাসিনা প্রথম ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভের কথা বলেন। সে বৈঠকে আরো অনেক নেতা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তখন থেকেই আসলে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের পতনের ক্ষণগণনা শুরু হয়। দুদিন চেষ্টা করেও শেখ হাসিনার দেখা পাননি শোভন-রাব্বানী। এরপর তাদের গণভবনের পাস বাতিল করা হয়। আর তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় শনিবার দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায়।

প্রথমে কমিটি ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও পরে সংগঠনের শীর্ষ দুই নেতাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়। ফলে সহ-সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং যুগ্ম সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। চাঁদাবাজির অভিযোগে শীর্ষ দুই নেতার অপসারণের ঘটনা ছাত্রলীগের ইতিহাসে এই প্রথম। ছাত্রলীগের জন্ম আওয়ামী লীগের আগে। আর দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ আর বাংলাদেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্রলীগ। কিন্তু গত এক যুগে মূল দল ক্ষমতায় থাকায় নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের নানা অপকর্মে বারবার দল এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

যে অভিযোগে শোভন-রাব্বানীকে বহিষ্কার করা হয়েছে; ছাত্রলীগের জন্য তা নতুন নয়। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হত্যা, ধর্ষণ, দখল- হেন কোনো অপরাধ নেই; যা ছাত্রলীগ করেনি। গত অনেকদিন ধরেই ছাত্রলীগ নেতাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ছাত্রলীগের আগের কমিটির সভাপতি হেলিকপ্টারে করে এক জেলার সম্মেলনে গিয়েছিলেন। আগের কমিটির নেতাদের ব্যয় ও বিলাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ছাত্রলীগের নেতারাই। এমনিতে সংগঠন চালানো এবং নিজেদের ব্যয়ের জন্য সংগঠন থেকেই তাদের টাকা দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও তারা জড়িয়ে পড়ে নানান অপকর্মে।

বিভিন্ন সময়ে এসব অভিযোগের জবাবে ছাত্রলীগের নেতারা দাবি করেন, দলের সিনিয়র নেতাদের নির্দেশেই বাধ্য হয়ে তাদের নানান অপকর্মে জড়াতে হয়। নেতাদের লাঠিয়াল হতে গিয়ে ছাত্রলীগকে অনেক বদনাম নিতে হয়। তবে শুধু ছাত্রলীগ নয়; আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন নানাভাবে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়েছে।

শনিবারের সভায় শেখ হাসিনা যুবলীগের চাঁদাবাজির বিপক্ষেও কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। এমনকি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের মনোনয়ন পেতে আর্থিক লেনদেনের কথাও সবাই জানেন। মনোনয়ন পেতে ছোট নেতাদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন বড় নেতারা। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের জেলা পর্যায়ের কমিটি করতেও আর্থিক লেনদেন হয়। এমনকি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য হতেও নাকি টাকা লাগে। শেখ হাসিনাও বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগের সবাইকে কেনা যায়, আমাকে ছাড়া।

আসলে গত এক যুগে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের চরম নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে। সংগঠন বাঁচাতে বড়সড় শুদ্ধি অভিযানের কোনো বিকল্প নেই। শোভন-রাব্বানীকে অপসারণ করে শেখ হাসিনা সেই কঠিন বার্তাটাই দিলেন সবাইকে। বুঝিয়ে দিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সত্যি সত্যি 'জিরো টলারেন্স'দেখান। শোভন-রাব্বানীর ঘটনায় যদি বাকি সবাই শিক্ষা নিয়ে নেন, তাহলে তো ভালোই। নইলে হয়তো ভবিষ্যতে আরো বড় কোনো অভিযানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছেন। আশা করি শোভন-রাব্বানীর এই ঘটনাতেই আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সকল অশোভন কাজের সমাপ্তি ঘটবে। তাহলে দেশ ও জাতির সবার জন্যই মঙ্গল।

লেখক : হেড অব নিউজ, এটিএননিউজ।

শোভন-রাব্বানীর বাদ পড়া প্রধানমন্ত্রীর বড় ম্যাসেজ!

মুক্তমত

রাশেদা রওনক খান

'ছাত্রলীগের শোভন-রব্বানী বাদ'! বিষয়টিকে খুব সাদা-কালো ফ্রেমে দেখার সুযোগ নেই, বরং এতোটাই রঙিন যে এই রঙের খেলায় অনেকেই বা অনেক কিছুই লুকিয়ে আছে, সেগুলোও কি এখন বের হয়ে আসবে কিনা কে জানে!

ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা বলি, রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবনে যেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গেলেন, সেদিন আমি সেখানে ছিলাম। প্রক্টোরিয়াল কমিটির দায়িত্ব ছিল আমাদের, স্টেজ ও অনুষ্ঠানরুম। প্রধানমন্ত্রী আসার সাথে সাথে আমাদের বসতে গিয়ে দেখা গেল, তেমন কোন সিট খালি নেই, একদম শেষ দিকে একটা সিট পেয়েছি কিন্তু সেটা তৃতীয় সিট, দু'টো ছেলেকে ডিঙ্গিয়ে আমার ঐ সিটে বসতে হবে। কিন্তু আমি তা না করে ওদের দু'জনকে বললাম, তোমরা এক সিট করে ঐ দিকে যাও, আমি এই সাইডে বসি।

ওরা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, যেন আমি ভুল কিছু ভুল কাউকে বলে ফেলেছি! কিন্তু আমি খুব স্পষ্ট করে, তাদের সেই দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে, এবার চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করে হাসি মুখে বললাম, এক সিট আগাও! আমি এই সিটে বসি...(কারণটা ওদের না বললেও জানি, আমার যেকোনো সময় উঠতে হতে পারে, তাই আইলের পাশে বসলে উঠতে সুবিধা হবে, তাই)। এবার আর ওদের উপায় নেই, এক সিট করে সরে গেল, আমি বসলাম, হাসি দিয়ে থ্যাংকস জানালাম।

তারপর পুরো অনুষ্ঠানে তাদের মনোযোগ যতটা না অনুষ্ঠানের, তারচেয়ে বেশি আমি কে, আমার এই আচরণে তারা যেন কিছুটা অবাক হয়েছেন। ওদের এতে দোষ দেখিনা আমি, আমিতো দেখি প্রতিদিন তাদের প্রতি অন্যদের কি তোষামোদি ব্যবহার! সেই ব্যবহার আমার থেকে তো পাই-ই নাই, বরং এক সিট ছেড়ে বসতে বলেছি, সেটা হজম করা কষ্টের হবে, এটাই স্বাভাবিক! ভাবছে, আমি বোধহয় তাদের চিনি নাই! কিন্তু কথা হল, ছেলে দু'টো কে আমি জানি, আমি খুব ভালো করেই জানি, ওরা কারা? কিন্তু আমি ওদের তা বুঝতে দেইনি। হতে পারে তারা ছাত্রলীগের অমুক-তমুক, কিন্তু আমার কাছে ওদের পরিচয় কেবল আমার ছাত্র।

আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ওরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র- এর বেশি ওদের কোন পরিচয় আমার কাছে বড় নয়। এই অভিজ্ঞতা এখানে বলার একটাই কারণ, ছাত্র নেতাদের এতোটা ক্ষমতাধর ভেবে তোষামোদি, ভাগ বাটোয়ারা, কমিশন দেয়া- এসব আমাদের বাদ দিতে হবে। ক্ষমতার লোভে বড়রা (রূপক অর্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেই) যদি ছোটদের তোষামোদি করে, তাহলে ছোটরা আস্কারা পেয়ে একসময় লাগামহীন ঘোড়া হবে, শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ করবে, উপাচার্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, এটাই স্বাভাবিক! ষাটের দশক কিংবা সত্তর এর দশকের ছাত্রলীগের নেতারা শিক্ষকদের সাথে কি আচরণ করতো, সেটা আমার মা একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ছিলেন বলে প্রত্যক্ষসূত্রেই জানি, তাই আজকের দিনের কিছু কিছু ছাত্রনেতাদের আস্ফালন কেবল ছাত্রদের একার দোষ দিলে হবে না, অন্যান্য রংগুলোও আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে! বলা হচ্ছে, শোভন-রাব্বানীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে নির্বাচন করেছিলেন, মেধাবীও ছিল, ভদ্র-মার্জিত-পারিবারিক পরিচিতও অনেক ভালো ছিল। তাহলে হঠাৎ কি এমন হল যে একবছরে এইরকম ছেলেগুলো বদলে গেলো?

ছাত্রলীগের নেতা হলেই তাদের কি এমন ক্ষমতার বা দুর্নীতির হাতছানি আসে যে, ছেলেগুলো পাল্টে গেল? অনেক বিচার বিবেচনায় আনা ছেলেগুলো কেন এতোটাই ভুল পথে হাঁটল যে, নেত্রী তাঁর পছন্দের নেতাদেরই বাদ দিলেন? শফিউল আলম প্রধানের পর ছাত্রলীগের ইতিহাসে এতো বড় ঘটনা ঘটেছে কি আর? এই দু'জন অনেক বছর ধরে নেতৃত্বে আছে, তাও না তাহলে কেন এতো দ্রুত ছেলেগুলো পাল্টে গেল? তাদেরকে এভাবে পথ হাঁটতে কারা ইন্ধন জুগিয়েছে? কারা প্রশ্রয় দিয়েছে? সেই তারাই আবার রং মেখে এবার নতুনদের আশ্রয়-প্রশ্রয়-ইন্ধন দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে কিনা?

তাই নতুনদের পথ হাঁটতে হবে খুব সাবধানে! নেতৃত্ব মানে অন্যের হাতছানিতে লোভী হয়ে উঠা না, বরং বিনয়ী ও সেবক হয়ে উঠা! তাই দু'টো ভাবনা থাকলো-

১. কেউ কেউ দাবি করছে, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া কমিটিকে কেউ কেউ ভুল পথে হাঁটিয়ে ভুল প্রমাণিত করার রাজনীতি করেছে। রাজনীতি মানেই তো কাউকে ট্র্যাপে ফেলে অন্যের স্বার্থ হাসিল হওয়া...হতে পারে এমনটি! কিন্তু এতো বড় দায়িত্বের জায়গা থেকে স্বার্থান্বেষী মহলের ট্র্যাপে পড়বে কেন? কেউ তো এখানে শিশু নয়, তাহলে এতো ভুল পথে হেঁটে যাওয়া কেন? নতুনরা নিশ্চয়ই এসব মাথায় রেখে পথ চলবে।

২. ছাত্রলীগের এই নেতাদের দুর্নীতি/ নৈতিক স্খলন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পর্দা-কেটলি-বালিশ কাহিনীর রাঘব-বোয়ালদের দুর্নীতির কথা ফেসবুকে কিংবা সংবাদপত্রে আসলেও, তাদের বিরুদ্ধে কি গোয়েন্দা সংস্থা কোন রিপোর্ট দিচ্ছেন উনাকে? নিশ্চয়ই দিচ্ছেন, এবং খুব অচিরেই আমরা এসব দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধেও কঠিন শাস্তি দেখতে পাবো, সেই প্রত্যাশায় রইলাম!

শেষ কথা একটাই, ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজ দেবার জন্য!! যে ছেলেদু'টো বাদ পড়লো, তারা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে (হয়তো শাস্তিও পেতে হতে পারে, সেই শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে) নিজেকে সামলে নিইয়ে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করবে, সেই প্রত্যাশা রইলো। আর যারা নতুন করে যুক্ত হল, তাদের উপর পাহাড় সমান দায়িত্ব ছাত্রলীগের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের! অভিনন্দন রইলো!

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অবশেষে র‌্যাংকিং পেলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়!

মুক্তমত

তানভীর আহমেদ

গত ৪ সেপ্টেম্বর লন্ডন ভিত্তিক টাইমস হায়ার এডুকেশনের চিফ নলেজ অফিসার ফিল বেটি আমাকে ইমেইল করে জানালেন যে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র হিসেবে সংবাদটি জেনে গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠলো। ফিলের ইমেইলটি পড়তে পড়তে আমি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বসে পড়লাম।

ইমেইলের নিচে ফিল একটা নোটও দিয়ে দিয়েছিল, আমি যেন সংবাদটি ১১ সেপ্টেম্বরের আগে প্রচার না করি। সাংবাদিক হিসেবে এমন নিষেধাজ্ঞার সাথে আমি পরিচিত হলেও খবরটি চেপে রাখা আমার জন্য ভীষণ কঠিন ছিল। পরদিন সকালে লন্ডনের হলবর্নে টাইমস হায়ার এডুকেশনের অফিসে দেখা হলো ফিল বেটির সাথে। ফিল বেটি আমাকে জানালেন, আগামী ২০২০ সালের বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১০০০+ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে। বিশ্বের প্রায় ২৫ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলতি বছর ১৮ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় টাইমস হায়ার এডুকেশনের তালিকাভুক্ত হয়। টাইমস হায়ার এডুকেশন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্তভাবে ১ হাজার ৪শ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। আগামী বছর জুন মাসে এশিয়ার র‌্যাংকিং প্রকাশিত হবে, সেখানেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩০০-৩৫০ এর তালিকায় থাকার সম্ভাবনার কথা জানালেন ফিল।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব র‌্যাংকিং -এ তালিকাভুক্তির খবর টাইমস হায়ার এডুকেশন কর্তৃপক্ষ সবার আগে আমাকে জানাতে গেলো কেন? এমনকি ফলাফল প্রকাশিত হবার এক সপ্তাহ আগেই! মূলত টাইমস হায়ার এডুকেশনের র‌্যাংকিং ২০১৯ এর তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠে। এশিয়ার সেরা বিশ্বদ্যালয়ের তালিকায়ও নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়! এটি কেমন করে সম্ভব? এরপর গত মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডিন ও শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত-উল ইসলাম স্যার লন্ডনে আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলাম আমরা। যেখানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই ইউকের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় শিবলী রুবাইয়াত স্যার অভিযোগ করেন, 'র‌্যাংকিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৫ হাজার ডলারের আর্থিক দাবি মেটাতে না পারায় র‌্যাংকিং এ যুক্ত হতে পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।' সেই ঘটনা নিয়েও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে/ টকশোতে আলোচনার ঝড় উঠে। যদিও শিবলী রুবাইয়াত স্যার পরে এক বিবৃতিতে পরিস্কার করেন যে টাইমস হায়ার এডুকেশন নয় ভিন্ন র‌্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন তিনি।' কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানে এ্যালমানাই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টাইমস হায়ার এডুকেশনের সাম্প্রতিক র‌্যাংকিং এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের না থাকার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। এই বিতর্কের পর বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম।

টাইমস হায়ার এডুকেশন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানা গেলো, সংস্থাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কোন আর্থিক দাবি করেনি, বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ বার ইমেইলে তাগাদা দিয়েও সাড়া পায়নি টাইমস হায়ার এডুকেশন কর্তৃপক্ষ। মোটকথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়নি বিষয়টি এমন নয়, যথাসময়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা না করার কারণে ২০১৯ সালের র‌্যাংকিং এ আসতে পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। টাইমস হায়ার এডুকেশন কর্তৃপক্ষ আমাকে এও জানিয়ে দিলো ২০২০ সালের আবেদনের সময়ও শেষ হয়ে গেছে! আমি ফিলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা করছ তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়া? তোমাদের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' ফিল বেটি মুচকি হেসে বললো, 'দেখো আমরা চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের তালিকাভুক্ত হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে আমাদের তালিকায় যুক্ত ছিলো। কিন্তু চলতি বছর আমরা বার বার তাগাদা দিয়েছি, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ডাকে সাড়া দেয়নি! এখন তুমি যদি আমাকে আশ্বস্ত করো, তুমি দায়িত্ব নিবে আমি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি, যদিও আমাদের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে।' ৪৫ হাজার ডলার আর্থিক দাবির দিউজ করে শিবলী রুবাইয়াত স্যারের সাথে মোটামুটি আমার মান-অভিমান চলছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমার আর স্যারের ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে পক্ষে বিপক্ষে মন্তব্য দিয়ে মাঠে নেমে পড়লো একাধিক গ্রুপ, এদের অনেকেই আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী! আমি সেই সময় প্রথম কলটি দিলাম বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডি গবেষণারত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, আমার বন্ধু নীলিমা আকারকে। নীলিমা আমাকে বললো, 'তুমি সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলর বা শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মাকসুদ কামাল স্যারের সাথে কথা বলো।' আমি পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত হলাম। অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যার বললেন, 'বাবা বলো আমাদের কি করতে হবে বলো?' আমি বললাম স্যার টাইমস হায়ার এডুকেশন কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সুযোগটি মনে হয় গ্রহণ করা উচিত। অধ্যাপক আখতারুজ্জামান স্যার বললেন, 'প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত ফিরলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে তুমি দুশ্চিন্তা করো না।' এরমধ্যে আমার সাথে শিবলি স্যারের অভিমানের পারদ গলতে শুরু করলো। ভাইস চ্যান্সেলরকে জানালাম রুবায়েত স্যার বর্তমানে ইউরোপে রয়েছেন, তার পক্ষে টাইমস হায়ার এডুকেশনের সাথে হয়তো এই মুহূর্তে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। আখতারুজ্জামান স্যার বললেন, প্রফেসর মাকসুদ কামাল স্যারের সাথে কথা বলো। তারপর দ্বিতীয় দফা কথা হলো আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অনুষদের ডিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালের সাথে, তিনিও ঈদের ছুটিতে ওমরাতে যাওয়ার পথে প্রায়। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম, টাইমস হায়ার এডুকেশনের দেওয়া এই সুযোগটাও হয়তো কাজে লাগানো যাবে না!

পরদিন মাকসুদ কামাল স্যার ফোন করে আমাকে নিশ্চিত করলেন, ভাইস চ্যান্সেলর স্যারের সাথে তার কথা হয়েছে, তিনি ওমরাতে যাওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরিচালক প্রফেসর আসিফ আহমেদ খানকে এই বিষয়টি তদারকি করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যেন প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রফেসর আসিফ আহমেদকে দিয়ে সহায়তা করি। ইতোমধ্যে টাইমস হায়ার এডুকেশনের ডাটা অপারেশন ম্যানেজার মিং চ্যান আমাকে নিশ্চিত করলেন প্রফেসর এ এস এম মাকসুদ কামালের নামে একটি লগ ইন আইডি খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার তথ্য টাইমস হায়ার এডুকেশনে সাবমিট করতে পারবে।

পরদিন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরিচালক প্রফেসর আসিফ আহমেদ স্যার টেলিফোনে আমাকে নিশ্চিত করলেন, টাইমস হায়ার এডুকেশনের র‌্যাংকিং বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে তারা সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। যদিও ঈদের ছুটিতে সকল বিভাগের তথ্য যথা সময়ে পাওয়া যাচ্ছে না, তবুও তিনি আশাবাদী টাইমস হায়ার এডুকেশনের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে তার বিভাগ প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে পারবেন। এর পর কেটে গেছে তিনমাস। টাইমস হায়ার এডুকেশন কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাংকিং এর তালিকা চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করলো আজ। তালিকার শীর্ষে স্থান ধরে রেখেছে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যের কেইমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটির অবস্থান ৫ নম্বরে, হার্ভার্ডের অবস্থান ৭ নম্বর যুক্তরাজ্যের ইম্পেরিয়াল কলেজের অবস্থান ১০ নম্বরে। তবে তালিকায় বরাবরের মতোই যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর আধিপত্য রয়েছে। প্রথম ২ শত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ইংল্যান্ডের ২৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। প্রথম ২ শ সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধুমাত্র চিনের সিঁশিঙ্গুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান যথাক্রমে ২৩ ও ২৪ তম। বেঙ্গালুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স ৩০০-৩৫০ এর তালিকায় নেমেছে যা গত বছর ২৫০-৩০০ এর মধ্যে ছিলো। পাঞ্জাবের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি রূপারের অবস্থান তালিকার ৩৫১-৪০০ তে। তবে যেখানে ভারতের ৫৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাজ্যের এ তালিকা ভুক্ত হয়েছে সেখানে বাংলাদেশের একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাংকিং এর জন্য তালিকা ভুক্ত হতে পারলো।

এই কর্ম যজ্ঞের পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের অবদানের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে ফিল বেটি বললেন, তোমাদের অনুরোধ আর চাপ অব্যাহত না থাকলে ২০২০ সালের র‌্যাংকিং এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকা ভুক্ত হতো না।" তবে ফিল একথা স্বীকার করলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও গবেষণা উন্নত বিশ্বের চেয়ে কোন অংশ কম নয়, তবে গবেষণায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় যতটা ফান্ডিং পায় ততটা এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পায় না। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উন্নত গবেষণা ও পাবলিকেশন থাকলেও সেই তথ্য হাল নাগাদ করা হয় না। শিক্ষকদের গবেষণা ও রিসার্চ ডকুমেন্টসগুলো ওয়েব সাইটে পাওয়া যায় না। এই বিষয় গুলো নজর দিতে হবে। তবে টাইমস হায়ার এডুকেশন বা যে কোন র‌্যাংকিং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকায় নাম না থাকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে এটি আসলে বলা যাবে না। কেননা এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজস্ব উদ্যোগে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় তাদের তথ্য জমা দেয় সেই তথ্যের ভিত্তিতে তালিকা প্রকাশ করে থাকে র‌্যাংকিং প্রদানকারী সংস্থাগুলো। ২০১৮ সালে জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য সরবরাহ করেনি তাই ২০১৯ সালের র‌্যাংকিং এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসেনি। ২০১৯ সালে তথ্য দেওয়াতে ২০২০ সালের এডিশনে নাম অন্তর্ভুক্ত হলো। তবে টাইমস হায়ার এডুকেশনের ওয়েব সাইটে একটা ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ফিলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, ফিলকে জানালাম যে বিশ্ববিদ্যালয় যে বছর আবেদন করবে না তোমাদের ওয়েব সাইটে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফাইলে সেই তথ্যটাও থাকা উচিত। পাঠকের বিভ্রান্তি এড়াতে র‌্যাংকিং এ না আসার কারণটাও ওয়েব সাইটে উল্লেখ করা উচিত। ফিল এই দায় স্বীকার করে তাদের ওয়েব সাইট হাল নাগাদের আশ্বাস দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় দিলো। আমি সেই অভিনন্দন বার্তাটি পৌঁছে দিতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যাদের চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় যুক্ত হলো।

লেখক : যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি, একাত্তর টেলিভিশন। ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই ইউকে।

৩ বছর ধরে বিদেশ থেকে ভিডিও কলে জনসেবা দিচ্ছেন ইউপি সদস্য!

❑ বেতন-ভাতাও পাচ্ছেন নিয়মিত

নাটোর প্রতিনিধি ▸
নাটোরের লালপুরে কদিমচিলান ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ড সদস্য মো. আবুল কালাম (আবু মেম্বার) ২০১৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ৭ মাস পরে জীবিকার উদ্দেশ্যে চলে যান কাতার। কিন্তু তিনি যথারীতি ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা মাস্টারের যোগসাজশে বেতন-ভাতা উত্তোলন করে যাচ্ছেন।

তবে ঐ মেম্বারের স্ত্রী মাসুদা বেগম জানান, কাতার থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে তার স্বামী এলাকার জনগণের সেবা করছেন। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় সকল কাগজপত্রে স্ত্রী মাসুদা নিজেই আবুল কালাম নামীয় স্বাক্ষর ও সিল মারেন।

এদিকে আবুল কালাম মেম্বার দীর্ঘ সময় নিজ এলাকায় (ওই ইউনিয়নের গোধড়া এলাকায়) না থাকায় এলাকার জনগণ বারবার ইউপি চেয়ারম্যানকে অবগত করেন। এরপরও কোন সুরাহা না পাওয়ায় গত ২৭ আগস্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর ভুক্তভোগী জনগণ একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সুকৌশলী অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে আসল তথ্য।

নির্বাচিত হওয়ার ৭ মাস পর থেকেই প্রায় ৩ বছর যাবত ইউপি সদস্য আবুল কালাম কাতার প্রবাসী। চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় নিয়মিত উত্তোলন হচ্ছে সরকারি বেতন-ভাতা। রোববার সকালে সরেজমিনে ইউপি সদস্যের বাড়িতে গেলে তার স্ত্রী মাসুদা বেগম নিজ মুঠোফোনে স্বামী আবুল কালামের ইমো (IMO) নাম্বরে ফোন করে।

পরে সাংবাদিকরা বিষয়টি নিয়ে আবুল কালামের

ইউপি সদস্য মো. আবুল কালাম (আবু মেম্বার)

সাথে কথা বললে তিনি জানান, ৩ বছর যাবত তিনি কাতারে চাকরি করলেও এলাকার জনগণের সেবা করতে তার কোন সমস্যা হচ্ছে না। নিয়মিত ইমো নাম্বারে ভিডিও কলের মাধ্যমে জনগণের সমস্যার কথা শোনেন ও ব্যবস্থা নেন এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা করছেন ইউপি চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রী।

আবুল কালাম আরো জানান, ইউপি চেয়ারম্যানের অনুমতি ক্রমে তিনি বিদেশে গেছেন এবং কাতারে থেকেই স্থানীয় সকল কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। আবুল কালামের বাড়িতে সাংবাদিক এসেছে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ভিড় জমান স্থানীয়রা।

এ সময় স্থানীয়রা অভিযোগ করে জানান, ইউনিয়ন পরিষদ হতে ওয়ার্ডে বরাদ্দকৃত সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা যেমন ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতাসহ উন্নয়নমূলক সকল সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে তারা।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এ উল্লেখ আছে- কোন ইউপি সদস্য পরপর ৩টি কার্যকরি মিটিং এ অনুপস্থিত থাকলেই তার সদস্য পদ বাতিল হবে এবং সুনির্দিষ্ট কারণে ১ বছরে ছুটি নিতে পারবেন সর্বোচ্চ ৩ মাস। এসব নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে দীর্ঘ সময় প্রবাস যাপন করছেন এই ইউপি সদস্য। এলাকাবাসী জানান- মেম্বার না থাকায় কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না তারা।

এ বিষয়ে কদিমচিলান ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা মাস্টার বলেন, ইউপি সদস্য কোথায় আছেন তিনি জানেন না। ১নং ওয়ার্ড এর সকল দায়িত্ব তিনিই পালন করছেন। তবে মানবিক দিক বিবেচনা করে সরকারি ভাতার টাকা তুলে দেন ইউপি সদস্যর পরিবারের কাছে।

লালপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উম্মুল বানীন দ্যুতি বলেন, কোন ইউপি সদস্য অনুমতি ছাড়া দেশত্যাগ করতে পারবে না। সে আইন বহির্ভূত কাজ করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক গোলাম রাব্বী বলেন, কোন ইউপি সদস্য ৩টি কার্যকরি মিটিং এ অনুপস্থিত থাকলেই তার সদস্য পদ বাতিল হবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় তিনি কীভাবে পদে বহাল থেকে সরকারি ভাতা ভোগ করলেন, তা তদন্ত করে দেখা হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭ম শ্রেণির ছাত্রীকে বিয়ে করায় প্রবাসীকে জরিমানা

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি ▸
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বাল্যবিয়ের অপরাধে বর নাহিদ শিকদারকে (২৬) ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তার বাড়ি উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের ধেরুয়া গ্রামে। বাবার নাম রফিকুল ইসলাম শিকদার। সোমবার রাতে মির্জাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. মঈনুল হক তাকে আটক করে এই জরিমানা আদায় করেন।

জানা গেছে, মির্জাপুর উপজেলার ধেরুয়া গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী নাহিদ শিকদার একই উপজেলার বহুরিয়া ইউনিয়নের চান্দুলিয়া গ্রামের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গত চারদিন আগে বিয়ে করেন। খবর পেয়ে সোমবার রাত নয়টার দিকে মির্জাপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মঈনুল হকের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে নাহিদ শিকদারকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করেন। পরে বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন-২০১৭ এর ৭/১ ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মির্জাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মঈনুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ধেরুয়া গ্রামের বাসিন্দা সিঙ্গাপুর প্রবাসী নাহিদ শিকদার সপ্তম শ্রেণির অপ্রাপ্তবয়স্ক এক ছাত্রীকে বিয়ে করে আইন ভঙ্গ করায় তাকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)'র উদ্যোগে গত ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রংপুরের কাউনিয়ায় খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (রংপুর) ড. মো. সারোয়ারুল হক; এ সময় আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন —পাঞ্জেরী

রংপুরের কাউনিয়ায় খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি ▸
দক্ষ ও বুদ্ধিভিত্তিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এর ধারাবাহিকতায় রংপুরের কাউনিয়ায় খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে ৩দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)'র উদ্যোগে গত ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থেকে উপজেলা কৃষি অফিসে ২ ব্যাচে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম ব্যাচে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম ও বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র কর্মীসহ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। দ্বিতীয় ব্যাচে স্থানীয় ৩০ জন কৃষক ও কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (রংপুর) ড. মো. সারোয়ারুল হক। এছাড়া বারটান-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আব্দুল হালিম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের খাদ্যের মুখ্য ও গৌণ উপাদান, প্রধান প্রধান খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত রোগ এবং তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টির অবস্থা নিরূপণ, খাদ্য নির্দেশিকা, পুষ্টি সম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও রন্ধন পদ্ধতি, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য দূষিত হওয়ার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে বনজ ও ভেষজ গাছের ভূমিকা, অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন শাক, সবজি ও ফল চাষ, মাছ চাষ, পশু-পাখি পালনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গরিবের চালে ভেজাল

নীলফামারীতে ডিলারকে জরিমানা

নীলফামারী প্রতিনিধি ▸
সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা কেজি দরের চালে ভেজাল মেশানোর ঘটনায় ডোমারে এক ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ডিলার সামিউল ইসলাম হরিণচড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। সোমবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতিমা ঐ জরিমানা করেন।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) তহিদুর রহমান জানান, ১০ টাকা কেজির চালে ভেজাল মেশানোর সংবাদ পেয়ে রোববার বিকালে সামিউল ইসিলামের গোডাউনে অভিযান চালিয়ে ১৭ বস্তা খাবার অনুপযোগী নিম্নমানের চাল উদ্ধার করা হয়। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতিমা গোডাউনটি সিলগালা করে দেন। পরে সোমবার দুপুরে সামিউল নিজের অপরাধ স্বীকার করলে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে সাত দিনের কারাদণ্ড দেন। এ ঘটনায়, সামিউল ইসলাম জরিমানার ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে হতদরিদ্র ক্রেতারা অভিযোগ করেন, উপজেলার ৩২ জন ডিলারের মধ্যে অধিকাংশ ডিলারই খাদ্যগুদাম কর্মকর্তাদের সহায়তায় চালে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করছেন। তবে উপজেলা খাদ্যগুদাম কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, গুদাম হতে ডিলাররা ভালো চাল সংগ্রহ করে নিয়ে যান। পরে তারা চালের সঙ্গে নিম্নমানের চাল মেশান।

এক দিনের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে গাছ রোপণ করেছে বাঘা মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা —পাঞ্জেরী

শিক্ষার্থীদের টিফিনের টাকায় ১ দিনে লাখো গাছ রোপণ

রাজশাহী প্রতিনিধি ▸
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে রাজশাহীর বাঘা ও চারঘাট উপজেলার শিক্ষার্থীরা নিজেদের এক দিনের টিফিনের টাকায় ১ লাখ ৫ হাজার গাছ রোপণ করেছে। 'বিশ্ব ওজোন দিবস' উপলক্ষে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে নয়টায় চারঘাট পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ও বাঘা মডেল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আলাদা দু'টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা একযোগে গাছগুলো রোপণ করে।

২০১৫ সাল থেকে বাঘার উদ্যমী তরুণ জুবায়ের আল মাহমুদ 'এক দিনের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে গাছ রোপণ' আন্দোলন শুরু করেন। গত চার বছরে এই আন্দোলনে সারা দেশের ৭৫০টি স্কুলের লাখো শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহীর বাঘা-চারঘাট, পাবনার ঈশ্বরদী, নাটোরের বড়াইগ্রাম, সিলেটের বিয়ানীবাজার এবং খুলনার দিঘলীয়া উপজেলার শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ২০১৫ থেকে ২০১৯-এই পাঁচ বছরে সাড়ে তিন লাখ গাছ রোপণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে জুবায়ের আল মাহমুদ জানান, আগামী ২ অক্টোবর পাবনার ঈশ্বরদী এবং নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার শিক্ষার্থীরা একযোগে আরও ১ লাখ গাছ রোপণ করবে। এ ছাড়া সিলেটের বিয়ানীবাজার ও খুলনার দিঘলীয়া উপজেলায় বৃক্ষরোপণ চলছে।

জুবায়ের বলেন, প্রতিবছর বিচ্ছিন্নভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হলেও এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্ব ওজোন দিবস উপলক্ষে বাঘা-চারঘাটের শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে এত গাছ রোপণ করল। অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য শিক্ষার্থীদের এই লাখো গাছ রোপণের ঘটনা বিশ্বে বিরল। তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি, বাংলাদেশের পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীকে নিয়ে যদি বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে বৃক্ষরোপণ করা যায়, তাহলে খুব সহজে বাংলাদেশ সবুজ হবে। এই আন্দোলন যদি জাতিসংঘের উদ্যোগে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে খুব সহজে সারা পৃথিবী বিশাল এক অরণ্যে পরিণত হবে।' জাতীয়ভাবে বৃক্ষরোপণের জন্য 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ দিবস' ঘোষণা করে বাংলাদেশের সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে বৃক্ষরোপণের দাবিও জানান তিনি। চারঘাটের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল হোসেন। বাঘার বৃক্ষরোপণ উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঘা উপজেলা চেয়ারম্যান লায়েব উদ্দিন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন রেজা। চারঘাটে উপজেলা চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা এমনভাবে গাছগুলোর যত্ন করবে যেন গাছগুলো তোমাদের সঙ্গেই বেড়ে ওঠে।' বাঘার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান লায়েব উদ্দিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা আজ পৃথিবীর বুকে ইতিহাস তৈরি করলে। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে এই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম যেন অব্যাহত থাকে।' অনুষ্ঠানের সভাপতি বাঘার ইউএনও শাহিন রেজা বলেন, 'জুবায়েরের এই আন্দোলন অত্যন্ত যুগোপযোগী। শিক্ষার্থীরা যদি এভাবে প্রত্যেকে একটি গাছের দায়িত্ব নেয়, তাহলে গাছের প্রতি যেমন ভালোবাসা তৈরি হবে, তেমনি দেশের ২৫ ভাগ বনভূমি সংরক্ষণ ও সুনাগরিক হতেও সাহায্য করবে। আমরা এখনই যদি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে বাঁচাতে এগিয়ে না আসি, তাহলে আমাদের সামনে ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।'

যুবকের কান কেটে নিয়ে প্রতিশোধ প্রকাশ্যে উল্লাস

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় প্রতিশোধ নিতে সোহাগ সরদার (২৫) নামে এক যুবকের কান কেটে নিয়ে প্রকাশ্যে উল্লাস করেছে প্রতিপক্ষ। সোমবার বিকেলে উপজেলার পাটগাতী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে।

আহত সোহাগ সরদারকে প্রথমে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। সোহাগ টুঙ্গিপাড়া উপজেলার শ্রীরামকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। আহত সোহাগ সরদার জানান, ঢাকা যাওয়ার জন্য তিনি সোমবার বিকেলে দোলা পরিবহনের কাউন্টারে আসেন। প্রতিবেশী টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রাজিব শেখের নেতৃত্বে ৮ থেকে ১০ জন লোক তার ওপর হামলা চালায়। তাকে মারপিট করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাম কান সম্পূর্ণ কেটে নিয়ে পলিথিনে ভরে উল্লাস করতে করতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

সোহাগের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাজিব শেখ তার স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। প্রতিবাদ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে স্থানীয়রা জানান, রাজিব শেখের সঙ্গে প্রতিবেশী সোহাগ সরদারের স্ত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি টের পেয়ে গত ৬ মে রাজিব শেখের কান কেটে দেয় সে। প্রতিশোধ নিতেই রাজিব এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

টুঙ্গিপাড়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম এনামুল কবীর বলেন, কান কাটার ঘটনা শুনেছি। এখনও থানায় কোনো অভিযোগ দেয়া হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ কেমন শত্রুতা

সিলেট প্রতিনিধি ▸
সিলেটের গোলাপগঞ্জে এক খামারির সাড়ে ৩শ হাঁস বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে। গত সোমবার দুপুরে উপজেলার পৌর এলাকার স্বরসতি কামারগাঁওয়ের কারিমিয়া খামার বাড়িতে এ ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। খামারের মালিক বিলাল আহমদ জানান, সোমবার বেলা ১১টার দিকে খামারের সামনের একটি পুকুরে কয়েকটি হাঁস মরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। তাৎক্ষণিক একটি হাঁস নিয়ে ঢাকা দক্ষিণ পশু হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিষ প্রয়োগে হাঁসের মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তাররা জানান। এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত তাও নিশ্চিত করে জানা নেই বলেও জানান তিনি। এ ব্যাপারে পৌর স্থানীয় কাউন্সিলর এম ফজলুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ কেমন শত্রুতা? পশু-পাখি হত্যা করে কোনো শত্রুতা মেটানো কোনো বীরত্ব বহন করে না।

বন্ধুদের সঙ্গে মিলে রাতভর প্রেমিকাকে ধর্ষণ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে এক কিশোরীকে (১৭) গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতভর ওই কিশোরীর কথিত প্রেমিক ও তার বন্ধুরা এ ঘটনা ঘটায়। এ ঘটনায় ওই কিশোরীর ভাই বাদী হয়ে সোমবার দুপুরে চারজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা দুইজনকে আসামি করে কামারখন্দ থানায় মামলা করেছেন।

গণধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীর বাড়ি উল্লাপাড়া উপজেলায়। এ ঘটনায় সোমবার বিকেলে অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন- কামারখন্দ উপজেলার কুটিরচর গ্রামের দুলাল সেখের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (২০) এবং একই এলাকার মুকাদ্দেস আলীর ছেলে নাইমুল হক (২০)।

কামারখন্দ থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) পলাশ চন্দ্র দেব জানান, অভিযুক্ত আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে ওই কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গত রোববার রাতে উল্লাপাড়া থেকে আশরাফুল ওই মেয়েকে নিয়ে আসে। এরপর কামারখন্দ উপজেলার কুটিরচর এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে যায়। একপর্যায়ে সেখানে আশরাফুল তার আরও তিন বন্ধুকে ডেকে আনে। এরপর ওই কিশোরীকে তারা রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ভোর হলে কুটিরচর এলাকায় ওই কিশোরীকে ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায়। সকালে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিশোরীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় সোমবার দুপুরে ওই কিশোরীর ভাই বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। মামলার পর এজাহারভুক্ত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ইউএনওসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করলেন কৃষক

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
প্রকৃত কৃষককে বঞ্চিত করে অবৈধভাবে সেচ প্রকল্পের জন্য সনদ প্রদান করায় সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও কৃষি অফিসারসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। সোমবার লুৎফর রহমান নামে এক কৃষক বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে কৃষক কাবিল উদ্দিন, বিএডিসি সহকারী প্রকৌশলী ইসমাইল হোসেন, তাড়াশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার

তাড়াশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইফ্‌ফাত জাহান

(ইউএনও) ইফ্‌ফাত জাহান, কৃষি অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম, পল্লী বিদ্যুৎ তাড়াশ জোনাল অফিসের ডিজিএম ও সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর জেনারেল ম্যানেজারকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। মামলা সূত্রে জানা গেছে, তাড়াশ উপজেলার দেশীগ্রাম ইউনিয়নের গুড়পিপুল গ্রামের কৃষক লুৎফর রহমান একটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্য উপজেলা সেচ কমিটি বরাবর আবেদন করেন। প্রকল্পের আওতায় তার ১৪ বিঘা কৃষি জমি রয়েছে। কিন্তু তার আবেদন পাশ কাটিয়ে উপজেলা সেচ কমিটি অবৈধভাবে কাবিল উদ্দিন নামে অন্য এক কৃষককে সেচ সংযোগের জন্য সনদ প্রদান করে। অথচ ওই প্রকল্পে কাবিল উদ্দিনের সদ্য কেনা মাত্র এক শতাংশ জমি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাদী লুৎফর রহমান বলেন, বেআইনিভাবে প্রশাসন কাজ করায় আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এ কারণে প্রতিকার পেতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। মামলার অন্যতম বিবাদী ও উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি ,তাড়াশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ইফ্‌ফাত জাহান মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে রাজশাহীতে কর্মরত তাড়াশ উপজেলা কৃষি অফিসারের সে সময়ে দায়িত্বে থাকা কৃষি কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, আমি ওই মিটিংয়ে ছিলাম না।

একসঙ্গে ঘুমিয়ে থাকা দুই ভাইকে মেরে ফেলল সাপ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ▸
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এবার গভীর রাতে বিষধর সাপের কামড়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হচ্ছে- শৈলকুপার নাগপাড়া গ্রামের নবাব মন্ডলের দুই ছেলে শাহিন (২৫) ও সোহান (৮)। এ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় শৈলকুপা উপজেলায় সাপের কামড়ে তিনজনের মৃত্যু হলো।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার গভীর রাতে নিজ ঘরে একই খাটে ঘুমিয়ে ছিল দুই ভাই শাহিন ও সোহান। পরে রাত ১২টার দিকে বিষধর সাপ তাদের কামড় দেয়। সেসময় তাদের চিৎকারে পরিবারের অন্যরা ছুটে এসে প্রথমে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরে তাদের মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহের সহকারী পুলিশ সুপার (শৈলকুপা সার্কেল) আরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

১৩২ বস্তা সরকারি চালসহ গুদাম মালিক ধরা

পিরোজপুর প্রতিনিধি ▸
পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলায় ১৩২ বস্তা সরকারি চালসহ আব্দুল হক শেখ (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার বিকেলে উপজেলার শেখমাটিয়া ইউনিয়নের খেজুরতলা বাজার সংলগ্ন মো. আব্দুল হক শেখের মালিকানাধীন গুদাম থেকে চালের বস্তাগুলো জব্দ করা হয়। জব্দকৃত চাল যাচাই-বাছাই শেষে রাত ৯টার দিকে চালসহ আটক আব্দুল হক শেখকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

নাজিরপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুনিরুল ইসলাম মুনির জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খেজুরতলা বাজার সংলগ্ন আব্দুল হক শেখের মালিকানাধীন গুদামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় গুদাম থেকে ১৩২ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করা হয়। প্রতিটি বস্তায় ৩০ কেজি পরিমাণ চাল রয়েছে। আর এসব বস্তায় খাদ্য গুদামের নাম ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ রয়েছে। সরকারি এসব চাল গুদামে রাখার ব্যাপারে আব্দুল হক শেখ কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। তিনি আরও জানান, গুদাম মালিক আব্দুল হক শেখকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। গুদাম মালিক ও চালের মালিকানা দাবি করা আব্দুল হক শেখ জানান, তিনি খাদ্য গুদামের লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী হিসেবে ওই চাল উপজেলার শ্রীরামকাঠী গুদাম থেকে সোমবার দুপুরে এনেছেন। তবে শ্রীরামকাঠী খাদ্য গুদামের রক্ষক (ওসিএলএসডি) স্বপ্না রানি মৃধা বিষয়টি অস্বীকার করে জানান, এ চাল তাদের খাদ্য গুদামের নয়। এমন কী তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

ইউনিয়ন পরিষদে আটকে রেখে নারীকে পেটালেন চেয়ারম্যান

নোয়াখালী প্রতিনিধি ▸
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী এক নারীকে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।

নির্যাতনের শিকার রিমি অভিযোগ করেন, গত রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চর কাঁকড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে চেয়ারম্যান হাজি সফি উল্যাহ এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতনের শিকার ঐ নারী এবং তার মাকে পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আটকে রাখা হয় প্রায় ৪ ঘন্টা।

নির্যাতনের শিকার সাবিনা ইয়াসমিন রিমি জানান, গত আগস্ট মাসে জন্ম নিবন্ধনের কার্ড করতে চর কাঁকড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে গেলে বোর্ড অফিসের তথ্য সেবা কর্মকর্তা রিয়াদ তার ওপর হামলা চালায়। এ হামলার বিচারের দাবি করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করা হয়। রোববার সকালে ঐ অভিযোগ পত্রে হামলার সত্যতার পক্ষে স্বাক্ষর নিতে ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে গেলে চেয়ারম্যান তার স্বামী রিয়াদের পক্ষ নিয়ে প্রথমে তাকে এবং তার মাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে, পরে মোটা একটি লাঠি দিয়ে তার চোখে আঘাত করে। এরপর চৌকিদার আবদুর রবসহ অজ্ঞাত এক যুবককে তার ওপর লেলিয়ে দেয়। চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে চৌকিদার আবদুর রব ও অজ্ঞাত এক যুবক ঐ নারীকে বেধড়ক মারধর করে।

নির্যাতনের শিকার সাবিনা ইয়াসমিন রিমা আরও জানান, তার স্বামী রিয়াদ হোসেন চর কাঁকড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের তথ্য সেবা কেন্দ্রে চাকরি করে। পরিবারের অমতে রিয়াদের সঙ্গে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে তার বিয়ে হয়। পরে রিয়াদ তাকে তার বাড়িতে তুলে নিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে নারীও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেন তিনি। ঐ মামলা এখনও চলমান। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তথ্য সেবা কর্মকর্তার পক্ষ নিয়ে চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আটকে রেখে এ নির্যাতন চালিয়েছে।

এ ঘটনায় চরকাঁকড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাজি সফি উল্যাহ'র সঙ্গে রাত সাড়ে ৮টায় ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করার কথা স্বীকার করে বলেন, আমি তার সন্তানের জন্মনিবন্ধন করতে বার বার বলার পরও সে সন্তানের বাবার নাম দিয়ে তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে শাসন করেছি। আমার বয়স এখন ৭১ বছর। সন্তান হিসেবে একটু শাসন করেছি। এখন এটি ভুল করলাম না সঠিক করলাম সেটি আপনাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আমরা জনপ্রতিনিধিরা যদি খারাপ মেয়েদের একটু প্রেস্তিং দিয়ে ঠিক করতে না পারি, তাহলে আমরা কিসের জনপ্রতিনিধি।

তিনি আরও দাবি করেন, তিনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে শাসন করতেই পারেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, বোর্ড অফিসের লোকজন তাকে টানা হেঁচড়া করে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার শরীরের বিভিন্নস্থানে জখম হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আরিফুর রহমান জানান, সন্ধ্যায় নির্যাতিতা নারী থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। ঘটনার সত্যতা জেনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে যা শুনেছি এটি করা সঠিক হয়নি।

মুঠোফোনে প্রেম অতঃপর...

যশোর প্রতিনিধি ▸
মুঠোফোনে পরিচয়। তারপর প্রেম। আগে কেউ কাউকে দেখেননি। একদিন দু'জনের দেখা হয়। আলোচনার মধ্যে ছেলেটি মেয়েটিকে শরবত খেতে দেন। শরবত খেয়েই মেয়েটি অচেতন হয়ে পড়েন। চেতনা ফিরলে মেয়েটি বুঝতে পারেন, তাঁকে ভারতে পাচার করা হয়েছে। ভারতে পাচারের শিকার শেরপুর জেলার এক তরুণীর (১৯) কাহিনি এটি। দুই বছর পর সোমবার বিকেলে যশোরের বেনাপোল তল্লাশিচৌকি (চেকপোস্ট) দিয়ে মেয়েটিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ সময় ঐ তরুণীর সঙ্গে ভারত থেকে মৌলভীবাজার জেলার আরও এক তরুণীকেও দেশে ফেরত আনা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের মাধ্যমে তাদের ফেরত আনা হয়েছে।

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ঐ দুই তরুণীকে যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) কাছে সোমবার বিকেলে হস্তান্তর করে। বেনাপোল বন্দর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরির মাধ্যমে তাঁদের বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির (বিএনডব্লিউএলএ) জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। শেরপুর জেলার ঐ তরুণী বলেন, '২০১৬ সালে এক ছেলের সঙ্গে মোবাইল ফোনে পরিচয় হয়। কথা বলতে বলতে আমাদের মধ্যে প্রেম হয়। একদিন দু'জন দেখা করি। ছেলেটির দেওয়া শরবত খেয়ে আমি অচেতন হয়ে পড়ি। চেতনা ফিরলে বুঝতে পারি আমি ভারতে। পরে জানলাম, ছেলেটি আমাকে ভারতে বিক্রি করে দিয়ে গেছে। কয়েক মাস পর ভারতের পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে। এরপর আদালতের মাধ্যমে একটি মানবাধিকার সংস্থায় আশ্রয় পাই। দুই বছর পর দেশে ফিরতে পারলাম।' মৌলভীবাজারের ঐ তরুণী বলেন, 'সাভারে একটি পার্টসে কাজ করতাম। সেখানে এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমাকে ভারতে ভালো কাজ দেওয়ার কথা বলেন। আমি রাজি হয়ে যাই। তখন অপর এক লোকের কাছে আমাকে দিয়ে ভারতের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি, আমাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেড় মাস থাকার পর ভারতের পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে।'

বিনোদন

মায়া ছড়াচ্ছেন তিশা

'মায়াবতী'র গল্প এবং ছবির 'মায়া' চরিত্রটি নিয়ে বেশ উৎসাহ দর্শকের। পতিতা পল্লীতে একজন নারীর বেড়ে উঠার কাহিনীও মুগ্ধ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেক দর্শক।

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
নুসরাত ইমরোজ তিশা টিভি ও চলচ্চিত্রের সফল অভিনেত্রী। ২০০৯ মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের মাধ্যমে প্রথমবার বড় পর্দায় নিজেকে মেলে ধরেন তিনি। এরপর থেকে তিশা অভিনীত যত ছবি মুক্তি পেয়েছে, সবই তার সাবলীল অভিনয়ে দর্শকের প্রশংসা পেয়েছেন। ব্যতিক্রম হলো না এবারও। শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে অরুণ চৌধুরী পরিচালিত তার নতুন ছবি 'মায়াবতী'। এই ছবির মাধ্যমেই প্রথমবার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিটি মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বেশ সাড়া পাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। ছবিটি ব্যবসা সফল হবে কিনা- এ নিয়ে এখনই কিছু না বলা গেলেও সুধী মহলে তিশার দৃষ্টিনন্দন অভিনয়ের বেশ প্রশংসা পাচ্ছে। এমনকি এমন সাবলীল অভিনয়ের জন্য তিশাকে সাধুবাদও জানিয়েছেন চলচ্চিত্রের অনেকে। অনেক দর্শক আবার কেবলমাত্র তিশার অভিনয় দেখার জন্যও প্রেক্ষাগৃহে যাচ্ছেন। আর দর্শকের এই ভালোবাসায় অনেকটাই উচ্ছ্বসিত তিশা। শুধু তাই নয়, মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের সঙ্গে ছবিটি উপভোগ করছেন তিশা। তার সঙ্গে রয়েছেন ছবির পরিচালক অরুণ চৌধুরী, নায়ক ইয়াশ রোহানসহ মায়াবতীর পুরো টিম। খোঁজখবর নিয়ে এবং সরজমিনে রাজধানীর বেশ কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখা গেছে, 'মায়াবতী'র গল্প এবং ছবির 'মায়া' চরিত্রটি নিয়ে বেশ উৎসাহ দর্শকের। পতিতা পল্লীতে একজন নারীর বেড়ে উঠার কাহিনীও মুগ্ধ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেক দর্শক। ঢাকার মধুমতি হলে আসা দর্শক জানান, পরিচালক এই ছবির মাধ্যমে সমাজের কিছু সত্য ঘটনা তুলে এনেছেন। একটি অসামাজিক জায়গা থেকেও যে ভালো কিছু দেখানো সম্ভব সেটি পরিচালক তার নিপুণ গল্পে দেখিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি ফজলুর রহমান বাবুর অভিনয় ছিল বেশি প্রশংসনীয়। গল্পের কিছুকিছু ভুল ত্রুটি আছে। তবে অসম্ভব সুন্দর অভিনয় করেছেন তিশা। তার অভিনয় আমার হৃদয় ছুঁয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছে। ছবির 'যাব মদিনা' গানটি শোনে অনেক আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদেই ফেলিছি আমি। এ প্রসঙ্গে নুসরাত ইমরোজ তিশা বলেন, এখনও যে দর্শক হলে এসে দেশীয় চলচ্চিত্র দেখে তা আসলে নিজে না গেলে বুঝতাম না। একটি চলচ্চিত্রের মুক্তি থেকে প্রচার আর প্রচারণার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে দর্শকদের মধ্যে আরও দেশীয় ছবির প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে। আমাদের দেশের দর্শকরা এখনও কিন্তু ভীষণ বিনোদনপ্রেমী। আমি বিশ্বাস করি, ভালো গল্পের চলচ্চিত্র দর্শক এখনও প্রেক্ষাগৃহে এসে দেখছে এবং আগামীতেও দেখবে। উল্লেখ্য, 'মায়াবতী' চলচ্চিত্রটি ঢাকাসহ সারাদেশে ঢাকা স্টার সিনেপ্লেক্স আর ব্লকবাস্টারসহ মাত্র ১৪টি হলে মুক্তি দিয়েছেন। এই চলচ্চিত্রে নুসরাত ইমরোশ তিশা, ফজলুর রহমান বাবু ও ইয়াশ রোহান ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন, রাইসুল আসাদ, অরুণা বিশ্বাস, দিলারা জামানসহ অনেকে। এ ছাড়াও চলচ্চিত্র সোমবার ১৬ সেপ্টেম্বর স্টার সিনেপ্লেক্সের আমন্ত্রণে মিডিয়ার সব সেলেব্রেটি ও বিনোদন সাংবাদিকদের 'মায়বতী' চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে বাপ্পি শ্রাবণীর 'পাগলামী'

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
আগামী শুক্রবার বাপ্পি অভিনীত নতুন ছবি 'পাগলামী'। কমল সরকার পরিচালিত এ ছবিতে বাপ্পির বিপরীতে অভিনয় করেছেন কলকাতার অভিনেত্রী শ্রাবণী রায়। ছবিটি প্রযোজনা করেছে তরুণ চলচ্চিত্র প্রদর্শক আবদুল্লাহ চৌধুরী হিমেল। এ ছবির মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি। ছবিটি নিয়ে আশাবাদী কণ্ঠে হিমেল বলেন, এখন সিনেমার ব্যবসায় মন্দা চলছে। তারপরও এ শিল্পকে ভালোবাসি বলেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িয়ে রয়েছি। ভালোবাসার টানেই প্রযোজনার খাতায় নাম লেখালাম। আমি সবার সহযোগিতা চাই। 'পাগলামী' একটি মিষ্টি প্রেমের রোমান্টিক ছবি। আশা করি দর্শকরা বেশ আনন্দের সাথেই আমার ছবিটি গ্রহণ করবেন। ছবিটি নিয়ে বাপ্পি বলেন, অনেকদিন পর এরকম মিষ্টি একটা রোমান্টিক ছবিতে কাজ করেছি। আমার বিশ্বাস, চলচ্চিত্রের এই মন্দা সময়েও অনেকটা ভালো ব্যবসা করবে ছবিটি।

দায়িত্ববোধ থেকেই কাজে ফিরেছেন শাকিব

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
ঢালিউডের শীর্ষ তারকা শাকিব খান ডাবিংয়ে অংশ না নেওয়া নিয়ে সম্প্রতি বিতর্কে জড়িয়েছেন। ঠিক সময়মতো সিনেমা শেষ না করার কারণে শাকিব খানের কাছে নোটিশ পাঠায় শাপলা মিডিয়া। পরিচালক শাহিন সুমনের পরিচালনায় 'একটু প্রেম দরকার' সিনেমার শুটিং শেষ করলেও বাকি ছিল ছবির ডাবিং। সেই কাজটুকু শেষ করতে শাকিবের কাছে নোটিশ পাঠায় শাপলা মিডিয়া। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন শাকিব এবং কাজেও ফিরেছেন তিনি। যদিও এই পর্যায় আসা পর্যন্ত জল অনেকটাই ঘোলা হয়ে গেছে। জানা গেছে, শনিবার থেকে ৩ দিন ডাবিংয়ের তারিখ দিয়েছেন শাকিব খান। এই ৩ দিনে শেষ হবে সিনেমাটির কাজ। শাকিব খানকে পাঠানো এই নোটিশে বলা হয় শাকিব খান সিনেমাটিতে অভিনয় করার জন্য ৬০ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। ২০১৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ছবিটির শুটিং শুরু হয়। তবে সময়মতো শুটিংয়ে উপস্থিত থাকতেন না বলে শাকিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন শাপলা মিডিয়ার কর্ণধার সেলিম খান। গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ছবির কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় সেই সময় ছবিটি মুক্তি পায়নি। আবারো সামনের ১৬ ডিসেম্বরে ছবিটি মুক্তি দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

৪ বছর পর কাজে ফিরলেন লামিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
২০১৪ সালে 'ভিট চ্যানেল আই টপ মডেল' প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছিলেন লামিয়া ইসলাম। এরপর বিজ্ঞাপন, মডেলিং, নাটকে অভিনয় এমনকি চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন তিনি। পরের বছর বিয়ে করেন দেশের জনপ্রিয় কোরিওগ্রাফার তানজিল আলমকে। মনোযোগ দেন সংসারে। তারপর প্রায় ৪ বছর আর ক্যামেরার সামনে দেখা যায়নি লামিয়াকে। জানা গেছে, আবার কাজে ফিরেছেন লামিয়া ইসলাম।
তবে মডেল বা অভিনেত্রী হিসেবে নয়, লামিয়াকে কাজ করছেন কোরিওগ্রাফার হিসেবে। জানালেন, 'মিসেস বাংলাদেশ' নামে একটি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সেখানে তিনি র‍্যাম্প ও গ্রুমিংয়ে কোরিওগ্রাফি করছেন। বললেন, বড় ইভেন্ট পেলে এখন থেকে ক্যামেরার পিছনেই কাজ করবো।
লামিয়া বলেন, আমার স্বামী আগেও বলেছিল, এ ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে। আমি ভিট মডেল প্রতিযোগিতায় এসে তিনমাসে অনেককিছু শিখেছিলাম। সেগুলো এখন কাজে লাগছে। মডেল রুমা আপুর কাছ থেকে র‍্যাম্প ও গ্রুমিংয়ের সবকিছু হাতেকলমে শিখেছি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করবো : অমিতাভ রেজা

বিনোদন প্রতিবেদক ▸
নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী সিনেমার প্রসঙ্গ নিয়েই সাধারণত খবরের শিরোনাম হন। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন একটি তথ্যচিত্র নিয়ে। জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে এবার তথ্যচিত্র নির্মাণ করবেন তিনি। তবে একটি সরকারি কোনো অনুদানে নয়। অমিতাভ বলেন, 'একটি তথ্যচিত্র নিয়ে কাজ করছি। তথ্যচিত্রটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মাণ করবো। এই মুহূর্তে চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। চূড়ান্ত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। কিছুদিন আগেই শেষ হলো তার 'রিকশা গার্ল' সিনেমাটি। পোস্টার প্রকাশ করেছেন এরইমধ্যে। 'রিকশা গার্ল'-এর মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন নভেরা রহমান।

এবার এক ফ্রেমে তিনকন্যা

বিনোদন ডেস্ক ▸
এবার একই ফ্রেমে বন্দি হচ্ছেন টলিউডের তিন আলোচিত তারকা মিমি, নুসরাত এবং শুভশ্রী। তবে কোনো সিনেমায় নয়, একটি গানে। আর সেই গানে যদি পুজোর গন্ধ থাকে, তাহলে তো বিষয়টি আরও চমকপ্রদ। হ্যাঁ, সম্প্রতি সেই গানেরই ঝলক প্রকাশ্যে এসেছে। এতে যোগিনী দুর্গার বেশে ধরা দিয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। পরনে বেনারসি শাড়ি, গলায়-হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, কানে ঝুমকো, নাকে নথ, পায়ে আলতা, সিঁথিতে একমাথা সিঁদুর, শাখা-পলা-গয়নায় সেজে খানিক 'যোগিনী' দুর্গা বেশেই দেখা গেল শুভশ্রীকে। সেই ছবি নিজেই ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। পুজোর সেই গানে মিমি-নুসরাতকেও দেখা গেল অভিনব সাজে। পুজোর গানের জন্য তাদেরও সেই সাজ ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোমরবন্ধনী, হাতে-গলায় ভারী গয়না এবং চন্দন রঙা শাড়িতে সেজেছেন নুসরাত জাহান জৈন। খোলা চুল, মুখে স্মিত হাসি। মিমিও কম যান না। শুভশ্রী-নুসরাতের থেকে কিছুটা অন্যরকম সনাতনী সাজেই দেখা গেল মিমি চক্রবর্তীকে। সবুজ বেনারসি, গোলাপি ব্লাউজ এবং কুন্দনের গয়নায় মিমিকে যে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে- তা যেন ছবিই বলে দিচ্ছে।

খেলার মাঠ →

এশিয়ান টেবিল টেনিসে ফিলিস্তিনকে হারাল বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ▸
এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানের কাছে হারের পর ফিলিস্তিনকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় সোমবার প্রথম রাউন্ডে আরব আমিরাতের কাছে ৩-০ সেটে হারে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় রাউন্ডেও জিততে পারেনি হৃদয় আহমেদ, মানস চৌধুরী ও পরাগ মাসুদকে নিয়ে গড়া বাংলাদেশ দল। ইরানের কাছে হেরে যায় ৩-০ সেটে। ২৩ থেকে ৩০তম স্থান নির্ধারণী লড়াইয়ে ওঠার ম্যাচে জয়ের দেখা পায় বাংলাদেশ। ফিলিস্তিনকে হারায় ৩-১ সেটে।

কোহলি-রোহিতদের নিরাপত্তা দিতে আপত্তি ভারতীয় পুলিশের

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
অর্থ-কড়ির দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রিকেট বোর্ড ভারতের বিসিসিআই। কিন্তু তারাই এবার পাওনা নিয়ে ঝামেলা করার কারণে হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে চণ্ডিগড়ে পৌঁছেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। মোহালির পাঞ্জাব ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বুধবার মাঠে গড়াবে ম্যাচটি। ধর্মশালায় সিরিজের প্রথম ম্যাচটি ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচকে ঘিরে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এমন কিছু নেই। কিন্তু ভারতের ক্রিকেটারদের জন্য রয়েছে অন্য দুশ্চিন্তার কারণ। চণ্ডিগড় সফরে তাদের নিরাপত্তা দিতে আপত্তি জানিয়েছে স্থানীয় রাজ্য পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী বিসিসিআইয়ের কাছে প্রায় ৯ কোটি রুপি পাওনা রয়েছে চণ্ডিগড় পুলিশের। যে কারণে এ ম্যাচের জন্য যে পুলিশ ফোর্স প্রয়োজন, তা দিতে রাজি নয় রাজ্য পুলিশ। তবে বিমানবন্দর থেকে উভয় দলের ক্রিকেটার ও স্টাফদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছে মোহালি পুলিশ। চণ্ডিগড় পুলিশের আয়ত্তে যাওয়ার আগপর্যন্ত মোহালি পুলিশই নিরাপত্তা দিয়েছে কোহলি-রোহিতদের। এরপর আগের পাওনা পরিশোধ না করার কারণে আর কোনো নিরাপত্তা সহায়তা দেয়নি চণ্ডিগড় পুলিশ।

কানাডায় নিজের নামে রাস্তা উদ্বোধন, আপ্লুত ওপেন জয়ী বিয়াংকো
–ছবি: সংগৃহীত

টেনিসের নতুন রানি বিয়াংকা আন্দ্রেস্কু'র নামে রাস্তা

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন কানাডার বিয়াংকো আন্দ্রেস্কু অভিনবভাবে সম্মানিত হলেন তাঁর শহর মিসিসগায়। সে দেশের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়নের নামে মিসিসগার একটি রাস্তার নামকরণ করা হল। অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয়েছিল বিরাট একটি মিছিলও। সেখানে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হন। ছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোও। জনজোয়ারে বরণ করে নেওয়ার পরে টেনিস বিশ্বের নতুন রানির হাতে মিসিসগার মেয়র বনি ক্রম্বি শহরের একটি প্রতীকী চাবি তুলে দেন এবং বিয়াংকোর সম্মানে রাখা নতুন রাস্তাটির নাম ঘোষণা করেন- 'আন্দ্রেস্কু ওয়ে'। এক বছর আগেই যে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের বাছাই পর্বের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বিয়াংকোকে, সেখানে পরের বারই নেমে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নপূরণ করেন বিয়াংকো। শুধু তাই নয়, ফাইনালে সেরিনা উইলিয়ামসের মতো মহাতারকাকে তাঁরই ঘরের মাঠে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন। বিয়াংকোর এই সাফল্য তাই টেনিস রূপকথায় স্থান করে নেয়। স্বপ্নপূরণের পরে ১৯ বছর বয়সী তাঁর শহরে পাওয়া এই সম্মানে অভিভূত। 'কখনও ভাবিনি আমার জন্যই একটা মিছিলের আয়োজন করা হবে, আমার হাতে শহরের চাবি তুলে দেওয়া হবে, নামকরণ করা হবে রাস্তার,' বলেন বিয়াংকো। সঙ্গে যোগ করেন, 'এই জায়গাটায় কিন্তু আমি রাতারাতি উঠে আসিনি। প্রচুর ঘাম ঝরেছে। অনেক ওঠা-নামার মুখে পড়েছি। তবে কখনই হাল ছেড়ে দিইনি। না হলে আজ আপনাদের সঙ্গে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। যদি আমি পারি, সেরিনা পারে, রজার পারে, র‍্যাপ্টর্স পারে, তা হলে আপনিও পারবেন।' অনুষ্ঠানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিয়াংকো আবার লিখেছেন, 'এই দিনটা কোনও দিন ভুলতে পারব না। মিসিসগা শহরকে ধন্যবাদ। যারা এমন একটা অসাধারণ মিছিল আয়োজন করেছিল। যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের সবাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, 'বয়স্ক বা তরুণ, সমস্ত কানাডাবাসীদের কাছে বিয়াংকো অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে তরুণদের কাছে। কারণ বিয়াংকো দেখিয়ে দিয়েছে তরুণদের সামনে অসম্ভব বলে কিছু নেই।' সোশ্যাল মিডিয়াতে এই অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করে কানাডার প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'কানাডায় সব কিছুই সম্ভব। বিয়াংকো তুমি সবার প্রেরণা। তোমার জন্য গর্বিত।' জুন মাসে টরন্টো র‍্যাপ্টর্স এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পরে কানাডার খেলাধুলোর জগতে বিয়াংকোর মতো এত বড় কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেননি। র‍্যাপ্টর্স এর একটা স্লোগানও বিয়াংকোর সম্মানে পাল্টে দেওয়া হয়। বিয়াংকোর সম্মানে আয়োজিত মিছিলে উপস্থিত থাকা টরন্টোর মেয়র জন টোরি আবার ঘোষণা করেন, এখন থেকে টরন্টোয় ১৬ সেপ্টেম্বর পালিত হবে 'বিয়াংকা আন্দ্রেস্কু দিবস' হিসেবে।

ব্যক্তিগত কারণেই পদত্যাগ করেছি : ফাহিম

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
খেলোয়াড়ি জীবনে নাজমুল আবেদিন ফাহিম ছিলেন জাতীয় কোচ ও সাবেক ক্রিকেটার সারোয়ার ইমরানের সমসাময়িক, বন্ধুও। বিকেএসপিতেও একসঙ্গে কোচিং করিয়েছেন এ দু'জন। নাইমুর রহমান দুর্জয়, আল শাহরিয়ার রোকনরা সরাসরি তার ছাত্র। তবে সরাসরি কোচিংয়ের চেয়ে টেকনিক্যাল এডভাইজার হিসেবেই কাজ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য তার। এখনও শাহরিয়ার নাফিস, মোহাম্মদ আশরাফুলরা যেকোনো টেকনিক্যাল দিক নিয়ে ছুটে যান তার কাছে। এছাড়া বিপিএলেও তিনি কাজ করেছেন টেকনিক্যাল এডভাইজার হিসেবে। প্রথমে ক্রিকেটার, তারপর বিকেএসপির ক্রিকেট কোচ, একসময় বিকেএসপির হেড কোচ, সেখান থেকে বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের কোচ, এরপর একসময় বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। সেখানে দায়িত্ব পালনের পর গত বছরখানেক যাবত তাকে নারী ক্রিকেট উইংয়ের ইনচার্জ করা হয়েছিল। তবে এখন আর সে পদে থাকতে চাচ্ছেন না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অন্যতম সিনিয়র ব্যক্তিত্ব নাজমুল আবেদিন ফাহিম। এরই মধ্যে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বোর্ডে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১ অক্টোবর থেকে আর নারী ক্রিকেট দলের দায়িত্বে দেখা যাবে না তাকে।
এমন নয় তিনি কালই পদত্যাগ করেছেন। তবে মিডিয়া পাড়ায় খবর চাউর হয়েছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। নাজমুল আবেদিন ফাহিম পরিষ্কার জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে চলতি মাসের ১ তারিখেই দায়িত্ব ছাড়ার কথা বলেছেন বিসিবিকে।

পিএসজির বিপক্ষে মার্সেলোকেও পাচ্ছে না রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির বিপক্ষে ম্যাচের আগে আরও একটি ধাক্কা খেল রিয়াল মাদ্রিদ। চোট পেয়ে ছিটকে পড়া খেলোয়াড়দের তালিকায় যোগ হলো নতুন নাম, মার্সেলো।
অভিজ্ঞ ব্রাজিলিয়ান এই ডিফেন্ডার পিঠের সমস্যায় ভুগছেন বলে সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। তার জায়গায় সুযোগ পেতে পারেন জুনে লিওঁ থেকে আসা ২৪ বছর বয়সী লেফট-ব্যাক ফেরলাঁদ মাঁদি। ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় পিএসজির মাঠে খেলতে নামবে রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়নরা।
সম্প্রতি চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন ১০ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে এই গ্রীষ্মে চেলসি থেকে আসা বেলজিয়ামের ফরোয়ার্ড এদেন আজার। তারপরও দলটির চোট পাওয়া খেলোয়াড়দের তালিকাটা বেশ লম্বা।

বাফুফের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন খোদ বাফুফেরই এক সহসভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ।
গত সোমবার বাফুফে সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিনকে লিখিতভাবেই এই অভিযোগের কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির অন্যতম এ কর্তা। বাফুফের নির্বাহী কমিটির সভায় তিন বছরের আর্থিক বিবরণী অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করার পর তার ওপর সবার মতামত চাওয়া হয়েছিল। সেই মতামত পর্যবেক্ষণ আকারে প্রেরণ করেছেন মহিউদ্দিন আহমেদ, যেখানে ব্যাপক অনিয়মের কথা উল্লেখ করে তার তদন্ত দাবি করেছেন। মহিউদ্দিন আহমেদ যে অনিয়মগুলোর কথা তুলে ধরেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বিগত তিন বছরের (২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮) আর্থিক প্রতিবেদনে ৮ কোটি ৬১ লাখ, ২০১৭ সালে ৫ কোটি ৬৫ লাখ এবং ২০১৮ সালে ২ কোটি ৭৬ লাখ সর্বমোট ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ের অনিয়ম রয়েছে।
পুরো টাকাই ২০০৯ থেকে শুরু করে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ব্যয় খাতের। এগুলো কোনোভাবেই সর্বশেষ তিন বছরের ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। এত পুরনো বড় ব্যয় নতুন করে আর্থিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা অবৈধ।
তিনটি আর্থিক প্রতিবেদন তিনটি ভিন্ন অডিট ফার্ম দিয়ে করা হয়েছে। যার দুটি বাফুফের সাধারণ সভায় অনুমোদিত নয়। সাধারণ সভায় অনুমোদন না থাকলে সেই অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করানো অবৈধ।
২০১৭ সালের আর্থিক প্রতিবেদনে এশিয়া কাপ, বঙ্গবন্ধু কাপ, জাতীয় স্কুল ফুটবল, এবং প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচিতে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা সমন্বয় করা হয়েছে। অগ্রিম সমন্বয়ের বিপরীতে কেন অর্থ ব্যয় বেশি হয়েছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আইএফআইসি ব্যাংকে মতিঝিল শাখায় বাফুফের ৮ কোটি ১০ লাখ টাকা লোন হয়েছে। এ লোন বাফুফে কত কাল বহন করবে এবং বাফুফের অবস্থান কি হবে, তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন মহিউদ্দিন আহমেদ।
মহিউদ্দিন আহমেদ যে অভিযোগগুলো তুলেছেন, সেগুলো বিগত সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করে বাফুফের পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির অন্তর্ভুক্তির অনুরোধও করেছেন তিনি। বাফুফে সভাপতির কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেয়ার বিষয়ে মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, '২০১৫ সালে এজিএমে কাউন্সিলরদের একটা দাবি ছিল প্রতি বছরের জন্য একটা বাজেট নির্ধারণ করে তার ব্যয় করাতে হবে। সেটা করা হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে টাকা খরচ করা হয়েছে, দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বেশি। ধরুন ৩ লাখ টাকা হয়তো খরচ হয়েছে, কিন্তু দেখানো হয়েছে ১২ লাখ টাকা। কিছু খরচ সাদা কাগজের ভাউচারে করা হয়েছে। সাদা কাগজে কোন ভাউচার গ্রহণযোগ্য নয়।'
মহিউদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, '২০১৬ সালের অডিট রিপোর্ট কীভাবে ফিফা-এএফসির কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ সেটা নির্বাহী কমিটির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়নি। এজিএম তো দূরের কথা। ২০১৭ সালের বাফুফের অডিট রিপোর্টও নির্বাহী কমিটিতে পাঠানো হয়নি। ২০১৮ সালের রিপোর্ট তড়িঘড়ি করে করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটা বাদ দিয়েই ফিফার কাছে পাঠানো হয়েছে। যেটা সম্পূর্ণ অনৈতিক, অবৈধ।'

ভারতীয় ক্রিকেটে ফের গড়াপেটার ছায়া!

স্পোর্টস ডেস্ক ▸
ফের ভারতীয় ক্রিকেটে গড়াপেটার কালো ছায়া। আর এবার স্ক্যানারে তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ। আতস কাঁচের তলায় জাতীয় দলের এক ক্রিকেটার, আইপিএলে নিয়মিত খেলা এক ক্রিকেটার এবং রঞ্জি ট্রফি দলের এক কোচ। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখা।
তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে খেলা বেশ কিছু ক্রিকেটারের কাছে অচেনা নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ আসে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তা জানায় বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখার কর্মকর্তাদের। গুরুত্ব বুঝে তদন্ত শুরু করে তারা। কোথা থেকে এই মেসেজগুলি এসেছে, সেই উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে আইনি পরামর্শ নিতে পারে বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখা। এমনকি পুলিশের কাছে এফআইআরও করতে পারে।
ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের গভর্নিং কাউন্সিল একটি কমিটি তৈরি করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শেষাংশ

সব দেশেই মেয়েদের জীবনধারণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
[illegible]

যাত্রী ঝোলে বিআরটিসি বাসে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
[illegible]

খোলাবাজারে টিসিবির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
[illegible]

হোটেল নাজ গার্ডেনের মালিকের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
[illegible]

বেপরোয়া মেঘনা গ্রুপ: দেড় হাজার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
[illegible]

বিদেশি নামে ভেজাল ওষুধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
[illegible]

ফিরে আসতে হচ্ছে প্রবাসীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
[illegible] বন্ধ ছিল। ৭ বছর বন্ধ থাকার পর ২০১৫ সালে সৌদি আরব আবার নতুন করে বাংলাদেশী শ্রমিকদের নেয়া শুরু করে। সে বছরের ফেব্রুয়ারিতে গৃহ খাতে শ্রমিক নিতে বাংলাদেশের সাথে চুক্তি করে সৌদি আরব। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ২০১৬ সালে ৬৮ হাজার ২৮৬ জন, ২০১৭ সালে ৮৩ হাজার ৩৫৪ জন, ২০১৮ সালে ৭৩ হাজার ৭১৩ জন নারী শ্রমিক সৌদি আরব যান। কিন্তু এর ফলাফল হয় ভয়াবহ। ২০১৭ সাল থেকেই প্রায় প্রতি মাসেই সৌদি থেকে কিছু না কিছু নারী শ্রমিক ফিরে আসছেন। ফিরে আসা নারীদের মধ্যে যৌন নির্যাতনের কারণে অন্তঃসত্ত্বা নারী যেমন আছেন, তেমনি আছেন ভয়াবহ অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য হারানো নারীও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফিরে আসা নারীদের তাদের পরিবার গ্রহণ করতে চায় না। এদিকে, ২০১৭ সালে সৌদি সরকারের সৌদীকরণ নীতিমালার ঘোষণা অনুযায়ী আংশিক বাস্তবায়ন হওয়ায়, গত ১৫ মাসে বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের ৭ লাখ ২০০ জন প্রবাসী দেশটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ২০১৭ সালে সৌদি সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৪ লাখ ৬৬ হাজার প্রবাসী দেশটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়াও গত তিন মাসে আরো ২ লাখ ৩৪ হাজার ২০০ জন শ্রমিক নিজ দেশে ফিরে গেছেন। তবে এদের মধ্যে কতজন বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন তা জানা যায়নি। ইতোমধ্যেই দেশটিতে বেশ কয়েকটি হাউজিং কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছেন বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মার্কেট গুলো হয়ে পড়েছে ক্রেতা শূন্য। তার ওপর একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিদগ্ধ, হৃদরোগ ও হত্যাসহ বিভিন্ন কারণে প্রায়ই প্রাণহানি ঘটছে বাংলাদেশিদের। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সৌদি আরব থেকে ৪ হাজার ৩শ ৩ জনের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রকাশ করা তথ্য থেকে দেখা যায়, গত ৫ বছরে দেশে ফেরত আসা বৈধ প্রবাসী শ্রমিকদের মরদেহের সংখ্যা ১৭ হাজার ৩০৩।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের কর্মীদের দ্বিতীয় প্রধান গন্তব্য ছিল মালয়েশিয়া। কিন্তু বন্ধ হওয়ার এক বছর পরও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নতুন করে চালু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও অবৈধ অভিবাসীদের আটক করতে মালয়েশিয়া সরকার হঠাৎ অভিযান শুরু করায় দেশটিতে থাকা বাংলাদেশি কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বহু বাংলাদেশি জেলার এড়াতে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বহির্গমন বিভাগ সূত্র জানায়, গত বছর মালয়েশিয়া থেকে ৭ হাজার ৩৭২ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। আর এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ফিরেছেন প্রায় আড়াই হাজার অবৈধ অভিবাসী। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের একটি সংঘবদ্ধ চক্রের অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনার কারণে গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে দেশটিতে নতুন কর্মী নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। অবশ্য তখন সব দেশ থেকেই শ্রমিক নেওয়া বন্ধ করে দেয় দেশটির সরকার। ১২ সেপ্টেম্বর নেপালের সঙ্গে কর্মী নিয়োগে চুক্তি করেছে মালয়েশিয়া। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো সে সুযোগ নিতে পারেনি। এদিকে, কর্মী নিয়োগ বন্ধ হওয়ার আগপর্যন্ত মালয়েশিয়ার একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মহলকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির (জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান) একটি চক্র সেখানকার শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করছিল। মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার বন্ধের পর অভিযুক্ত ১০ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মালয়েশিয়ার মতো সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার অন্য দেশগুলো দখল করে নিলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া না হলে সমস্যাটি বড় আকার ধারণ করবে বলে জানান তারা।

স্কুলে অনুপস্থিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক। বিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯২৭ সালে রাঙ্গাবালী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সালে ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন সাজেদা বেগম। পরবর্তীতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক হন তিনি।

কিন্তু চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতন-ভাতা উত্তোলন করেছেন সাজেদা বেগম। সাজেদার স্বামী সাইদুজ্জামান মামুন উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা, সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি। একই সঙ্গে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডান হাত হিসেবে পরিচিত তিনি।

স্বামী আওয়ামী লীগ নেতা হওয়ায় কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে না এসেও বেতন-ভাতা নিচ্ছেন স্ত্রী সাজেদা বেগম। শিক্ষক হাজিরা খাতায় সহকারী শিক্ষক প্রবীর চন্দ্র রায় সাজেদার হয়ে প্রক্সি স্বাক্ষর দেন। তবে বিনা ছুটিতে এক মাস ধরে বর্তমানে ভারতে রয়েছেন প্রবীর চন্দ্র রায়ও। ফলে দু'জনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নেই।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সাজেদা বেগমের ছেলে স্বর্ণ ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। ছেলের লেখাপড়া ও দেখাশোনার জন্য ঢাকায় ফ্ল্যাট বাসা ভাড়া নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সাজেদা বেগম। তিনি কখন এলাকায় বা বিদ্যালয়ে আসেন তার সঠিক তথ্য জানে না কেউ।

রাঙ্গাবালী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির একাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অভিভাবক জানান, চলতি বছর একদিনও বিদ্যালয়ে আসেননি শিক্ষিকা সাজেদা বেগম। ক্লাস নেয়া তো দূরের কথা শিক্ষক হাজিরা খাতায়ও তার স্বাক্ষর নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিনিয়র সহকারী শিক্ষিকা সাজেদা বেগম মুঠোফোনে বলেন, আমিসহ আমার পরিবারের তিন সদস্য টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত। আমরা ঢাকায় চিকিৎসাধীন। বিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে ঢাকায় এসেছি আমি। তবে ছুটি শেষ হয়েছে এটি সত্য। এর আগে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলাম। তবে কতদিন আগে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন তা নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি সাজেদা বেগম।

তিনি আরও বলেন, আমার স্বামী উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা ও সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হওয়ায় আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে প্রতিপক্ষরা।

এ ব্যাপারে রাঙ্গাবালী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমান বলেন, সাজেদা বেগমের ছেলে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত। তাই দেড় মাস ধরে ঢাকায় আছেন তিনি। ছুটি নিলেও তার ছুটির মেয়াদ শেষ। শিক্ষিকা সাজেদা বেগম দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত বিষয়টি স্বীকার করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান বলেন, ঘটনাটি আমি জানি। ঐ শিক্ষিকার স্বামী বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রভাবশালী হওয়ায় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিষয়টি শুনেছি। তবে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাইনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে জেলা শিক্ষা অফিসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শিক্ষিকা সাজেদা বেগম দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত এই বিষয়টি সবাই জানেন। স্থানীয় এমপি এ ব্যাপারে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তাই ঐ শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা।

গাছে ঝুলছে স্বামীর লাশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বিষয়টি অবহিত করলে বেলা দেড়টার দিকে লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, ইমন আলী কিছুটা ভারসাম্যহীন। তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যেই ঝগড়া বিবাদ হতো।

ফুলবাড়িয়া থানার ওসি ফিরোজ তালুকদার জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ দুটি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে।

এনআইডি দিয়ে টিকেট বিক্রির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
কিন্তু তিনি গত দুই মাসে কতটা টিকেট এনআইডি দিয়ে বিক্রি করেছেন তিনি বলতে পারেননি। এ নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উক্ত নিয়ম চালু নেই বললেন স্টেশন মাস্টার মো. সাইফুল ইসলাম। লোক দেখানো বুকিং কাউন্টারে নোটিশ। নিয়ম চালু নেই তাহলে কেন নোটিশ লাগানো হয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এর সঠিক উত্তর দিতে পারেননি এবং নোটিশের বিষয়ে তিনি জানেন না অথচ বুকিং কাউন্টার কটকেই রয়েছে নোটিশ। সূত্র রেল কর্তৃপক্ষের এমন পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ভ্রমণের জন্য ট্রেনের অগ্রিম টিকিট এনআইডি দেখিয়ে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে টিকেট বিক্রির নিয়ম চালু করে কিন্তু চালু হয়নি শায়েস্তাগঞ্জে। এ নিয়ম অনেক আগে থেকেই এই রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি চালু রয়েছে কিন্তু চালু নেই শায়েস্তাগঞ্জ জংশনে। উল্লেখ্য, ই-টিকেট সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিজস্ব আইডিতে সংগৃহীত টিকিটের প্রিন্ট কপি ছবিসহ পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক। জরুরি পরিস্থিতিতে অন্যজনের আইডি দিয়ে ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ করা নিয়ম থাকলেও, ট্রেন ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই নিজের এনআইডি প্রদর্শনপূর্বক আসল টিকেট সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও, শুধুমাত্র যাত্রীর মোবাইল ফোনের এসএমএস দেখিয়ে ট্রেনের টিকেট পাওয়া যাবে না বলেও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এস. এম. মঈনুদ্দীন চৌধুরী শাহ্জালাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। চৌধুরী ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডে (সাবেক বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক) সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি সিটিসি এআইটি, বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডে উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ ৩৪ বছরের অধিক কর্মময় জীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সুবিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এস. এম. মঈনুদ্দীন চৌধুরী বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরবর্তীতে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড থেকে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন।

সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এ বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে সড়ক ও ফুটপাত থেকে অবৈধ দখলদারদের অপসারণ, উচ্ছেদ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের কৌশল নির্ধারণ, উচ্ছেদ পরবর্তী স্থানসমূহ দখলমুক্ত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মেয়র বলেন, আমরা এক-একটি এলাকা ধরে অভিযান পরিচালনা করব। ঐ এলাকার ফুটপাত যত দিন দখলমুক্ত না হবে তত দিন পর্যন্ত আমাদের অভিযান চলবে। সে ক্ষেত্রে এক এলাকায় যদি আমাদের ৫-১০ দিনও লাগে, আমরা তা করব। আতিকুল ইসলাম বলেন, যারা এখনো ফুটপাত দখল করে বাণিজ্য করছেন তাদের বলব, আপনারা এখনই নিজ উদ্যোগে সরে যান। আমরা অভিযানে নামলে কিন্তু কাউকেই ছাড় দেব না। বিভিন্ন ডেভেলপার কোম্পানি তাদের নির্মাণসামগ্রী ফুটপাতে রেখে কাজ করেন। এতে করে ড্রেনের ক্ষতি হয়। এ কারণে পানি নিষ্কাশন হয় না। আমরা তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কোনো অবৈধ দখল সিটি করপোরেশন সহ্য করবে না।

বাংলায় মাস্টার্স করে পদার্থ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বাংলা বিষয়ের ওপর অনার্স (স্নাতক) ও মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) সম্পন্ন করেছেন আইরিন সুলতানা। বাবা কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ায় বাংলা বিভাগে শিক্ষক সংকট না থাকা সত্ত্বেও মেয়েকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রথমে অতিথি শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিলেও বর্তমানে কলেজের পদার্থ-রসায়ন বিষয়ের শিক্ষক আইরিন সুলতানা। অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও পদার্থ-রসায়ন বিষয়ের ক্লাস নেয়ায় ফল বিপর্যয় ঘটছে শিক্ষার্থীদের।

মাগুরা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের এগ্রো মেশিনারি ট্রেডের দ্বাদশ শ্রেণির একাধিক শিক্ষার্থী জানান, অধ্যক্ষ স্যারের মেয়ে আইরিন ম্যাডাম আমাদের বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাস নেন। পাশাপাশি পদার্থ ও রসায়ন বিষয়েরও ক্লাস নেন আইরিন ম্যাডাম। তিনি বাংলার শিক্ষক। বাংলার শিক্ষক হয়ে অন্য বিষয়ের ক্লাস নেয়ায় কয়েক বছর ধরে আমাদের ফলাফল বিপর্যয় ঘটছে। আইরিন ম্যাডাম বিজ্ঞান ভালো পড়াতে পারেন না- বিষয়টি একাধিকবার অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেননি।

কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই কলেজে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (আরএসি), ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস এন্ড মেইনটেন্যান্স, ইলেকট্রনিকস কন্ট্রোল এন্ড কমিউনিকেশন ও এগ্রো মেশিনারির পাঠদান করা হয়। এসব ট্রেডের প্রত্যেকটিতে একজন চিফ ইন্সট্রাক্টর, একজন ইন্সট্রাক্টর, দু'জন জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদ রয়েছে। এসব ট্রেডে শিক্ষক সংকট রয়েছে। দীর্ঘদিনেও এসব ট্রেডে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। কিন্তু বাংলা বিভাগে শিক্ষক সংকট না থাকা সত্ত্বেও অধ্যক্ষের মেয়ে আইরিন সুলতানাকে অতিথি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পদার্থ ও রসায়ন বিষয়ের ক্লাস নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে শিক্ষিকা আইরিন সুলতানা বলেন, এসএসসি ও এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়াশোনা করে ভালো ফলাফল করেছি আমি। কাজেই পদার্থ ও রসায়ন পড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাগুরা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. আইয়ুব আলী বলেন, সব দপ্তরেই কিছু না কিছু দুর্নীতি ও অনিয়ম আছে। সেসব না দেখে আমার মেয়েকে খুব অল্প টাকায় একটা চাকরি দিয়েছি তার পেছনে পড়লেন কেন?

ইসি কর্মীসহ ৫ জনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
আমরা তাদের মামলার সব নথিপত্রও বুঝিয়ে দিয়েছি।' আটক তিনজনের মধ্যে একজন ডবলমুরিং থানা নির্বাচন কার্যালয়ের অফিস সহায়ক মো. জয়নাল আবেদিন (৩০)। বাকি দু'জন গাড়িচালক বিজয় দাশ (২৬) ও তার বোন সীমা দাশ ওরফে সুমাইয়া আক্তার (২৩)। বিজয় গাড়িচালক এবং সীমা চট্টগ্রাম সরকারি জেনারেল হাসপাতালে অস্থায়ী ভিত্তিতে আয়া পদে আছেন। মামলার বাকি দুই আসামি হলেন, সাগর ও সত্যসুন্দর দে। আটক তিনজনসহ পাঁচ আসামি পরস্পরের যোগসাজশে জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত বলে মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে খোয়া যাওয়া ল্যাপটপটি জয়নালের হেফাজতে ছিল। সেটি ব্যবহার করেই কয়েকজন রোহিঙ্গা নাগরিককে বাংলাদেশের এনআইডি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের তথ্য কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে পাঠানো হয়েছে। জয়নাল ল্যাপটপটি রেখেছিল তার ঘনিষ্ঠ বিজয় ও সীমার হেফাজতে।

'মেটি স্কুল' দেখতে এসে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (মেটি)। কম খরচে এবং হাতের নাগালের উপকরণ ব্যবহার করে মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে মেটি। ২০০৫ সালে মাটির স্কুলঘরটির নির্মাণ শুরু হয়। এতে অনুদান দেয় জার্মানির একটি দাতা সংস্থা। জার্মান ও অস্ট্রিয়ার ১০ জন ছাত্র ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় ১৯ জন শ্রমিক স্কুলটি নির্মাণে অবদান রাখেন। জার্মান আর্কিটেক্ট আন্না হেরিঙ্গার ও আইকে রোওয়ার্গের তত্ত্বাবধান সহযোগিতা করেন দীপশিখা প্রকল্পের কর্মীরা।

এই স্কুলটি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে মাটি, খড়, বালু ও বাঁশ, দড়ি, খড়, কাঠ, টিন, রড, ইট ও সিমেন্ট। মাটি ও খড় মেশানো কাদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এর দেয়াল। দেয়ালের ভিতের ওপর দেয়া হয়েছে আর্দ্রতারোধক। দেয়ালের প্লাস্টারে ব্যবহার করা হয়েছে মাটি ও বালু। মেঝের প্লাস্টারে গামগুলো ও সাবানের পেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণভাবে ওয়াটারপ্রুফ। মেটি স্কুলের ৯ ফিট উচ্চতার ওপরে প্রথম তলায় ছাদ হিসেবে বাঁশ বিছিয়ে ও বাঁশের চাটাই দিয়ে মাটির আবরণ দেওয়া হয়েছে। দোতলার ছাদে বাঁশের সঙ্গে কাঠ দেওয়া হয়েছে। ওপরে বৃষ্টির পানির জন্য দেওয়া হয়েছে টিন। কোথাও ইট ব্যবহার করা না হলেও ঘরের ভিত হিসেবে ইট ব্যবহার করা হয়েছে।

দীপশিখার রুদ্রপুর প্রকল্প অফিসের এরিয়া ম্যানেজার সেপাল চো. দেবশর্মা জানান, ২০০৭ সালে বিশ্বের ১৩টি স্থাপত্যের সঙ্গে মেটি স্কুলকে আগা খান অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার হিসেবে দীপশিখাকে ১৩ হাজার ৭০০ মার্কিন ডলার দেয়া হয়। আর আর্কিটেক্ট আন্না হেরিঙ্গারকে ১৬ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার ও আইকে রোওয়ার্গকে ৮ হাজার ২০০ ডলার দেওয়া হয়।

মোংলা বন্দর দিয়ে প্রথমবারের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সময় সংশ্লিষ্ট এজেন্ট ছাড়াও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ট্রাফিক) মো. মোস্তফা কামাল, সহকারী ট্রাফিক ম্যানেজার মো. কুদরত আলী ও ট্রাফিক কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাগরে ভাসছে প্রসাধনী ও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
প্রতিষ্ঠানের প্রসাধনসামগ্রী ও বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। তবে জাহাজডুবির ছয় দিন অতিবাহিত হলেও উদ্ধার কাজ শুরু হয়নি বলে জানা গেছে।

এদিকে রোববার রাতে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়ন থেকে বস্তা ভর্তি কসমেটিক্সের পড়স কেইস গ্লাস উদ্ধার করেছেন পুলিশ। সাগরে মাছ ধরারত জেলেরা ভাসমান অবস্থায় এসব পণ্য উদ্ধার করে তাদের কাছে হস্তান্তর করে। এসব মালামাল ডুবে যাওয়া জাহাজের বলে কলাপাড়া থানার এসআই বিপ্লব জানিয়েছেন।

মহিপুর থানার ওসি সোহেল আহমেদ বলেন, ধলামতি সাগর সৈকতে ভেসে আসা তরল পদার্থ ভর্তি ৬০টি ড্রাম উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি ড্রামের মধ্যে ২০ লিটার লিকুইট রং রয়েছে। এছাড়া একটি বড় আকারের কন্টেইনার ও কিছু প্রসাধনী সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এ বিষয়টি পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পায়রা বন্দর চেয়ারম্যান কমোডর এম জাহাঙ্গীর আলম জানান, পায়রা বন্দর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে ফেয়ারওয়ে বয়ার কাছে পায়রা চ্যানেলে গভীর সাগরে জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছে। জাহাজ ডুবির কারণে এ চ্যানেলে অন্য জাহাজ চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এ সমীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

হাসপাতাল ছেড়েছেন ৯৭

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আর এ মাসে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১১ হাজার ৩৫৭ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম আরও জানিয়েছে, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (১৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা) নতুন করে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৬ শতাংশ কমেছে। নতুন করে আক্রান্ত ৬১৬ জনের মধ্যে ঢাকার ভেতরে ১৯৯ জন, ঢাকার বাইরে ৪১৭ জন। কন্ট্রোল রুম জানায়, গত জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৮২ হাজার ৪৫৪ জন। এর মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭৯ হাজার ৭৬৬ জন। এ হিসাবে ৯৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ ডেঙ্গু রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন।

সারাদেশে বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন আছেন ২ হাজার ৪৮৫ জন। এর মধ্যে ঢাকার ভেতরে ৯৯৩ জন, ঢাকার বাইরে ১ হাজার ৪৯২ জন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন ৬৩৭ জন। এর মধ্যে ঢাকার ভেতরে ১৮৮ জন, ঢাকার বাইরে ৪৪৯ জন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
পাঠাচ্ছে।' তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার শিকার হয়ে সম্প্রতি দেশের একজন উদ্যোক্তা সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

জানা গেছে, নাসা অ্যাপারেলস ছাড়াও এনভয়, সিমটেক্স, ডিএমসি, তারাশিমা, কটন ক্লাব, কেনপার্ক, মেডলার, স্লোটেক্স ও ফাউন্টেন গার্মেন্টসের সরবরাহ করা পণ্য দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভিএফ-কনতুর। গত বছরের ডিসেম্বরে পণ্যগুলো পাঠিয়েছিল এই ১১টি পোশাক কারখানা। এই পণ্যের মূল্য ২৬ লাখ ডলারের মতো। ক্রেতা গ্রহণ না করায় সেসব পণ্য এখন দেশের পথে রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, ১২০ দিনের মধ্যে রপ্তানি পণ্যের বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ প্রত্যাবাসনের কথা। কিন্তু রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রপ্তানির টাকা পায়নি।

এ প্রসঙ্গে রপ্তানিকারক সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আমাদের তৈরি পোশাকের বাজারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বাজারের নাম যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, সেখানকার বায়াররা আমাদের পণ্য নিয়ে অহেতুক নানাভাবে ঝামেলা করেন। ঠিকমতো তারা পয়সা দেন না।' তিনি বলেন, 'আমাদের পণ্য তারা সময়মতো পাচ্ছেন। অথচ অন্যায়ভাবে তারা অর্ডারের শর্তানুসারে পয়সা দিচ্ছেন না।' এরকম ঘটনা বহু আছে দাবি করে তিনি বলেন, 'এমনও আছে- অর্ডারের পণ্য তারা ঠিকই পেয়েছেন কিন্তু এক টাকাও আমাদের দেননি।'

এই গার্মেন্টস মালিক বলেন, 'শিপিং লাইনের সঙ্গে যোগসাজশ করে এ ধরনের কাণ্ড ঘটানো হয়। অনেক সময় তারা পোর্টে পণ্য ফেলে রেখেও ডিসকাউন্ট আদায় করে নেয়।'

গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা বলছেন, কারখানার সঙ্গে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চুক্তি অনুযায়ী পণ্য তৈরি হয়েছে। সময়মতো পণ্যও হস্তান্তর করা হয়েছে। ক্রেতাপক্ষের মনোনীত জাহাজেই পণ্য পাঠানো হয়েছে। জাহাজের ভাড়াও ক্রেতা, অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী ভিএফ-কনতুরের দেওয়ার কথা। গার্মেন্ট মালিকরা জানান, এই ১১ প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি পণ্যের চালান পৌঁছানোর কথা ছিল গত ৬ জানুয়ারি। কিন্তু ৩ জানুয়ারি কানাডার পূর্ব উপকূলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে হ্যাপাগ লয়েডের পণ্যবাহী জাহাজ ইয়ানতিয়ান এক্সপ্রেসে। ফলে সময়মতো পণ্য পাঠানো সম্ভব হয়নি। তবে সব প্রক্রিয়া শেষে গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বন্দরে পণ্য পৌঁছলে ভিএফ-কনতুর তা গ্রহণ না করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ এই পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানোর কথা।

জানা গেছে, ডেলিভারি অ্যাট টার্মিনাল (ডিএটি) পদ্ধতিতেই পণ্যের চালান সরবরাহের কথা ছিল গত ৬ জানুয়ারি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জাহাজের মালিকপক্ষ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে চালান সরবরাহে বিলম্বের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অবহিত করা হয়।

বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক বলেন, 'রপ্তানি পণ্য গ্রহণ না করে ফেরত পাঠানো কোনও ভালো লক্ষণ নয়। এই সেক্টর এমনিতেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ অবস্থার মধ্যে ক্রেতাপক্ষ অনৈতিকভাবে চুক্তি ভঙ্গ করে ১১ প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি করা পণ্য ফেরত পাঠিয়েছে।' বিষয়টিকে তারা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন বলে জানান তিনি।

অনলাইনে ভোটের চিন্তাও টিকল না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
নেতাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানান প্রার্থী ও কাউন্সিলররা।

বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শুরু থেকে সবাই ভোটের মাধ্যমে সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে স্থির ছিলেন। এখনো আছেন। তবে ভোট নেয়া নিয়ে ষড়যন্ত্রের আশংকায় বিকল্প পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। ভোট আয়োজনে ব্যর্থ হলে অনলাইন পদ্ধতিতে ভোট নেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছিল। এর জন্য সংগ্রহ করা হয় প্রত্যেক কাউন্সিলরের অনলাইন যোগাযোগমাধ্যম ও 'হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার'।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারা দেশের ১১৭টি সাংগঠনিক ইউনিটের ৫৮০ জন কাউন্সিলর বা ভোটারের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সংগ্রহ করা হয়। ভোট দেয়ার জন্য একটি অ্যাপসও তৈরি করা হয়। যার পুরো নিয়ন্ত্রণ লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমানের হাতে থাকবে। ভোটারদের আলাদা আলাদা কোড দেয়া হবে। আর ভোট গ্রহণ শেষে তিনিই ফল ঘোষণা করবেন। তবে অনলাইনে ভোট নেয়ার পরিকল্পনার বিষয়টি যাতে সামনে চলে না আসে সে ব্যাপারে শুরু থেকেই সতর্ক অবস্থানে ছিল বিএনপি।

গত শনিবার বিএনপির সহযোগী সংগঠন ছাত্রদলের ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিল হওয়ার দিন ধার্য ছিল। যাতে ভোট দিয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করার কথা ছিল। কিন্তু এর একদিন আগে বৃহস্পতিবার ঢাকার নিম্ন আদালতে আরপিও অনুযায়ী বিএনপি ছাত্রদলের কাউন্সিল আয়োজন করতে পারে না এমন অভিযোগে মামলা করেন ছাত্রদলের সাবেক সহ-ধর্ম সম্পাদক আমানউল্লাহ। আদালত পরে কাউন্সিল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেয়। একইসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দশ নেতাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। এই খবরের পরই দিশেহারা হয়ে পড়েন বিএনপি নেতারা। সব আয়োজন থাকলেও লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে কাউন্সিল। নতুন করে কিভাবে কাউন্সিল করা যায় এ নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি নীতিনির্ধারকরা। কাউন্সিল অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত বিএনপির এক নেতা বলেন, 'অনলাইনের বিষয়টি এক পর্যায়ে আলোচনায় থাকলেও সে দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। যেভাবেই হোক সরাসরি ভোটেই ছাত্রদলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দুই একদিনের মধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে।'

প্রার্থীদের মিডিয়ায় কথা বলতে বারণ : এদিকে কাউন্সিল কবে কোন প্রক্রিয়ায় হবে তা নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা। যা নিয়ে বিএনপি নেতারা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। অন্যদিকে পুরোদমে কাজ করে যাওয়া প্রার্থীরাও এজন্য পড়েছেন বিপাকে। বিএনপির পক্ষ থেকে তাদের অপেক্ষার জন্য বলা হচ্ছে। আর কাউন্সিলরদের তারা আশ্বাস দিচ্ছেন ভোটের মাধ্যমেই নেতা নির্বাচন করা হবে।

এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে প্রার্থীদের জন্য। কারণ কোনোভাবেই কাউন্সিল নিয়ে যাতে সামনে আর কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়। সাধারণ সম্পাদক পদের একজন প্রার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, "আমাদের গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ সবাই খুব ঝামেলার মধ্যে আছেন। তবে বেশিরভাগ প্রার্থী ও কাউন্সিলর চান দু'দিন আগে হোক, পড়ে হোক সরাসরি ভোটেই কাউন্সিল হবে।' বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আদালতকে দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ করা ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচন করতে। কোন পদ্ধতিতে সেটা করা হবে শিগগিরই সিদ্ধান্ত হবে।' দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার সন্ধ্যায় কাউন্সিল নিয়ে ছাত্রদলের সাবেক নেতারা বৈঠক করেছেন। যাতে লন্ডন থেকে তারেক রহমানও যুক্ত ছিলেন। তবে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা স্পষ্ট হওয়া যায়নি।

চাঁদাবাজির অভিযোগে ঢাকা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)
এক জরুরি সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ উত্তরের সহসভাপতি আরিফুল ইসলাম আরিফ (মিরপুর কলেজ)-এর বিরুদ্ধে দলীয় গঠনতন্ত্র ও নীতি-আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সংগঠনের সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।' জানা গেছে, একটি বাস কোম্পানির কাছে মাসে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিলেন ছাত্রলীগ নেতা আরিফ। চাঁদা না দেয়ায় শনিবার রাতে ঐ কোম্পানির পাঁচটি বাসের সব যাত্রী নামিয়ে দিয়ে পরিবহনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মারধর ও চাঁদা না দিলে কোনো বাসের চাকা ঘুরবে না বলে হুমকি দেন আরিফ ও তার ক্যাডাররা।

এমটিবি এবং ওয়েল ফুড এন্ড বেভারেজ কোম্পানি লিমিটেড-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (এমটিবি) এবং ওয়েল ফুড এন্ড বেভারেজ কোম্পানি লিমিটেড-এর মধ্যে সম্প্রতি ওয়েল গ্রুপের কর্পোরেট কার্যালয়, রাওয়া কমপ্লেক্স (লেভেল ০৯), ভিআইপি রোড, মহাখালি, ঢাকা - ১২০৬-এ 'দেশব্যাপী বিল সংগ্রহ সংক্রান্ত' একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওয়েল ফুড এন্ড বেভারেজ কোম্পানি লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সৈয়দ নুরুল ইসলাম এবং এমটিবি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গৌতম প্রসাদ দাস নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে ওয়েল ফুড এন্ড বেভারেজ কোম্পানি লিমিটেড-এর সৈয়দ শামসুল ইসলাম, পরিচালক ও মনজুরুল এ. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক এবং এমটিবি'র ইরফান ইসলাম, হেড অব ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ও প্রিভিলেজ ব্যাংকিং ও আজম খান, গ্রুপ চীফ কমিউনিকেশন্স অফিসারসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে' এমসিএসএমই পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড রিপোর্টিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ব্যাংকের ডেস্ক ক্রেডিট অফিসারদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী 'এমসিএসএমই পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড রিপোর্টিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তরিকুল আজম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝেই ভিপি ও এসএমই ডিভিশনের প্রধান মো. মশিউর রহমান এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অনুষদ সদস্য মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন ফকির উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শরিয়তপুরের ভেদরগঞ্জ থানার কাঞ্চনপাড়া বাজারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এজেন্ট আউটলেট উদ্বোধন

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের ২৭তম এজেন্ট আউটলেট গত ৯ সেপ্টেম্বর শরিয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চনপাড়া বাজারে উদ্বোধন করা হয়। ব্যাংকের সমন্বিত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আউটলেটটি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ভিপি ও হেড অব রিটেইল, এআরসিডি এন্ড এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশন হোসেন-আল-সাকির চৌধুরী, ব্যাংকের ভেদরগঞ্জ শাখার ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন, ব্যাংকের শিবচর শাখার ম্যানেজার আইরিন সুলতানা, ব্যাংকিং এজেন্ট সাইফুল ইসলাম, ভেদরগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মজিবর রহমান খান শরীয়তপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার মো. সোহরাব আলী বিশ্বাসসহ স্থানীয় ব্যবসায়ী, গ্রাহকবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সাউথইস্ট এক্সচেঞ্জ কোম্পানী এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সাউথইস্ট ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সাউথইস্ট এক্সচেঞ্জ কোম্পানী (সাউথ আফ্রিকা) এর মধ্যে 'টাকা ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট' শীর্ষক এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ১২ সেপ্টেম্বর,২০১৯ তারিখে সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে ডকুমেন্ট বিনিময় করেছেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলী হোসেন প্রধানিয়া এবং সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাউথইস্ট এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর পরিচালক এম. কামাল হোসেন।

এ সময় কৃষি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আফজাল করিমসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক
পাঞ্জেরী
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ
The Daily Panjeree

‘সব দেশেই মেয়েদের জীবনধারণ কঠিন’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ▸
উন্নত থেকে অনুন্নত যে কোনো দেশই হোক না কেন মেয়ে হয়ে জন্মালে সব জায়গাতেই জীবনধারণ কঠিন। তবে দরিদ্র দেশে মেয়ে হয়ে জন্মালে জীবনধারণ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়। দাতব্য সংস্থা বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রাথমিক সুবিধাটুকুও পায় না। এছাড়া বিশ্বের সব দেশেই সমস্যার মুখে পড়তে হয় মেয়েদের। ‘দেশ, জেলা এবং ছেলে ও মেয়ের মধ্যে দূরত্বগুলো এটাই প্রমাণ করে যে উন্নয়নে বিশ্বের বিনিয়োগ প্রত্যেকের কাছে পৌঁছায় না।’
এতে বলা হয়েছে, নারী শিক্ষায় অগ্রগতি সত্ত্বেও সামাজিক রীতি, বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার কারণে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

রেজিঃ ডিএ ১৮৭৮ ■ বর্ষ ৮ ■ সংখ্যা ১৭০ ■ ঢাকা বুধবার ■ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ■ ৩ আশ্বিন ১৪২৬ বাংলা ■ ১৮ মহররম ১৪৪১ হিজরি ■ পৃষ্ঠা ৮ ■ মূল্য ৪ টাকা

খোলাবাজারে টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানীতে খোলাবাজারে ট্রাকে করে ৪৫ টাকা দরে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)।
মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজধানীর পাঁচটি স্থানে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হয়েছে বলে টিসিবির মুখপাত্র হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে আরও বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রাক সেল শুরু হবে বলে তিনি জানান।
টিসিবি জানিয়েছে, প্রতি ক্রেতা সর্বোচ্চ দুই কেজি করে পেঁয়াজ কিনতে পারবেন। এক একটি ট্রাকে এক হাজার কেজি পেঁয়াজ রয়েছে।
গত রোববার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সভাপতিত্বে খোলাবাজারে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মঙ্গলবার সচিবালয়ের সামনে প্রতিকেজি পেঁয়াজ ৪৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করে টিসিবি'র কর্মীরা —পাঞ্জেরী

যাত্রী ঝোলে বিআরটিসি বাসে, শ্রমিকের বেতন বকেয়া মাসের পর মাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
রাজধানীর সড়কগুলোতে সড়ক পরিবহন করপোরেশন বিআরটিসি বাসে যাত্রীদের যেভাবে ঝুলতে দেখা যায়, তাতে নিঃসন্দেহে ভাবাই যায় কোম্পানির আয় ভালো। ওদিকে ঢাকার একটি ডিপো বাদে দেশের ২০টি বিআরটিসি ডিপোর শ্রমিকদের বেতন বকেয়া ছয় থেকে এক বছর পর্যন্ত! এমনকি ভারত থেকে নতুন বাস আসার পরও শ্রমিকদের বেতন বকেয়া পড়ে আছে। তাহলে কোথায় যাচ্ছে বিআরটিসির আয়ের টাকা? অনুসন্ধানে নামে বিআরটিসির জোয়ার সাহারা ডিপো ঘিরে। এ বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন এই ডিপোর শ্রমিকরা। তখন তাদের আট মাসের বেতন বকেয়া ছিল। ডিপো তালা দিয়ে চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে সেখানে আসেন করপোরেশন চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া। তাকে ‘ভুয়া’ ও ‘দুর্নীতিবাজ’ আখ্যা দিয়ে শ্রমিকরা আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। পরে ঘটনাস্থলে ঢাকা মহানগর পুলিশের গুলশান জোনের ডিসি মোশতাক আহমেদ ও র‍্যাব কর্মকর্তারা পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। তারা আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারি ও ডিপোর কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠক থেকে বেতন পরিশোধের আশ্বাস পাওয়ায় শ্রমিকরা আন্দোলন তুলে নেন।
ঐ সময় শ্রমিকদের আশ্বাস দেওয়া হয়, প্রতি মাসের সঙ্গে আগের বকেয়া একমাসের বেতন দেওয়া হবে। আর ডিপোতে নতুন বাস যুক্ত হওয়া সাপেক্ষে প্রতি মাসে দুই মাসের (এক মাসের বকেয়াসহ) বেতন দেওয়া হবে। প্রধান কার্যালয়ের এই সিদ্ধান্তের চিঠিও পাওয়া গেছে অনুসন্ধানে। কিন্তু শ্রমিকদের দেওয়া সেই আশ্বাসকে আলোর মুখ দেখাতে পারেননি তিনি সময় বিআরটিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকা ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া।
জানা যায়, নতুন বাস এসেও আগের মতো বকেয়া বাড়তে থাকে শ্রমিকদের। আরও দু'মাস বকেয়া বেড়ে ১০ মাস বেতনহীন হয়ে পড়েন জোয়ার সাহারা ডিপোর শ্রমিকরা। এ পরিস্থিতিতে ফের চেয়ারম্যানের অপসারণ চেয়ে বেতনের দাবিতে আন্দোলনে নামে শ্রমিকরা। শেষ পর্যন্ত গত ২ সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়ার বিদায়ের দিনও শ্রমিকরা একই দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছিলেন। নতুন বাস আসার পরও শ্রমিকরা কেন বেতন পাচ্ছেন না– ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

হোটেল নাজ গার্ডেনের মালিকের সম্পদের হিসাব চায় দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়ায় বগুড়ার বিখ্যাত হোটেল নাজ গার্ডেনের মালিক মো. শোকরানার সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বেপরোয়া মেঘনা গ্রুপ: দেড় হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি ধামাচাপা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
কর ফাঁকিতে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে মেঘনা গ্রুপ। এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠান তানভীর ফুডস লিমিটেড গুঁড়ো দুধ আমদানিতে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে অর্থ পাচারে জড়িত। অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে মেঘনা গ্রুপ সরকারকে দেড় হাজার কোটি টাকা শুল্ককর বঞ্চিত করেছে। দেশের শীর্ষ কর ফাঁকিবাজ মেঘনা গ্রুপের অনিয়ম দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত ধামাচাপা পড়ে আছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এ প্রসঙ্গে দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলী বলেন, ‘২০১৪ সালের অক্টোবরে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় তানভীর ফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালকে

Meghna Group of Industries
ছাড়িয়ে যাই

দুদকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দেড় হাজার কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার ঘটনা অনুসন্ধানে নেমেছিল দুদক।’
জানা গেছে, ২০১৪ সালের ২৭ অক্টোবর মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এস মোস্তফা কামালকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক। ঐ দিন বিকেল ৩টা ২০ মিনিট থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টার বেশি সময় তাকে কর ফাঁকিবাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলী।
দুদক সূত্র জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে মোস্তফা কামাল ২০১০ ও ২০১১ সাল পর্যন্ত আমদানি করা গুঁড়ো দুধের এলসি, ক্লিয়ারিং ফরোয়ার্ডিংয়ের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

র‍্যাবের অভিযান
বিদেশি নামে ভেজাল ওষুধ, জরিমানা ২০ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
বিদেশি ওষুধের নামে নিম্নমানের ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করছিল ‘অ্যারিস্টোক্রাট কেয়ার’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। বিদেশ থেকে ‘খোলা ওষুধ’ এনে তা বোতলে ভরে লেভেলিং করত প্রতিষ্ঠানটি। তাছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধগুলো নতুন করে মেয়াদ বসিয়ে বাজারে ছাড়ছিল। প্রতিষ্ঠানটির এসব ভেজাল ওষুধ বিক্রিতে সহযোগিতা করছিলেন কিছু অসাধু চিকিৎসক। যারা প্রতিমাসে এখান থেকে কমিশন পেতেন।
র‍্যাবের অভিযানে প্রতিষ্ঠানটিকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা এবং এমডিকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেখান থেকে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফিরে আসতে হচ্ছে প্রবাসীদের শ্রমবাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিবেদক ▸
দিন বদলের আশায় ঋণ নিয়ে অথবা সর্বস্ব বিক্রি করে নিয়ে বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশি শ্রমিকরা নির্যাতন ও প্রতারণার শিকার হওয়াসহ অন্যান্য কারণে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে শ্রমবাজার হারাতে বসেছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ সৌদি আরব থেকে ফেরত আসতে হয়েছে ১৪০ বাংলাদেশিকে। এদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন সৌদি আরবে অবস্থানের পর ভিসার মেয়াদ শেষে দেশে ফিরেছেন বলে জানিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাহায্যকারী দল। তবে ফিরে আসাদের মধ্যে নতুন শ্রমিকও রয়েছেন, যার মাত্র কয়েক মাস আগে সৌদি আরব গিয়েছিলেন কাজের সন্ধানে। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে বলা হয়, যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের অনেকেরই ভিসার মেয়াদ শেষ। কেউ আবার বৈধ মালিক রেখে অন্য মালিকের কাছে কাজের সন্ধানে গিয়েছিলেন। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন কোনো না কোনো ফ্লাইটে সৌদি আরব থেকে শ্রমিকেরা দেশে ফিরে আসছেন। গড়ে প্রতিদিন ৭০-৮০ জন কর্মী ফিরছে। এর মধ্যে অনেক পুরনো শ্রমিকও রয়েছে।
বাংলাদেশের শ্রম রপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশি মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক। এর সবচেয়ে বড় বাজার মধ্যপ্রাচ্যের ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

স্কুলে অনুপস্থিত থেকেও বেতন-ভাতা নেন আ.লীগ নেতার স্ত্রী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
বিদ্যালয়ে ক্লাস না নিয়ে শুধু হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা তুলছেন এক সিনিয়র সহকারী শিক্ষিকা। তিনি স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার স্ত্রী। ঐ শিক্ষিকার নাম সাজেদা বেগম। তিনি পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার রাঙ্গাবালী ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

গাছে ঝুলছে স্বামীর লাশ, পানিতে ভাসছে স্ত্রী

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ▸
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের কান্দানিয়া গ্রামে স্বামী ইমান আলী (৪৫) ও স্ত্রী আকলিমা বেগমের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
ভবানীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহীনুর মল্লিক জীবন জানান, স্বামী ইমান আলীর লাশ বাড়ির পাশের একটি গাছে ঝুলছিল। আর তার স্ত্রী আকলিমা বেগমের লাশ পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পায় স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

এনআইডি দিয়ে টিকেট বিক্রির নোটিশ কাউন্টার ফটকে, নিয়ম চালু নেই বলেন স্টেশন মাস্টার

নুর উদ্দিন সুমন, শায়েস্তাগঞ্জ প্রতিনিধি ▸
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে পরিচয়পত্র দিয়ে ট্রেনের টিকেট বিক্রির জন্য কাউন্টার ফটকে নোটিশ লাগানো রয়েছে। তবে নিয়ম চালু নেই এবং কে লাগিয়েছে বুকিং ফটকে নোটিশ বলতে পারছেন না স্টেশন মাস্টার।
হবিগঞ্জ জেলার একমাত্র বড় স্টেশন শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে। সেখান থেকে প্রতিদিন জেলার নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ টিকেট সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করছেন। কিন্তু যাত্রীসাধারণ সঠিক নিয়মে টিকেট পাচ্ছে না। অভিযোগ উঠেছে, ভোটার আইডির মাধ্যমে টিকেট বিক্রি না করায় কালোবাজারিরা অধিকাংশ টিকেট ব্ল্যাকে নিয়ে চড়াদামে বিক্রি করছে। এতে জড়িত কিছু অসাধু কর্মকর্তা। এক ভুক্তভোগী মোর্শেদ তিনি বলেন জাতীয় পরিচয় দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে ফটকে লিখা ঠিকই কিন্তু টিকেট দেয়া হয় অবৈধ উপায়ে আমরা টিকেট কাউন্টারে পাইনা সব টিকেট চলে যায় দালাল চক্রের হাতে। এতে করে যাত্রীসাধারণ টিকেট থেকে বঞ্চিত।
এদিকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে, এনআইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের পর টিকেট বুকিং এর নিয়ম শুধু ভিআইপি যাত্রীদের ক্ষেত্রে জানিয়েছেন ক্রিকেট বুকিং সহকারী মইনুল ইসলাম ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

এস. এম. মঈনুদ্দীন চৌধুরী শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ▸
এস. এম. মঈনুদ্দীন চৌধুরী গত ৯ সেপ্টেম্বর শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যোগদান করেছেন। এর পূর্বে তিনি সাউথ ইস্ট ব্যাংকে অতিরিক্ত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাগরে ভাসছে প্রসাধনী ও তরল পদার্থ ভর্তি ব্যারেল

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ▸
বঙ্গোপসাগরে ১৫২টি কন্টেইনার নিয়ে ঢেউয়ের তাণ্ডবে ডুবে যাওয়া এমভি গলফ আরগো জাহাজটির উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়নি। সাগরে ভাসছে ডুবে যাওয়া জাহাজে থাকা কন্টেইনারসহ তরল পদার্থ ভর্তি ব্যারেল ও প্রসাধনী সামগ্রী।
পুলিশ বিভিন্ন ব্রান্ডের কসমেটিকস ও কন্টেইনার উদ্ধার করেছে। ইতোমধ্যে সমুদ্রে টহলরত নৌবাহিনীর জাহাজ সাগু সদস্যরা জাহাজে থাকা ১৪ নাবিককে জীবিত উদ্ধার করে হস্তান্তর করা হয়েছে। জাহাজ ও জাহাজের যন্ত্রাংশ এবং বহনকৃত মালামাল রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে ডুবে যাওয়া জাহাজ কর্তৃপক্ষ বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভেসে আসা তরল পদার্থ ভর্তি ব্যারেল ও প্রসাধনী সামগ্রী কুয়াকাটা সৈকতের গঙ্গামতি এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে অনেক প্রসাধনী সামগ্রী বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখনও ঐ জাহাজের মালামাল সাগরে ভাসছে। এ জাহাজটিতে ইস্পাত তৈরির কাঁচামাল ও কয়েকটি বেসরকারি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গোপসাগরে ১৫২টি কন্টেইনার নিয়ে ঢেউয়ের তাণ্ডবে ডুবে যাওয়া এমভি গলফ আরগো জাহাজটির উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়নি। সাগরে ভাসছে ডুবে যাওয়া জাহাজে থাকা কন্টেইনারসহ তরল পদার্থ ভর্তি ব্যারেল ও প্রসাধনী সামগ্রী। সমুদ্রের প্রাণী ও পরিবেশ বিপন্ন হতে পারে —পাঞ্জেরী

নামাজের সময়সূচি

ওয়াক্ত	ওয়াক্ত শুরু	জামাত
ফজর	৪-৩১	০৫-১৫
যোহর	১১-৫৭	০১-১৫
আছর	০৪-১৯	০৪-৪৫
মাগরিব	০৬-০৬	০৬-১০
এশা	০৭-২০	০৮-১০

সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

হাসপাতাল ছেড়েছেন ৯৭ শতাংশ ডেঙ্গু রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
সারাদেশে এখন পর্যন্ত ৯৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

টক ঝাল মিষ্টি টাউন

সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামছে ডিএনসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকার সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম। মঙ্গলবার বিকেলে গুলশানে নগর ভবনে এক বৈঠকে এ তথ্য জানান তিনি। দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ডিএনসিসি ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

দৃষ্টিপাত

বাংলায় মাস্টার্স করে পদার্থ-রসায়নের ক্লাস নেন অধ্যক্ষের মেয়ে

মাগুরা প্রতিনিধি ▸
বাংলায় অনার্স (স্নাতক) ও মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) সম্পন্ন করে পদার্থ ও রসায়ন বিষয়ের শিক্ষক হয়েছেন আইরিন সুলতানা। মাগুরা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের পদার্থ-রসায়নের ক্লাস নেন তিনি। আইরিন সুলতানা একই কলেজের অধ্যক্ষ আইয়ুব আলীর মেয়ে। অধ্যক্ষ আইয়ুব আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির এমন বহু অভিযোগ এসেছে। জানা যায়, ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

রোহিঙ্গাদের এনআইডি
ইসি কর্মীসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ▸
মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের জালিয়াতির মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাইয়ে দেওয়ার ঘটনায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিং থানার নির্বাচনি কর্মকর্তা পল্লবী চাকমা বাদী হয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন ও ডিজিটাল আইনে মামলাটি দায়ের করেছেন।
নির্বাচন কমিশনের চুরি হওয়া লাইসেন্স করা ল্যাপটপ ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং এনআইডি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গত সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে তিনজনকে আটক করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তাদের আটক করে কোতোয়ালী থানা পুলিশের হাতে দেন। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় চুরি হওয়া ল্যাপটপটিও। এরপর রাতে কোতোয়ালী থানায় পাঁচজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। কোতোয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মহসীন বলেন, ‘পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন শুধু নির্বাচন অফিসের কর্মচারি। গত রাতে যে তিনজনকে আটক করেছেন তাদেরকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। বাকি দু'জনকে আটকের চেষ্টা চলছে। এছাড়া আটক তিনজনকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডেরও আবেদন করা হচ্ছে।’
মোহাম্মদ মহসীন আরও বলেন, ‘সিএমপির কাউন্টার টেররিজম ইউনিটকে মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

‘মেটি স্কুল’ দেখতে এসে অবাক হন সবাই

দিনাজপুর প্রতিনিধি ▸
একেবারে অজপাড়াগাঁয়ে একটি স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে। আর এই তাক লাগানোর কারণ স্কুলটির ভিন্নধর্মী নির্মাণশৈলী। এই নান্দনিক শিল্পের জন্য ২০০৭ সালে আগা খান আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এই অপরূপ স্কুলটি দেখতে বিরলের প্রত্যন্ত রুদ্রপুর গ্রামে প্রতিদিনই ভিড় করছেন দেশি-বিদেশি দর্শকরা। শুধু স্থাপত্যেই স্বাক্ষর রাখেনি স্কুলটি, শিক্ষাতেও ছাপ রেখে চলেছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, দ্বিতল এ স্কুলের বৈশিষ্ট্য হলো- কক্ষে শিক্ষার্থীরা গরম কি শীতের অনুভূতি তীব্রভাবে অনুভব করে না। আলো-বাতাসের আগমনে স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। কক্ষগুলোও পরিবেশবান্ধব। ‘দীপশিখা’ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্কুলটি গড়ে তোলে।
আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষার প্রতি স্থায়ী ও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি, যুক্তিযুক্ত চিন্তার বিকাশ ও দলীয়ভাবে শিক্ষাগ্রহণ এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মেটি স্কুলের যাত্রা।
এখানে ছাত্রছাত্রীদের নাচ-গান-অভিনয়-চিত্রাংকন, আলোচনা ও কথোপকথনভিত্তিক ইংরেজি শেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শেখানো হচ্ছে। বর্তমানে এই স্কুলে শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।
জানা যায়, সংগঠনটির তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক পৌল চারোয়া তিগ্যা ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর ছোট্ট পরিসরে ‘মেটি স্কুল’ শুরু করেন। ‘মেটি’ একটি সংগঠনের নাম। যার পুরো নাম মডার্ন এডুকেশন ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

মোংলা বন্দর দিয়ে প্রথমবারের মতো গার্মেন্ট পণ্য যাচ্ছে বিদেশে

মোংলা প্রতিনিধি ▸
মোংলা বন্দর দিয়ে গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানি শুরুমোংলা বন্দর দিয়ে প্রথমবারের মতো গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ৪০ ফিট কন্টেইনারে করে ৭৫০ বান্ডিলে ২০ হাজার ৫৬৮ পিস সোয়েটার রপ্তানি করা হয়েছে। হংকং এর পতাকাবাহী এমভি মার্কস ওয়ালেস জাহাজে এ পণ্য রপ্তানি করা হয় বলে জানান মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ট্রাফিক) মো. মোস্তফা কামাল। এ পণ্য জার্মানির হামবুর্গ বন্দরে যাবে।
মোস্তফা কামাল আরও জানান, ‘মোংলা বন্দর দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির কার্যক্রম শুরু হওয়ায় এ বন্দরের গুরুত্ব বাড়বে। সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে রপ্তানিকারকরা এ বন্দর ব্যবহার করবেন।’ মোংলা বন্দর দিয়ে প্রথমবারের মতো গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানি করা সিএন্ডএফ (কাস্টম ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট) শেখ রফিকুর রহমান বলেন, ‘আগে কাস্টমসের মাধ্যমে গার্মেন্ট পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতাম আমরা। কিন্তু মোংলা বন্দরের মাধ্যমে এবারই প্রথম। মূলত আমাদের পরামর্শেই বন্দর কর্তৃপক্ষ এ উদ্যোগ গ্রহণ করে।’
দুপুরে বন্দর জেটিতে গার্মেন্ট পণ্য রপ্তানির ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
রূপাতলী, বরিশাল।
ফোন: ০৪৩১-৭১৬৫৩, ৭১৩৬৬
E-Mail: bapbs1@gmail.com
Web Site: www.pbs1.barisal.gov.bd

‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী’ ও ‘মুজিব বর্ষ’ উদযাপনের নিমিত্ত ‘সেবা বর্ষের’ প্রতিশ্রুত অনুযায়ী বৈদ্যুতিক কর্মশালায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র পবিসে ‘রেগুলার ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিং’ আয়োজন।

- বিগত ০৫ সেপ্টেম্বর'২০১৯ খ্রিঃ তারিখ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী’ ও ‘মুজিব বর্ষ’ উদযাপনের নিমিত্ত ‘সেবা বর্ষের’ প্রতিশ্রুত অনুযায়ী বৈদ্যুতিক কর্মশালায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেশব্যাপী একযোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সরাসরি অনলাইনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল হতে সুষ্ঠু, সুন্দর ও জাকজমকপূর্ণভাবে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বরিশালস্থ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক বরিশাল, পুলিশ সুপার বরিশাল, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সুধীজন, বিদ্যুৎ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা, সর্বোপরি ‘রেগুলার ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিং’ এর প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।
- অনুষ্ঠান শেষে উল্লেখিত দিনেই অত্র পবিসে ‘রেগুলার ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিং’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি বরিশাল পবিস-১ এ দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ (পঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা-এর উপস্থিতিতে বরিশাল পবিস-১ এর জেনারেল ম্যানেজার মহোদয় শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত ‘রেগুলার ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিং’ এ ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ক্লাস সিডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষকগণ ক্লাস পরিচালনা করছেন এবং উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করে প্রশিক্ষণার্থীগণ আনন্দিত, উদ্বেলিত। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারবেন, পাশাপাশি নিজ দেশের বাইরে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারবেন। আর এরই মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সোনার বাংলা তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় তা বাস্তবায়িত হবে মর্মে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রকাশক ও সম্পাদক : মো. নুরুল ইসলাম তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, **নির্বাহী সম্পাদক :** তালুকদার রুমী, প্রকাশক কর্তৃক মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস ৭৬/এ, নয়াপল্টন, থানাঃ পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত এবং ৮৫/১, নয়াপল্টন (৫ম তলা), **থানাঃ** পল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত। **সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় :** ৮৫/১, নয়া পল্টন (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৩৫৯১৪৬, ৯৩৬০০২৪, **মোবাইল :** ০১৭১২-৬৩১১৩২, ০১৭১৫-৭৯২৫০২, **ফ্যাক্স :** ৮৮-০২-৯৩৫৫০০৪, **E-mail :** panjereep@gmail.com, panjereep@yahoo.com